কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com
প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৮৭ । জুলাই ২০২০

জাতীয় বাজেট ২০২০-২১
জীবন ও জীবিকার বাজেট

Socio-economic
Impact of
COVID-19

মহামারির ২৫০০ বছরের ইতিহাস
গজব-মহামারি : ইসলামে সুরক্ষা
সংক্রামক ব্যাধি কী ও কেন?
টীকা-টিপ্পনি ও তথ্য-উপাত্তে করোনাভাইরাস
বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের দিনলিপি
IEDCR পরিচিতি

বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন
দিন-মাস-বছর

বিসিএস প্রস্তুতি
৪০তম Real Viva
৪১তম প্রিলি. টিপস ও
বিষয়ভিত্তিক Self Test

নিয়োগ টিপস
ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা
অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী
সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক
নিবন্ধন পরীক্ষার প্রস্তুতি

মহামন্দার কথকতা
NAFTA এখন USMCA
যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকাণ্ড : বিক্ষুব্ধ বিশ্ব
নেপাল ও চীনের সাথে ভারতের সীমান্ত বিরোধ
ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও নতুন ১৬৯ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ

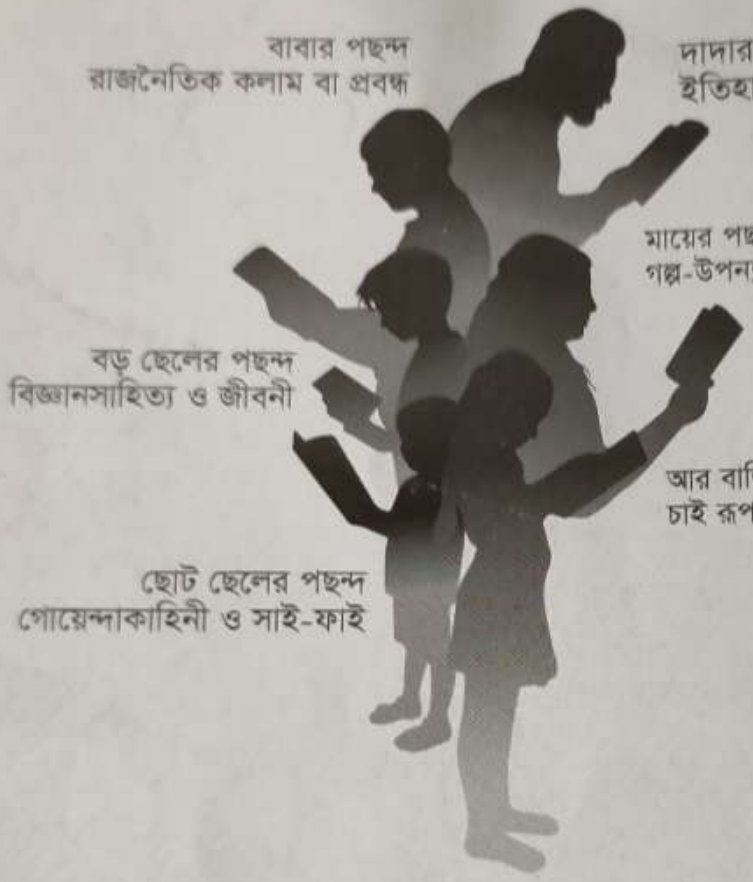

চাহিদা বহু-বিচিত্র, কিন্তু গন্তব্য একটাই...
আপনার পরিবারের সব সদস্যের বইয়ের চাহিদা মেটাতে–

কথাপ্রকাশ এক ও অদ্বিতীয়

বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের গ্রন্থ তালিকা থেকে
বাছাই করুন আপনার পছন্দের বইটি

কথাপ্রকাশ

সৃজনের আনন্দে পথচলা

www.kathaprokash.com

বর্ষ ২৫ । সংখ্যা ২৮৭ । জুলাই ২০২০

২৫ বছরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsbd.com

প্রতি মাসের বাংলাদেশ ও বিশ্ব

সম্পাদক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ মাহমুদ
জাকির হোসেন খোকন

সহকারী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন

গবেষক
গোলাম কিবরিয়া বিপু

সমন্বয়ক
মো. আলাল উদ্দিন, জহিরুল ইসলাম
মো. ফজলুল হক, আরিফ খান মিরণ
মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

বিভাগীয় সম্পাদক
মোশারফ হোসেন প্রান্ত, বুলবুল আহমেদ
মো. ইউসুফ খান, আবু আহসান সাঈদ

সম্পাদনা সহকারী
মাকসুদুর রহমান

সার্কুলেশন
আমিনুল ইসলাম সোহাগ

শিল্প নির্দেশক
হাফছা ইসলাম ও সানিয়া জিহা

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. মনির হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
মোসলেম উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ জিন্নাহ্
আবদুল করিম কাজল, মো. মনিরুল ইসলাম

দাম : বিশ টাকা

বিপণন

মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯, ০১৭১১ ১২০৭০১
অফিস ফোন : ৯৫৮৪৪৩৬
web : www.professorsbd.com
e-mail : ca@professorsbd.com
/profscurrentaffairs

সম্পাদকীয়

করোনায় স্তব্ধ পুরো বিশ্ব। ঘরবন্দি অধিকাংশ মানুষ। প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিলে নাম লেখাচ্ছে কতশত মানুষ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্বলতা, অসচেতনতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে গোটা বিশ্বকে।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে জয়ী হতে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এ সময় আমাদেরকে যেমন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, তেমনি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

করোনাকালীন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত আমরা চালিয়ে আসছি পত্রিকার সকল কাজ। পাঠকের সুবিধা বিবেচনায় এপ্রিল, মে ও জুন মাসের যাবতীয় তথ্যের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হলো এবার জুলাই সংখ্যা।

ঘরে থাকুন
কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ুন।
আর পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে
নিজেকে রাখুন আপ-টু-ডেট।

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন ৩৮/৩ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকা

করোনা সচেতনতা

সাবান-পানি বা অ্যালকোহলসমৃদ্ধ হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হ্যান্ড রাব দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে বার বার হাত ধৌত করুন।

বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন এবং অপরিষ্কার হাতে মাস্ক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

হাঁচি-কাশির সময় হাতের কনুই বা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিন এবং ব্যবহৃত টিস্যুটি তাৎক্ষণিকভাবে বদ্ধ ঝুড়িতে ফেলুন।

যে কোনো কিছু স্পর্শ করার পর হাত না ধুয়ে চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

টাকা, চশমা, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো স্প্রে করে বা জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে পরিষ্কার রাখুন।

ঘন ঘন সংস্পর্শে আসা জায়গা, যেমন– দরজার হাতল, নব, লিফটের বাটন, সিড়ির রেলিং এবং টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত রাখুন।

কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ঘরে প্রবেশের পর জীবাণুমুক্ত না হয়ে কোনো কিছুতে স্পর্শ করা যাবে না।

ঘরে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে রাখুন এবং প্রবেশের পর জামাকাপড় ধুয়ে ফেলুন বা পরে ধোয়ার জন্য রাখলে একটি ব্যাগে রাখুন।

ঘরে ঢুকে সব পরিষ্কার করার পর সাবধানে হাতের গ্লাভস খুলে নির্দিষ্ট ঝুড়িতে ফেলুন এবং হাত ধুয়ে ফেলুন।

বাস, ট্রেন, বিমান বা যে কোনো গণপরিবহন ও জনসমাগম এড়িয়ে চলুন অথবা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

যানবাহনের দরজার হাতল, জানালা, সিট কভারসহ ভেতর ও বাইরের সবকিছু ভালোভাবে পরিষ্কার রাখুন।

স্টেশন ও টার্মিনালের টয়লেটে তরল সাবান ও পানি রাখুন। টয়লেট জীবাণুমুক্ত রাখুন এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করুন।

প্রচারণায় **প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স**

সূচিপত্র

০৪ ॥ সংবাদ-সংযোগ : জুন ২০২০
০৬ ॥ সংবাদ-সংযোগ : এপ্রিল-মে ২০২০
০৭ ॥ সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর : জুন ২০২০
০৮ ॥ সাম্প্রতিক MCQ : জুন ২০২০
১০ ॥ নতুন মুখ : এপ্রিল-মে-জুন
১১ ॥ দিবস-প্রতিপাদ্য : জুন ২০২০
১১ ॥ গ্রাইজবন্ডের ৯৯তম ড্র
১২ ॥ লোকান্তরে : এপ্রিল-মে-জুন
১৪ ॥ সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ
১৫ ॥ পদক-পুরস্কার
১৬ ॥ বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ
১৭ ॥ রিপোর্ট-সমীক্ষা
২০ ॥ জাতীয় বাজেট ২০২০-২১
জীবন-জীবিকার বাজেট

সচিত্র বাংলাদেশ

২৪ ॥ গভর্নরের বয়সসীমা বৃদ্ধি
২৪ ॥ নতুন ই-ওয়ালেট
২৫ ॥ অ্যাকর্ড অধ্যায়ের সমাপ্তি
২৫ ॥ Sonali eSheba
২৬ ॥ অ্যাপোলো হাসপাতালের নতুন নাম
২৬ ॥ জাতীয় সংসদের দুই অধিবেশন
২৭ ॥ বানৌজা সংগ্রাম
২৭ ॥ বাংলাদেশ-ভারত : নতুন পোর্ট অব কল ও নৌরুট
২৮ ॥ NID কর্নার

বিশ্ব প্রবাহ

২৯ ॥ হংকং নিয়ে চীনের জাতীয় নিরাপত্তা আইন
২৯ ॥ আফগানিস্তানে ক্ষমতার ভাগাভাগি
৩০ ॥ ভারত পরিক্রমা
৩০ ॥ নতুন জোট IPAC
৩০ ॥ আটলান্টিকে বিশুদ্ধতম বাতাস
৩১ ॥ নেপালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন
৩১ ॥ বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ
৩১ ॥ যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি কর্মীদের ভিসা স্থগিত
৩১ ॥ কোরীয় উপকূলে পুনরায় উত্তেজনা
৩২ ॥ ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও নতুন ১৬৯ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ
৩৩ ॥ সীমান্ত বিরোধ : ভারত-নেপাল ▮ চীন-ভারত
৩৪ ॥ মার্কিন মুলুকে
৩৫ ॥ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকাণ্ড বিক্ষুব্ধ বিশ্ব
৩৬ ॥ NATO'র সদস্য এখন ৩০
৩৭ ॥ NAFTA এখন USMCA
৩৮ ॥ জাতিসংঘ সংবাদ
৩৯ ॥ মহামন্দার কথকতা
৪০ ॥ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৪১ ॥ দূরের আকাশ
৪২ ॥ Socio-economic Impact of COVID-19
৪৪ ॥ টীকা-টিপ্পনি ও তথ্য-উপাত্তে করোনাভাইরাস
৪৬ ॥ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের দিনলিপি
৪৭ ॥ IEDCR পরিচিতি
৪৮ ॥ সংক্রামক ব্যাধি কী ও কেন
৪৯ ॥ মহামারির ২৫০০ বছরের ইতিহাস
৫০ ॥ গজব মহামারি : ইসলামে সুরক্ষা
৫৬ ॥ বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন

BCS আয়োজন

৬৫ ॥ ৪০তম বিসিএস Real Viva
৬৬ ॥ ৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও Self Tes

নিয়োগ টিপস

৭৭ ॥ ১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা : ২০২০
৮০ ॥ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী
৮২ ॥ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও সিনিয়র স্টাফ নার্স
৮৪ ॥ শর্ট টেকনিক : পর্ব-৪৬
৮৫ ॥ ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা
৮৯ ॥ বিভিন্ন পদের নিয়োগ টিপস
৯২ ॥ শিক্ষা সংবাদ
৯৩ ॥ সঠিক তথ্যের সন্ধানে : পর্ব-৭৯
৯৪ ॥ প্রশ্ন আপনার আমাদের উত্তর
৯৫ ॥ জানা-অজানা
৯৬ ॥ খেলার আসর

PSC'র নতুন নীতিমালা ও সিলেবাস অনুসরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ▮ উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তা ▮ উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা
▮ উপসহকারী প্রশিক্ষক ▮ উপসহকারী সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষার জন্য

১ জুলাই থেকে বাজ

বিগত ১০ বছরের প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ সমাধান ■
২০ সেট স্পেশাল মডেল টেস্ট ■
প্রতিটি বিষয়ের MCQ সাজেশন্স ও তথ্যকণিকা ■
কৃষিবিষয়ক সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত-ডাটা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ■
সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের নির্বাচিত তথ্য উপস্থাপন ■

প্রফেসর'স
উপসহকারী
কৃষি কর্মকর্তা
নিয়োগ সহায়িকা

প্রফেসর'স প্রকাশন ▮ তথ্যের পৃথিবী • উন্নত জীবন

এপ্রিল ২০২০

০১ এপ্রিল ২০২০ | বুধবার
— বেসরকারি অ্যাপোলো হাসপাতালের নতুন নামকরণ করা হয় এভারকেয়ার হাসপাতাল।
— ভারতের কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার।

০২ এপ্রিল ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা' এবং 'বহুপাক্ষিকতার' আহ্বান সংবলিত প্রস্তাব অনুমোদন করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ।

০৪ এপ্রিল ২০২০ | শনিবার
— যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হন স্যার কেইর স্টারমার।

০৫ এপ্রিল ২০২০ | রবিবার
— করোনাভাইরাস মহামারিতে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ও দেশে অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরে ৭২,৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী।
— ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

০৬ এপ্রিল ২০২০ | সোমবার
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আব্দুল মাজেদ গ্রেপ্তার।

০৮ এপ্রিল ২০২০ | বুধবার
— গণহত্যা সনদ মেনে চলা এবং রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সব সহিংসতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা জারি করে মিয়ানমার সরকার।

০৯ এপ্রিল ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পবিত্র শবে বরাত পালিত।

১১ এপ্রিল ২০২০ | শনিবার
— ২০ ও ২১ নম্বর পিয়ারে পদ্মাসেতুর ২৮তম স্প্যান বসানো হয়।

১২ এপ্রিল ২০২০ | রবিবার
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

১৩ এপ্রিল ২০২০ | সোমবার
— বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৪ এপ্রিল ২০২০ | মঙ্গলবার
— বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (WHO) অর্থায়ন সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৫ এপ্রিল ২০২০ | বুধবার
— দ. কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৬ এপ্রিল ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— করোনাভাইরাস সংক্রমণে সমগ্র বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

১৮ এপ্রিল ২০২০ | শনিবার
— একাদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত।

মে ২০২০

০৩ মে ২০২০ | রবিবার
— প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গাদের একটি দলকে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তর।

০৪ মে ২০২০ | সোমবার
— ১৯ ও ২০তম পিয়ারের ওপর পদ্মাসেতুর ২৯তম স্প্যান বসানো হয়।

০৯ মে ২০২০ | শনিবার
— আদালত কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০ জারি।

১০ মে ২০২০ | রবিবার
— ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০ জারি।

১৩ মে ২০২০ | বুধবার
— ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মো. আতিকুল ইসলাম।

১৪ মে ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— পটুয়াখালীর পায়রায় ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু।

১৬ মে ২০২০ | শনিবার
— ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

১৭ মে ২০২০ | রবিবার
— রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯ মে ২০২০ | মঙ্গলবার
— জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) অনুমোদিত।

২০ মে ২০২০ | বুধবার
— পবিত্র শবে কদর পালিত।
— মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ জারি।
— ভারত ও বাংলাদেশের উপকূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' আঘাত হানে।

২১ মে ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— রাশিয়ার বিরুদ্ধে শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২২ মে ২০২০ | শুক্রবার
— পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার (পিআইএ) এ-৩২০ এয়ারবাস ৯৯ জন আরোহী নিয়ে বিধ্বস্ত হয়।

২৫ মে ২০২০ | সোমবার
— পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত।
— যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড নির্মমভাবে নিহত।

২৮ মে ২০২০ | বৃহস্পতিবার
— লিবিয়ায় মানবপাচারকারীদের গুলিতে ২৬ বাংলাদেশি নিহত।
— সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে দেয়া বেশকিছু আইনি সুরক্ষা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
— চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (NPC) বিতর্কিত 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' অনুমোদন করে।

২৯ মে ২০২০ | শুক্রবার
— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাথে তার দেশের সম্পর্কের ইতি টানার ঘোষণা দেন।

৩০ মে ২০২০ | শনিবার
— ২৬ ও ২৭ নম্বর পিয়ারের ওপর পদ্মাসেতুর ৩০তম স্প্যান বসানো হয়।

৩১ মে ২০২০ | রবিবার
— ২০২০ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

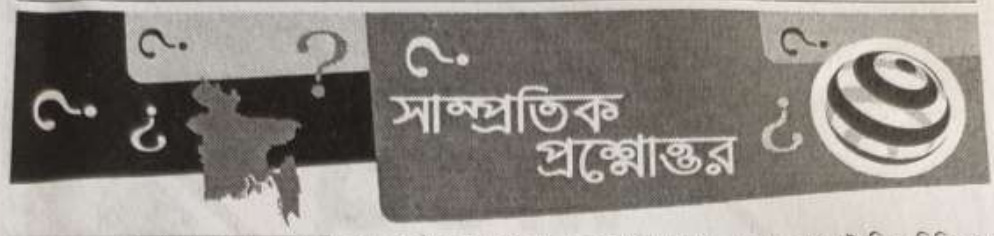

বাংলাদেশ

প্রশ্ন : ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ৯% কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১ এপ্রিল ২০২০।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর : ১১ মে ২০২০।
প্রশ্ন : অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের আত্মস্মৃতি বা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উত্তর : আমার একাত্তর (১৯৯৭), কাল নিরবধি (২০০৩) ও বিপুলা পৃথিবী (২০১৫)।
প্রশ্ন : অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মৃত্যুবরণ করেন কবে?
উত্তর : ১৪ মে ২০২০।
প্রশ্ন : United Nations Public Service Award 2020 লাভ করে বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়?
উত্তর : ভূমি মন্ত্রণালয়।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে কতটি সরকারি কলেজ রয়েছে?
উত্তর : ৬২৯টি; এর মধ্যে ৩০২টি নতুন জাতীয়করণকৃত।
প্রশ্ন : দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের নাম কী?
উত্তর : মন্ত্রিসভা।
প্রশ্ন : বাংলা খেয়ালের প্রবর্তক কে?
উত্তর : আজাদ রহমান।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতটি?
উত্তর : ৩৫টি।
প্রশ্ন : ২০১৯ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ চীনে কতটি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়?
উত্তর : ৮,২৫৬টি।
প্রশ্ন : জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস কবে?
উত্তর : ২৭ ফেব্রুয়ারি।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১০৬টি।
প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৭৯টি।
প্রশ্ন : ২৩ জুন ২০২০ কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যাত্রা শুরু করে?
উত্তর : আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডার মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিদেশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি USMCA কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ১ জুলাই ২০২০।
প্রশ্ন : করোনাভাইরাসের টিকা তৈরির গবেষণায় মার্কিন সরকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার নাম কী?
উত্তর : Operation Warp Speed।
প্রশ্ন : শিশুশ্রম নিরসনে আন্তর্জাতিক বর্ষ (International Year for the Elimination of Child Labour) পালিত হবে কোন সাল?
উত্তর : ২০২১ সাল।
প্রশ্ন : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ অনুযায়ী, প্রতি চিকিৎসকের বিপরীতে কতজন করে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকা উচিত?
উত্তর : ৫ জন।
প্রশ্ন : সাম্প্রতিক সময়ে বহুল ব্যবহৃত জুম (Zoom) কী?
উত্তর : ভিডিও কনফারেন্সের জনপ্রিয় অ্যাপ। জুম মিটিংস অ্যাপের ফ্রি ভার্সনে সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট ও ১০০ জন একটি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হতে পারবেন।
প্রশ্ন : Black Lives Matter (BLM) কী?
উত্তর : বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) ৭৫তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : ভোলকান বোজকার (তুরস্ক)।
প্রশ্ন : ২০১৯ সালে বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ উপসাগরীয় সহযোগী সংস্থা (GCC)-এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : মোবারক আল হাজরাফ (কুয়েত)।
প্রশ্ন : সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

সংস্থা-সংগঠন

প্রশ্ন : African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP)-এর বর্তমান নাম কী?
উত্তর : Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS); ৫ এপ্রিল ২০২০ নতুন নামকরণ করা হয়।
প্রশ্ন : OACPS'র বর্তমান সদস্য দেশ কত?
উত্তর : ৭৯টি।
প্রশ্ন : OACPS'র সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর : ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
প্রশ্ন : ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ISESCO) বর্তমান নাম কী?
উত্তর : ইসলামী বিশ্ব শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ISESCO); ৩০ জানুয়ারি ২০২০ নতুন নামকরণ করা হয়।
প্রশ্ন : ISESCO'র পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Islamic World Education, Scientific and Cultural Organization।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের প্রথম গোলদাতা কে?
উত্তর : এনায়েতুর রহমান; ২৬ জুলাই ১৯৭৩, বিপক্ষ থাইল্যান্ড।
প্রশ্ন : ২০২১ সালে পিছিয়ে যাওয়া প্যারালিম্পিক গেমসের নতুন সময়সূচি কী?
উত্তর : ২৪ আগস্ট-৫ সেপ্টেম্বর ২০২১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) বা ফ্লু হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট এক প্রকার সংক্রামক রোগ

সাম্প্রতিক MCQ

বাংলাদেশ

১. ২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশ সরকার কোন রোগকে সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে ঘোষণা করে?
ক Influenza খ Avian Flu
গ MERS-CoV ঘ COVID-19

২. বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সংক্রামক ব্যাধি কতটি?
ক ২৩টি খ ২৪টি
গ ২৫টি ঘ ২৬টি

৩. বাংলাদেশ পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শকের (IGP) নাম কী?
ক ড. বেনজীর আহমেদ খ ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী
গ মোহাম্মদ হারিস উদ্দিন ঘ চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন

৪. RAB'র নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের নাম কী?
ক ড. বেনজীর আহমেদ খ এম ইনামুল হক
গ এম আজিজুল হক ঘ চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন

জাতীয় বাজেট ২০২০-২১

৫. কততম বাজেট?
ক ৪৭তম খ ৪৮তম
গ ৪৯তম ঘ ৫০তম

৬. বাজেটের মোট পরিমাণ কত?
ক ৪,৯৯,৫৭৩ কোটি টাকা খ ৫,০৩,৫৭৩ কোটি টাকা
গ ৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা ঘ ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা

৭. সাধারণ করমুক্ত আয়সীমা কত?
ক ২.৫০ লাখ টাকা খ ৩ লাখ টাকা
গ ৪ লাখ টাকা ঘ ২.৭০ লাখ টাকা

৮. নারী ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা কত?
ক ২.৫০ লাখ টাকা খ ৩.৫০ লাখ টাকা
গ ৪.৫০ লাখ টাকা ঘ ৫.৫০ লাখ টাকা

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৯

৯. ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক ময়মনসিংহ খ নওগাঁ
গ কুমিল্লা ঘ দিনাজপুর

১০. গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক দিনাজপুর খ ঠাকুরগাঁও
গ ফরিদপুর ঘ নাটোর

১১. চা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক চট্টগ্রাম খ হবিগঞ্জ
গ সিলেট ঘ মৌলভীবাজার

১২. পাট উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক ফরিদপুর খ পাবনা
গ রাজবাড়ী ঘ জামালপুর

১৩. আলু উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক বগুড়া খ মুন্সিগঞ্জ
গ রংপুর ঘ রাজশাহী

১৪. আম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক রংপুর খ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ সাতক্ষীরা ঘ রাজশাহী

১৫. তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক বান্দরবান খ যশোর
গ চুয়াডাঙ্গা ঘ ঝিনাইদহ

আন্তর্জাতিক

১৬. ৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিতব্য ৫৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল ট্রাম্পের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কোন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী?
ক বার্নি স্যান্ডার্স খ জো বাইডেন
গ হিলারি ক্লিনটন ঘ ন্যান্সি পেলোসি

১৭. সুপার ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে কবে?
ক ২০ মে ২০২০ খ ২১ মে ২০২০
গ ২২ মে ২০২০ ঘ ২৩ মে ২০২০

১৮. ঘূর্ণিঝড় আম্পান-এর নামকরণ করে কোন দেশ?
ক শ্রীলংকা খ ভারত
গ মিয়ানমার ঘ থাইল্যান্ড

১৯. ঘূর্ণিঝড় নিসর্গ-এর নামকরণ করে কোন দেশ?
ক বাংলাদেশ খ মালদ্বীপ
গ ওমান ঘ পাকিস্তান

সংস্থার সদস্য

২০. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৩৬টি খ ৩৭টি
গ ৩৮টি ঘ ৩৯টি

২১. ২৮ এপ্রিল ২০২০ কোন দেশ OECD'র ৩৭তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক স্লোভেনিয়া খ চিলি
গ কলম্বিয়া ঘ লাটভিয়া

২২. এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৮০টি খ ৮১টি
গ ৮২টি ঘ ৮৩টি

MCQ উত্তর

১	ঘ
২	খ
৩	ক
৪	ঘ
৫	ঘ
৬	গ
৭	খ
৮	খ
৯	ক
১০	খ
১১	ঘ
১২	ক
১৩	ক
১৪	ঘ
১৫	ঘ
১৬	খ
১৭	ক
১৮	ঘ
১৯	ক
২০	খ
২১	গ
২২	খ

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ প্রথম লিপিবদ্ধ করেন গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস; ২৪০০ বছর আগে

২৩. ২৭ মে ২০২০ কোন দেশ AIIB'র ৮১তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক আফগানিস্তান খ বেনিন
গ বেলজিয়াম ঘ আলজেরিয়া

২৪. বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থার (WIPO) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১৯০টি খ ১৯১টি
গ ১৯২টি ঘ ১৯৩টি

২৫. ১১ মে ২০২০ কোন দেশ WIPO'র ১৯৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক সলোমন দ্বীপপুঞ্জ খ সিরিয়া
গ নাউরু ঘ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ

২৬. আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংকের (AfDB) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৮০টি খ ৮১টি
গ ৮২টি ঘ ৮৩টি

২৭. ৪ মার্চ ২০২০ কোন দেশ AfDB'র ৮১তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক দক্ষিণ সুদান খ আয়ারল্যান্ড
গ সোমালিয়া ঘ কসোভো

২৮. NATO'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ২৯টি খ ৩০টি
গ ৩১টি ঘ ৩২টি

২৯. ২৭ মার্চ ২০২০ কোন দেশ NATO'র ৩০তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক উত্তর মেসিডোনিয়া খ মন্টিনিগ্রো
গ স্লোভেনিয়া ঘ কসোভো

৩০. বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থার (MIGA) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১৮০টি খ ১৮১টি
গ ১৮২টি ঘ ১৮৩টি

৩১. ২৪ মার্চ ২০২০ কোন দেশ MIGA'র ১৮২তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক উত্তর মেসিডোনিয়া খ মন্টিনিগ্রো
গ সোমালিয়া ঘ কসোভো

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৩২. ২০২০ সালের হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সিঙ্গাপুর খ হংকং
গ নিউজিল্যান্ড ঘ অস্ট্রেলিয়া

৩৩. ২০২০ সালের হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইরিত্রিয়া খ কিউবা
গ ভেনিজুয়েলা ঘ উত্তর কোরিয়া

৩৪. ২০২০ সালের হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ১১৯তম খ ১২০তম
গ ১২২তম ঘ ১৩৫তম

৩৫. বৈশ্বিক সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ চীন
গ ভারত ঘ রাশিয়া

৩৬. ২০২০ সালের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক নরওয়ে খ ফিনল্যান্ড
গ ডেনমার্ক ঘ সুইডেন

৩৭. ২০২০ সালের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক চীন খ ইরিত্রিয়া
গ তুর্কমেনিস্তান ঘ উত্তর কোরিয়া

৩৮. ২০২০ সালের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ১২৭তম খ ১৪২তম
গ ১৪৫তম ঘ ১৫১তম

৩৯. ২০২০ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক আইসল্যান্ড খ নিউজিল্যান্ড
গ পর্তুগাল ঘ অস্ট্রেলিয়া

৪০. ২০২০ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক ইয়েমেন খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ঘ আফগানিস্তান

৪১. ২০২০ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ৭২তম খ ৭৬তম
গ ৯৭তম ঘ ১৪১তম

বৈশ্বিক মৎস্য পরিস্থিতি ২০২০

৪২. স্বাদু বা মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ ভারত
গ বাংলাদেশ ঘ মিয়ানমার

৪৩. স্বাদু বা মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?
ক প্রথম খ দ্বিতীয় গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ

৪৪. সামুদ্রিক মাছ আহরণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ পেরু
গ ইন্দোনেশিয়া ঘ রাশিয়া

৪৫. মাছ রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক ভারত খ ভিয়েতনাম
গ নরওয়ে ঘ চীন

৪৬. মাছ আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক জাপান খ যুক্তরাষ্ট্র
গ স্পেন ঘ চীন

ক্রীড়াঙ্গন

৪৭. ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ২৩ মে-৮ জুন ২০২১
খ ২৩ জুন-৮ জুলাই ২০২১
গ ২৩ জুলাই-৮ আগস্ট ২০২১
ঘ ২৩ আগস্ট-৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

৪৮. ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক টোকিও, জাপান খ বেইজিং, চীন
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ প্যারিস, ফ্রান্স

৪৯. ১৮তম বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১৫-২৪ জুলাই ২০২২ খ ১৫-২৪ আগস্ট ২০২২
গ ১৫-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঘ ১৫-২৪ অক্টোবর ২০২২

৫০. ১৮তম বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক টোকিও, জাপান খ ওরেগন, যুক্তরাষ্ট্র
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ প্যারিস, ফ্রান্স

MCQ উত্তর

২৩ খ
২৪ ঘ
২৫ গ
২৬ খ
২৭ খ
২৮ খ
২৯ ক
৩০ গ
৩১ গ
৩২ ক
৩৩ ঘ
৩৪ গ
৩৫ ক
৩৬ ক
৩৭ ঘ
৩৮ ঘ
৩৯ ক
৪০ ঘ
৪১ গ
৪২ ক
৪৩ গ
৪৪ ক
৪৫ ঘ
৪৬ খ
৪৭ গ
৪৮ ক
৪৯ ক
৫০ খ

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস চার ধরনের— টাইপ-এ, টাইপ-বি, টাইপ-সি এবং টাইপ-ডি

নতুন মুখ

বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- পরিকল্পনা বিভাগ : মো. আসাদুল ইসলাম; নিয়োগ ৯ জুন ২০২০।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় : আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী; নিয়োগ ১৪ জুন ২০২০।
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় : কবির বিন আনোয়ার; নিয়োগ ২২ জুন ২০২০।
  - জনপ্রশাসন কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র সচিব পদ চালু হয় ৯ জানুয়ারি ২০১২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের পরেই সিনিয়র সচিবদের অবস্থান।

সচিব

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় : কে. এম. আব্দুস সালাম; নিয়োগ ১৭ মে ২০২০।
- শিল্প মন্ত্রণালয় : কে. এম. আলী আজম; নিয়োগ ১৭ মে ২০২০।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ : মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী; নিয়োগ ৪ জুন ২০২০।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (PSC) : মোছা. আছিয়া খাতুন; নিয়োগ ৪ জুন ২০২০।
- স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ : মো. আব্দুল মান্নান; নিয়োগ ৪ জুন ২০২০।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় : মো. মোহসীন; নিয়োগ ১৮ জুন ২০২০।

চেয়ারম্যান

- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB) : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আরিফুল হাসান; নিয়োগ ১৪ মে ২০২০।
- প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল : অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. শওকত হোসেন; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২০।
- ভূমি সংস্কার বোর্ড : মো. ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী; নিয়োগ ৪ জুন ২০২০।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) : নুর মোহাম্মদ মজুমদার; নিয়োগ ২২ জুন ২০২০।
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA) : মোহাম্মদ আলাউদ্দিন; নিয়োগ ৯ জুন ২০২০।

মহাপরিচালক

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) : ওয়াহিদুল ইসলাম; নিয়োগ ২৫ জুন ২০২০।
- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB) : চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন; দায়িত্ব গ্রহণ ১৫ এপ্রিল ২০২০।
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) : মো. জহুরুল ইসলাম রোহেল; নিয়োগ ২৭ মে ২০২০।
- বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (DBHWD) : মো. মাসুক মিয়া; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২০।
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) : মো. দেলোয়ার হোসেন; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২০।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর : কে এম রুহুল আমিন; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২০।

বিভাগীয় কমিশনার

- ময়মনসিংহ বিভাগ : মো. কামরুল হাসান এনডিসি; নিয়োগ ১৪ মে ২০২০।
- বরিশাল বিভাগ : অমিতাভ সরকার; নিয়োগ ৪ জুন ২০২০।

বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত/কমিশনার

- সৌদি আরব : ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার); নিয়োগ ১৩ এপ্রিল ২০২০।
- মেক্সিকো : সুদীপ চাকমা; নিয়োগ ৫ মে ২০২০।
- ব্রুনাই : নাহিদা রহমান সুমনা; নিয়োগ ৮ জুন ২০২০।
- দক্ষিণ আফ্রিকা : নূরে আলম সাইফুর রহমান।

বিবিধ

- CID প্রধান : ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান; নিয়োগ ৩ মে ২০২০।
- উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) : প্রফেসর সত্য প্রসাদ মজুমদার; নিয়োগ ২৫ জুন ২০২০।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- স্লোভাকিয়া : ইগর মাতোভিচ; দায়িত্ব গ্রহণ ২১ মার্চ ২০২০।
- ভানুয়াতু : বব লগম্যান; দায়িত্ব গ্রহণ ২০ এপ্রিল ২০২০।
- ইরাক : মোস্তফা আল-কাদিমি; দায়িত্ব গ্রহণ ৭ মে ২০২০।
- লেসোথো : মোকেতসি মাজেরো; দায়িত্বগ্রহণ ২০ মে ২০২০।
- কসোভো : আবদুল্লাহ হোতি; দায়িত্ব গ্রহণ ৩ জুন ২০২০।
- বেলারুশ : রোমান গ্রোভশেঙ্কো; দায়িত্ব গ্রহণ ৪ জুন ২০২০।

MCC'র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেরলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (MCC)। সংস্থার ২৩৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ক্লেয়ার কনর। তিনি ১ অক্টোবর ২০২০ বর্তমান প্রেসিডেন্ট কুমার সাঙ্গাকারার স্থলাভিষিক্ত হবেন, যা অব্যাহত থাকবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

নতুন IGP

বাংলাদেশ পুলিশের নতুন মহাপুলিশ পরিদর্শক (IGP) ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)।

৮ এপ্রিল ২০২০ তাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৫ এপ্রিল ২০২০ তিনি বাংলাদেশ পুলিশের IGP হিসেবে ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীর স্থলাভিষিক্ত হন। এর আগে তিনি RAB'র মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বেনজীর আহমেদ উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম হিসেবে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের Department of Peace Keeping Operation-এর অধীন মিশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট সেকশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

CVF'র বিশেষ দূত

জাতিসংঘের Climate Vulnerable Forum (CVF) এর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। ৬ জুন ২০২০ CVF ম্যানেজিং পার্টনার, গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এবং CVF সভাপতি শেখ হাসিনা যৌথভাবে তাকে নিয়োগ দেন।

দিবস-প্রতিপাদ্য : জুন

১ : বিশ্ব দুগ্ধ দিবস।
: Global Day of Parents
: আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।
৩ : বিশ্ব মুক্তর পা বা ক্লাবফুট দিবস।
৪ : আগ্রাসনের শিকার শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস।
৫ : বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিপাদ্য— প্রকৃতির জন্য সময়।
৮ : বিশ্ব ব্রেইন টিউমার দিবস।
: বিশ্ব মহাসাগর বা সমুদ্র দিবস। প্রতিপাদ্য— Innovation for a Sustainable Ocean.
৯ : বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস। প্রতিপাদ্য— নিরাপদ খাদ্যের উন্নয়নে অ্যাক্রেডিটেশন।
: আন্তর্জাতিক আর্কাইভ দিবস।
১২ : বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস। প্রতিপাদ্য— শিশুশ্রম নয়, শিশুর জীবন হোক স্বপ্নময়।
: আন্তর্জাতিক শিয়া দিবস।
: আন্তর্জাতিক ন্যাশ দিবস।
১৩ : নারী উত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস।
: আন্তর্জাতিক Albinism সচেতনতা দিবস।
১৪ : বিশ্ব রক্তদাতা দিবস।
১৫ : World Elder Abuse Awareness Day।
১৬ : আন্তর্জাতিক গৃহ শ্রমিক দিবস।
১৭ : বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— Food, Feed, Fibre : Sustainable Production and Consumption.
১৮ : আন্তর্জাতিক বনভোজন দিবস।
১৯ : International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict।
২০ : বিশ্ব শরণার্থী দিবস। প্রতিপাদ্য— প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকেই পারে পরিবর্তন আনতে।
২১ : বিশ্ব সংগীত দিবস।
: (জুন মাসের তৃতীয় রবিবার) বিশ্ব বাবা দিবস।
: আন্তর্জাতিক যোগ ব্যায়াম দিবস। প্রতিপাদ্য— বাড়িতে যোগ, পরিবারের সঙ্গে যোগ।
: বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস। প্রতিপাদ্য— Hydrography-Enabling Autonomous Technologies.
২৩ : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস।
: আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস। প্রতিপাদ্য— আজকের কর্ম, আগামীকাল প্রভাব : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারি পরিষেবা এবং প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবন ও রূপান্তর।
: আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস।
২৫ : বিশ্ব সমুদ্র মৈত্রী দিবস।
২৬ : মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস।
: নির্যাতনের শিকারদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক দিবস।

সম্মেলন-বৈঠক

করোনার কারণে বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে বেশিরভাগ সম্মেলন-বৈঠক স্থগিত করা হলেও জরুরি প্রয়োজনে অল্প কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়ালি।

World Health Assembly
আয়োজন : ৭৩তম। সময়কাল : ১৮-১৯ মে ২০২০।

Global Vaccine Summit
সময়কাল : ৪ জুন ২০২০।

Ocean Dialogues
সময়কাল : ১-৫ জুন ২০২০। স্থান : জেনেভা, সুইজারল্যান্ড। আয়োজক : World Economic Forum (WEF) এবং Friends of Ocean Action।

স্থগিত সম্মেলন ও অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ

- কপ-২৬। স্থান : গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ➢ ছিল : ৯-২০ নভেম্বর ২০২০ ● হবে : ১-১২ নভেম্বর ২০২১।
- ৪৬তম জি-৭ সম্মেলন। স্থান : ক্যাম্প ডেভিড, যুক্তরাষ্ট্র। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ➢ ছিল : ১০-১২ জুন ২০২০ ● হবে : সেপ্টেম্বর ২০২০।
- WTO ১২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। স্থান : নূর সুলতান, কাজাখস্তান। অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ছিল : ৮-১১ জুন ২০২০।

১০০ টাকার প্রাইজবন্ডের ৯৯তম ড্র

ড্র : ৪ জুন ২০২০

প্রথম পুরস্কার	টা. ৬,০০,০০০	০৯৬২৩০৭
দ্বিতীয় পুরস্কার	টা. ৩,২৫,০০০	০৫৮১৬৬৩
তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার		০১১২৬১৪ ০৫৯২৫৪৫
চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার মোট ২টি পুরস্কার		০৩৮৯৬১৮ ০৭৩৯৫৭৪

পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার মোট ৪০টি পুরস্কার

০০০০৭১৯	০০৪৫৪৯৯	০০৫১৫৭৯	০০৯৫৮৮৩	০১৫৪০৫৫	০১৭১১৯৫	০২২২৪৫৬	০২৯৩৭১৪
০৪০৭৮৬৩	০৪৬০৭৫০	০৪৭০৮১৬	০৪৮৪৭৯১	০৫১০৯৫১	০৫২৭৯৬৪	০৫৫১৭৯৮	০৫৬৫৭৬৮
০৬১৬৫৩৭	০৬৪০৭৬৭	০৬৫৫৪৮৬	০৬৮৪৭৫৮	০৭১২৮৯৮	০৭১৬০৮৮	০৭১৮৯৬১	০৭২২৭০২
০৭৫৩৩০৬	০৭৬৩৬৫৭	০৭৯১৯৮১	০৮০০৫১২	০৮০৩১৭৭	০৮১১৩৪৮	০৮১৫৭৪৮	০৮২২১৫৮
০৮৩৪০৩২	০৮৬৫৫৩৩	০৮৯৭৯১৩	০৯০৭০৮৭	০৯৩৫১৮৬	০৯৩৮৯৯৩	০৯৪৯৪১৮	০৯৯৬৫২০

বি. দ্র. প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের দাবি 'ড্র' এর তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে গ্রহণযোগ্য।

লোকান্তরে

আনিসুজ্জামান

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭-১৪ মে ২০২০

দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, ভাষাসংগ্রামী, মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং বুদ্ধিজীবী আনিসুজ্জামানের পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। তার জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার মোহাম্মদপুর গ্রামে। শিক্ষা লাভ করেন মূলত ঢাকায়, উচ্চতর গবেষণা শিকাগো ও লন্ডনে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘকাল।

অবসর নেয়ার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তা, গবেষক, ভিজিটিং ফেলো ও ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত ও সম্পাদিত তাঁর বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা, কলকাতা, লন্ডন ও টোকিও থেকে। দেশে-বিদেশে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। তিনি ২০১২ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ জুন ২০১৮ তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার রচিত আত্মস্মৃতি/আত্মজীবনী তিনটি—আমার একাত্তর (১৯৯৭), কাল নিরবধি (২০০৩) ও বিপুলা পৃথিবী (২০১৫)। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বাংলা অনুবাদক।

উল্লেখযোগ্য প্রাপ্ত পুরস্কার : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০)। একুশে পদক (১৯৮৫)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি (২০০৫)। ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (২০১৪)। স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৫)। সার্ক সাহিত্য পুরস্কার (২০১৯)।

জামিলুর রেজা চৌধুরী

জন্ম : ১৫ নভেম্বর ১৯৪২-২৮ এপ্রিল ২০২০

জাতীয় অধ্যাপক, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী জামিলুর রেজা চৌধুরী। তার জন্ম সিলেট শহরে। ২০০১-২০১০ তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২ মে ২০১২ থেকে আমৃত্যু তিনি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর ৭০টির বেশি প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়। ১৯ জুন ২০১৮ বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করে। ২০১৭ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

- **আজাদ রহমান (১ জানুয়ারি ১৯৪৪-১৬ মে ২০২০) :** গায়ক, সুরকার, গীতিকবি ও সংগীত পরিচালক। তার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। তাকে 'বাংলা খেয়ালের প্রবর্তক' বলা হয়। তার সুরারোপিত 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণাদায়ী অন্যতম গান। তিনি ১৯৭৭ ও ১৯৯৩ সালে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে এবং ১৯৯৩ সালে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।
- **ঋষি কাপুর (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫২-৩০ এপ্রিল ২০২০) :** ভারতীয় অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক। আধুনিক ভারতের প্রেমের দূত ছিলেন ঋষি। তার স্ত্রী নিতু কাপুরও তারকা অভিনেত্রী। ছেলে রণবীর কাপুর বলিউডের বর্তমান তারকা অভিনেতা।
- **ইরফান খান (৭ জানুয়ারি ১৯৬৭-২৯ এপ্রিল ২০২০) :** ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা। বলিউডের বাইরে তিনি ব্রিটিশ-ভারতীয়, হলিউড এবং তেলেগু ছবিতেও অভিনয় করেন।
- **খন্দকার আসাদুজ্জামান (২২ অক্টোবর ১৯৩৫-২৫ এপ্রিল ২০২০) :** মুজিবনগর সরকারের অর্থ সচিব, সাবেক সাংসদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা।
- **শেখ ইউসুফ জাসেম আল হিজ্জি (মৃত্যু ২৯ মার্চ ২০২০) :** কুয়েতের সাবেক আওকাফ ও ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী এবং কেএসআরের (পূর্বনাম কেএসআরসি) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। সৎ, বিনয়ী ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ইউসুফ হিজ্জি কুয়েতের সরকার ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে বরেণ্য ও সম্মানীয় ছিলেন। ইউসুফ জাসেম আল হিজ্জির একক উদ্যোগে কুয়েতে ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামিক চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য তিনি কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি (কেজেআরসি) প্রতিষ্ঠা করেন।

- **অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ (২০ নভেম্বর ১৯৩২-৯ এপ্রিল ২০২০) :** ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী এবং দেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক। তার জন্ম ফরিদপুর জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৪ বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২০০২ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন। তার পিতা মুহম্মদ ইবরাহিম ছিলেন বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
- **এডভোকেট শেখ মো. আবদুল্লাহ (৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-১৩ জুন ২০২০) :** ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার কেকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ জানুয়ারি ২০১৯ তিনি টেকনোক্র্যাট কোটায় ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।
- **মতিউর রহমান পানু (৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৯-২৪ মার্চ ২০২০) :** চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি বগুড়া সদরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ব্যবসাসফল ছবি 'বেদের মেয়ে জোছনা'র প্রযোজক তিনি।

- **কেন শিমুরা (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০- ২৯ মার্চ ২০২০)** : বাংলাদেশের অনলাইন দর্শকদের কাছে 'কাইশ্যা' নামে পরিচিত জাপানের বিশ্বখ্যাত কৌতুক অভিনেতা। তার জন্ম টোকিও শহরের হাইকমিশুরিয়ায়।
- **শামসুর রহমান শরীফ ডিলু (১০ মার্চ ১৯৪০-২ এপ্রিল ২০২০)** : একাদশ জাতীয় সংসদের পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য, সাবেক ভূমিমন্ত্রী, ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা।
- **মাহমুদ জিবরিল (২৮ মে ১৯৫২-৫ এপ্রিল ২০২০)** : লিবিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।
- **বাসু চট্টোপাধ্যায় (১০ জানুয়ারি ১৯৩০-৪ জুন ২০২০)** : ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার। তার জন্ম রাজস্থানের আজমিরে। তার পরিচালিত প্রথম ছবি 'সারা আকাশ' (১৯৬৯)। বেশ কিছু বাংলা চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশের নায়ক ফেরদৌস অভিনীত ব্যাপক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'হঠাৎ বৃষ্টি'।
- **সাইফুল আজম (১৯৪১-১৪ জুন ২০২০)** : বৈমানিক। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জর্ডান ও ইরাকের বিমানবাহিনীর বৈমানিকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বৈমানিক হিসেবে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনী বিশ্বের ২২ জন 'লিভিং ইগলস'র একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তাকে।
- **নূর হাসান হোসেন (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-১ এপ্রিল ২০২০)** : সোমালিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী। 'নূর আদ্দে' নামে জনপ্রিয় সাবেক এ সরকারপ্রধান করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ২৪ নভেম্বর ২০০৭-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়া সমর্থিত সরকার ও ইরিত্রিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিচুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
- **জ্যাক জোয়াকিম ইয়োম্বি ওপাঙ্গো (১২ জানুয়ারি ১৯৩৯-৩০ মার্চ ২০২০)** : কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
- **টনি লুইস (৬ জুলাই ১৯৩৮-১ এপ্রিল ২০২০)** : ইংলিশ গণিতবিদ ও ক্রিকেটের বহুল আলোচিত ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতির উদ্ভাবকদের অন্যতম।
- **বদরউদ্দিন আহমদ কামরান (১ জানুয়ারি ১৯৫১-১৫ জুন ২০২০)** : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের (সিসিক) প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
- **পিয়েরে এ নকুরুনজিজা (১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৪-৮ জুন ২০২০)** : বুরুন্ডির অষ্টম প্রেসিডেন্ট। ২৬ আগস্ট ২০০৫ থেকে তিনি আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালান করেন।

মোহাম্মদ নাসিম

২ এপ্রিল ১৯৪৮-১৩ জুন ২০২০

সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। তার জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায়। তার

পিতা ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী। মোহাম্মদ নাসিম পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাশের পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৮৬ সালে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন নাসিম। তিনি বিভিন্ন সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সা'দত হুসাইন

২৪ নভেম্বর ১৯৪৬-২২ এপ্রিল ২০২০

জাঁদরেল আমলার প্রতিকৃতি ড. সা'দত হুসাইন ১৫তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) ১৩তম চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) দশম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ড. সা'দত হুসাইন ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জামালপুরের মহকুমা প্রশাসক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৫ সালে তিনি সুনামের সঙ্গে চাকরি থেকে অবসর নেন। ড. সা'দত হুসাইন সব সময় সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কার।

কামাল লোহানী

২৬ জুন ১৯৩৪-২০ জুন ২০২০

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক। তার জন্ম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার সনতলা গ্রামে। কামাল লোহানী নামেই পরিচিত হলেও তার

পারিবারিক নাম আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী। ১৯৫৫ সালে দৈনিক *মিল্লাত* পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। মুক্তিযুদ্ধের সময় কামাল লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের বিজয়ের খবর বেতার মাধ্যমে তিনিই প্রথম পাঠ করেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশে দায়িত্ব পান ঢাকা বেতারের। ১৯৯১ সালে এবং ২০০৮ সালে কামাল লোহানী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালে তিনি সাংবাদিকতায় একুশে পদক লাভ করেন।

বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ নিয়ে কোনো অসংগতি পেলে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রসহ পাঠিয়ে দিন আমাদের ইমেইল ca@professorsbd.com-এ। পরবর্তী সংখ্যায় এর সংশোধনী প্রকাশ করা হবে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

এশিয়া-প্যাসিফিক ফ্রিন অ্যাওয়ার্ডসে ন ডরাই

সার্ফিং নিয়ে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা 'ন ডরাই' ১৪তম এশিয়া প্যাসিফিক ফ্রিন অ্যাওয়ার্ডসে প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। স্টার সিনেপ্লেক্স প্রযোজিত প্রথম সিনেমাটি প্রতিযোগিতায় 'ফিকশন ফিল্ম' ক্যাটাগরিতে মনোনয়নের জন্য 'ডেয়ার টি সার্ফ' নামে অংশ নেবে। অক্টোবর ২০২০ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা প্রকাশিত হবে। আর ২৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৭০টি দেশের সিনেমার মধ্যে সেরা সিনেমাগুলো এ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়।

তানিম রহমান অংশু পরিচালিত 'ন ডরাই' ২৯ নভেম্বর ২০১৯ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। কক্সবাজারের এক তরুণ নারী সার্ফারের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে এটি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল।

বিশ্বের দ্রুততম কম্পিউটার

জাপানের রিকেন রিসার্চ ইনিস্টিটিউট এবং ফুজিৎসু লিমিটেড তৈরি করেছে বিশ্বের দ্রুততম কম্পিউটার, যা চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুততম কম্পিউটারগুলোর চেয়েও দ্রুত। এর মধ্য দিয়ে জাপান দীর্ঘ ৯ বছর চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে শীর্ষ স্থানে প্রত্যাবর্তন করে। জাপানের ফুগাকু নামের এ সুপার কম্পিউটারটি ২০২১ সালের মধ্যে সব কার্যক্রম শুরু করবে। ড্রাগ পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস— সব তথ্য দিতে পারে এ সুপার কম্পিউটার। এর গতি বিশ্বের অন্যান্য দ্রুতগতির কম্পিউটারের তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি। এতে দেড়লাখেরও বেশি প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে।

দালাই লামার জীবনী

The Dalai Lama : An Extraordinary Life

আলেক্সান্ডার নরম্যানের রচনায় চতুর্দশ দালাই লামার প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণ্য জীবনী। জীবনীতে তিনি মানুষ এবং ধর্মগুরু দালাই লামা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দালাই লামা, হিজ হোলিনেসের এসব পরিচয়ের অকপট চিত্র তুলে ধরেছেন। চতুর্দশ দালাই লামার My Land and My People : The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet নামে তার একটি আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। চতুর্দশ দালাই লামার ধর্মীয় নাম তেনজিন গিয়াতসো। চতুর্দশ দালাই লামা তিনি। তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী 'দালাই লামা' (অর্থ মহাসাগরতুল্য শিক্ষক বা গুরু) এক বিশেষ অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা, যারা বিভিন্ন শরীরে জন্মগ্রহণ করছেন মাত্র।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সেরা মুহূর্তের খেতাব লাভ বাংলাদেশের

এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপগুলোর মধ্যে সেরা মুহূর্ত কোনটি? এমনটি বেছে নিতে আইসিসি সেরা মুহূর্ত বাছাই করতে ভোটের ব্যবস্থা করে। আর সেই ভোটের ফাইনালে শেষ পর্যন্ত ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তকে হারিয়ে সেরা হয় বাংলাদেশের ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড বধের মুহূর্তটি।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল। মাশরাফী বিন মোর্তজার নেতৃত্বে ম্যাচটিতে ১৫ রানের বিস্ময়কর জয় পায় টাইগাররা। আর এ জয়ের মুহূর্তটিই শেষ পর্যন্ত সেরা হয়।

টোকিও অলিম্পিক ২০২০

করোনাভাইরাসের প্রভাবে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন। সব ধরনের ক্রীড়া আসরই পেছানো হয়েছে। পিছিয়ে দেয়া হয়েছে বিশ্ব ক্রীড়ার সবচেয়ে বড় আসর অলিম্পিক গেমসের ৩২তম আসর। ২৪ জুলাই-৯ আগস্ট ২০২০ টোকিওতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এ অলিম্পিক গেমসের। ৩০ মার্চ ২০২০ টোকিও অলিম্পিক গেমসের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়, যা অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জুলাই-৮ আগস্ট ২০২১। এক বছর পেছালেও আসরটির নাম থাকবে টোকিও অলিম্পিক ২০২০। একই সাথে প্যারালিম্পিক গেমসেরও নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়, যা অনুষ্ঠিত হবে ২৪ আগস্ট-৫ সেপ্টেম্বর ২০২১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০ সালে অলিম্পিক বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সেবারও আয়োজন ভেন্যু ছিল টোকিও। ভেন্যু পরিবর্তন করলেও একই কারণে ১৯৪৪ সালে অলিম্পিক আয়োজনও সম্ভবপর হয়নি। তার আগে ১৯১৬ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক বাতিল হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে। তবে বাতিল হলেও এবারই প্রথম অলিম্পিক স্থগিত হলো।

প্রথম ফুটবলার বিলিয়নিয়ার রোনালদো

ফুটবল ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিলিয়নিয়ার ক্লাব তথা ১০০ কোটি ডলার আয় করা ফুটবলার হলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। চলতি মৌসুমে ১০৫ মিলিয়ন (সাড়ে ১০ কোটি) ডলার আয় করার মাধ্যমে শত কোটি ডলারের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। তার আগে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে বিলিয়নিয়ার হয়েছেন কেবল চারজন— বাস্কেটবলে মাইকেল জর্ডান, গলফে টাইগার উডস, প্রো-বক্সিংয়ে ফ্লয়েড মেওয়েদার এবং ফর্মুলা রেসিংয়ে মাইকেল শুমাখার। এ তালিকার পঞ্চম এবং সর্বশেষ সদস্য হিসেবে নাম লেখান পর্তুগিজ তারকা।

রাশিয়ান ফ্লু বা এশিয়াটিক ফ্লু প্রথম শনাক্ত হয় সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানে

পদক পুরস্কার

পুলিৎজার পুরস্কার ২০২০

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে সমাদৃত পুলিৎজার পুরস্কার। ১৯১৭ সালে প্রথমবার পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে ২১টি ক্ষেত্রে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৪ মে ২০২০ ঘোষণা করা হয় 'পুলিৎজার পুরস্কার ২০২০'।

২০২০ সালের বিজয়ী

সাংবাদিকতা

পাবলিক সার্ভিস : Anchorage Daily News & ProPublica I ব্রেকিং নিউজ রিপোর্টিং : The Courier-Journal I তদন্তমূলক প্রতিবেদন : The New York Times I ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন : The Washington Post I স্থানীয় প্রতিবেদন : The Baltimore Sun I জাতীয় প্রতিবেদন : The Seattle Times & ProPublica I আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন : The New York Times I ফিচার রচনা : The New Yorker I ভাষ্য : The New York Times I সমালোচনা : The Los Angeles Times I সম্পাদকীয় রচনা : The Palestine Herald-Press I সম্পাদকীয় কার্টুন নির্মাণ : The New Yorker I ব্রেকিং নিউজ আলোকচিত্র : Reuters I ফিচার আলোকচিত্র : Associated Press (AP) I অডিও রিপোর্টিং : This American Life

বই, নাটক এবং সঙ্গীত

কল্পকাহিনি : The Nickel Boys; লেখক-কলসন হোয়াইটহেড I নাটক : A Strange Loop; লেখক-মাইকেল আর জ্যাকসন I ইতিহাস : Sweet Taste of Liberty : A True Story of Slavery and Restitution in America; লেখক-ডব্লিউ কালেব ম্যাকড্যানিয়েল I আত্মজীবনী : Sontag : Her Life and Work; লেখক-বেঞ্জামিন মসার I কবিতা : The Tradition; লেখক-জেরিকো ব্রাউন I সাধারণ নন-ফিকশন : The End of the Myth : From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America; লেখক-গ্রেগ গ্র্যান্ডিন I সঙ্গীত : The Central Park Five; গায়ক-অ্যান্টনি ডেভিস।

বিশেষ পুরস্কার : ইদা বি ওয়েলস।

- 'অস্থির জীবন'-এর আকর্ষণীয় ছবি তুলে এবার ফিচার ফটোগ্রাফি বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার জিতে নেন তিন জন কাশ্মীরি ফটোজার্নালিস্ট— দার ইয়াসিন, মুক্তার খান ও চান্নি আনন্দ। তারা সবাই এপি'র চিত্রসাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- প্রথমবারের মতো অডিও রিপোর্টিং ক্যাটাগরিতে দেয়া হয় এ পুরস্কার, যা লাভ করে This American Life নামের একটি রেডিও অনুষ্ঠান।
- দ্বিতীয়বারের মতো ফিকশনে পুলিৎজার জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন আফ্রিকান-আমেরিকান ফিকশন লেখক কলসন হোয়াইটহেড। The Nickel Boys উপন্যাসের জন্য তিনি সম্মাননা লাভ করেন। এর আগে তিনি ২০১৭ সালে The Underground Railroad উপন্যাসের জন্য একই পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুলিৎজারের ইতিহাসে কলসন হোয়াইটহেড চতুর্থ লেখক, যিনি ফিকশনে দু'বার এ পুরস্কার পেলেন।

ট্যাংগ পুরস্কার

তাইওয়ানের বেসরকারি উদ্যোক্তা ড. স্যামুয়েল ইয়িন ২০১২ সালে প্রবর্তন করেন ট্যাংগ পুরস্কার (Tang Prize)। মোট চারটি ক্যাটাগরিতে প্রদত্ত এ পুরস্কার বিশ্বের মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারগুলোর অন্যতম। ২০১৪ সালে প্রথম ট্যাংগ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্মাননা ও মেডেল ছাড়াও প্রতিটি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ১৩ লাখ ৩৩ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় ১১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এর বাইরে গবেষণামূলক কাজ করার জন্য আরও অতিরিক্ত তিন লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার বা দুই কোটি ৮৭ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি বা সংগঠন হলে তা সমভাবে বণ্টন করা হয়।

২০২০ সালের পুরস্কারজয়ীরা

ক্যাটাগরি	বিজয়ী	দেশ
আইনের শাসন	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (BELA)	বাংলাদেশ
	Dejusticia : The Center for Law, Justice and Society	কলম্বিয়া
	The Legal Agenda	লেবানন
সিনোলজি	ওয়াং গুয়াংউ	অস্ট্রেলিয়া
জৈব প্রযুক্তি বিজ্ঞান	চার্লস ডিনারেলো	যুক্তরাষ্ট্র
	মার্ক ফিল্ডম্যান	অস্ট্রেলিয়া
	তাদামিৎসু কিশিমতো	জাপান
টেকসই উন্নয়ন	জেন গুডাল	যুক্তরাজ্য

- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ পুরস্কারপ্রাপ্তদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

২০২০ সালের আইনের শাসন ক্যাটাগরিতে প্রথম কোনো বাংলাদেশি সংগঠন হিসেবে যৌথভাবে ট্যাংগ পুরস্কার লাভ করে পরিবেশবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (BELA)। আইনি উদ্যোগ এবং সচেতনতার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ BELA এ পুরস্কার লাভ করে।

বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশ

WFP'র শুভেচ্ছাদূত তামিম ইকবাল

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (WFP) শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সংস্থাটির দূত হিসেবে তিনি বাংলাদেশে WFP'র স্কুল ফিডিং, পুষ্টি, লাইভলিহুড ও কক্সবাজারে শরণার্থী সহায়তাবিষয়ক কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন। বৈশ্বিক ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা WFP-তে তামিমই শুভেচ্ছাদূত হওয়া প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এর আগে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে UNESCO ও UNICEF'র শুভেচ্ছাদূত হয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। এছাড়া ২০১৯ সালে UNICEF'র শিশু অধিকার দূত হন জাতীয় দলের তরুণ ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজ।

Forbes'র তালিকায় দুই নারী

২ এপ্রিল ২০২০ বিশ্বখ্যাত Forbes পঞ্চমবারের মতো প্রকাশ করে 30 Under 30 Asia-এর তালিকা। এ তালিকায় স্থান পান দুই বাংলাদেশি নারী— রাবা খান ও ইশরাত করিম। রাবা খান সমাজের নানা বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও অনলাইনে প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যদিকে ইশরাত করিম আমাল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সহায়তায় নানা কাজ করেন।

AIBS'র প্রেসিডেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো আলী রীয়াজ American Institute of Bangladesh studies (AIBS)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১ অক্টোবর ২০২০ তিনি AIBS'র প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আগামী চার বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন। AIBS যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করে।

CVF ও V20'র সভাপতি

৯ জুন ২০২০ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ফোরাম Climate Vulnerable Forum (CVF) ও Vulnerable Twenty (V20) গ্রুপের মিনিস্টারস অব ফিন্যান্স-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। ২০২০-২০২২ মেয়াদে এ দুটি গ্রুপের সভাপতিত্ব করবে বাংলাদেশ। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের কাছ থেকে বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষ্যে ৯ জুন ২০২০ CVF ট্রয়কার একটি ভার্চুয়াল ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০১১-২০১৩ মেয়াদে এ জোটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিল বাংলাদেশ। ৪৮টি দেশ নিয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক ফোরাম CVF বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলায় কাজ করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কাজ

CARGF-এ যোগদান

১২ জুন ২০২০ জাতিসংঘের Friends on Climate Adaptation and Resilience নামক গ্রুপের স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দেয় বাংলাদেশ। মিসরের পরিবেশমন্ত্রী ড. ইয়ামিন ফুয়াদ ও যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক 'পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট' ব্যারোনেস সাগ আহ্বায়ক হিসেবে গ্রুপটি উদ্বোধন করেন। স্টিয়ারিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে নেদারল্যান্ডস, মালাবি ও সেন্ট লুসিয়া।

CRGF প্লাটফর্মের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ জলবায়ু অভিযোজন, এ সংক্রান্ত সঙ্কট মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য অর্জন, কার্যকরী দৃষ্টান্ত ও উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারবে।

জাতিসংঘের পুরস্কার লাভ

United Nations Public Service Award 2020 (UNPSA) লাভ করে বাংলাদেশ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ই-মিউটেশন' কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' শ্রেণিতে এ পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয়। প্রতি বছর ২৩ জুন জাতিসংঘ 'পাবলিক সার্ভিস ডে' উদযাপন করে। এ সময় বিশ্বজুড়ে সরকারি খাতে গৃহীত সর্বোত্তম উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোকে পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

– ১ জুলাই ২০১৯ থেকে সারা দেশে (তিন পার্বত্য জেলা বাদে) একযোগে ই-মিউটেশন বাস্তবায়ন শুরু হয়।

স্পেনের নাইট খেতাবে ভূষিত কুতুবউদ্দিন

১৯২৬ সাল থেকে প্রতিবছর Order of Civil Merit-এর আওতায় দেশি ও বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন স্পেনের রাজা। মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২০ সালে 'নাইট অফিসার' উপাধি লাভ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনভয় ও শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ। কর্মময় জীবনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি এ বেসামরিক খেতাব লাভ করেন। তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এ খেতাব পান কুতুবউদ্দিন আহমেদ এ পুরস্কারে ভূষিত হন। এর আগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু এবং শিল্পী মনিরুল ইসলাম।

রিপোর্ট সমীক্ষা

সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্ট-জরিপ-সমীক্ষার খবরাখবর নিয়ে আলোচনা ও আয়োজন

GDP'র সর্বশেষ পূর্বাভাসে বাংলাদেশ

সম্প্রতি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রকাশ করে।

নাম	প্রবৃদ্ধি (%)
বিশ্বব্যাংক	১.৬
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	৩.৮
ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU)	১.৬
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD)	২.৫
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	৪.৫
সরকারের লক্ষ্য	৮.২

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৯

মে ২০২০ প্রকাশিত হয় কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৯। এটি BBS'র ৩০তম সিরিজ প্রকাশনা।

উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ➢ আনারস : টাঙ্গাইল। গম : ঠাকুরগাঁও। ইক্ষু/আখ : নাটোর। ভুট্টা ও লিচু : দিনাজপুর। তুলা : ঝিনাইদহ। কলা ও কাঁঠাল : নরসিংদী। পেঁয়াজ : পাবনা। পাট ও মসুর : ফরিদপুর। আলু : বগুড়া। গোলাপ ফুল : যশোর। আদা ও কমলা : রাঙামাটি। নারকেল ও তরমুজ : ভোলা। চা : মৌলভীবাজার। তামাক : কুষ্টিয়া। সয়াবিন ও সুপারি : লক্ষ্মীপুর। পেয়ারা : পিরোজপুর। আম : রাজশাহী। ধান : ময়মনসিংহ।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড

৩ জুন ২০২০ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে রেকর্ড সৃষ্টি করে ৩৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২৯ মে ২০২০ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বাংলাদেশকে বিনা সুদে ৭২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেয় যা, ৩ জুন ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন রেকর্ডের মাইলফলক পার হলো। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৩৩.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল।

বছরভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড *[কোটি ডলারে]*

অর্থবছর	টাকা	অর্থবছর	টাকা
২০১৯-২০	৩,৪২৩ (৩ জুন)	২০১৪-১৫	২,৫০২
২০১৮-১৯	৩,২৭১	২০১৩-১৪	২,১৫৫
২০১৭-১৮	৩,২৯৪	২০১২-১৩	১,৫৩১
২০১৬-১৭	৩,৩৪৯	২০১১-১২	১,০৩৬
২০১৫-১৬	৩,০১৬	২০১০-১১	১,০৯১

[সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক]

চাল উৎপাদনে তৃতীয় বাংলাদেশ

চাল উৎপাদনে কয়েক বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় শীর্ষ তিনের মধ্যে উঠে আসে বাংলাদেশ। আমন, আউশ ও বোরো—তিন মৌসুমেই চালের উৎপাদন ভালো হওয়ায় চলতি বছর শেষে চার লাখ টনের বেশি উৎপাদন বাড়বে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন ৩ কোটি ৬০ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। এতে ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ চাল উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠবে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে

খাদ্যশস্যটি উৎপাদনে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান ছিল চতুর্থ। চীন ও ভারতের পরই তৃতীয় স্থানটি ছিল ইন্দোনেশিয়ার। ১২ মে ২০২০ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষিবিষয়ক সংস্থা মার্কিন কৃষি বিভাগ (United States Department of Agriculture—USDA) থেকে প্রকাশিত 'বৈশ্বিক খাদ্যশস্য প্রতিবেদন ২০২০' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ সুসংবাদ দেয়া হয়।

চাল উৎপাদনে শীর্ষ ১০ দেশ (কোটি টন)

দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
চীন	১৪.৯০	থাইল্যান্ড	২.০৪
ভারত	১১.৮০	মিয়ানমার	১.৩১
বাংলাদেশ	৩.৬০	ফিলিপাইন	১.১০
ইন্দোনেশিয়া	৩.৪৯	জাপান	০.৭৬
ভিয়েতনাম	২.৭৫	পাকিস্তান	০.৭৫

বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল ২০২০ সুইজারল্যান্ডভিত্তিক Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন Trends in World Military Expenditure প্রকাশ করে। এবারের প্রতিবেদনে ২০১৯ সালের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে ১,৯১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈশ্বিক GDP'র ২.২%।

সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ ১০ দেশ ও ব্যয় (বি. মা. ডলার) : ১. যুক্তরাষ্ট্র, ৭৩২; ২. চীন, ২৬১; ৩. ভারত, ৭১.১; ৪. রাশিয়া, ৬৫.১; ৫. সৌদি আরব, ৬১.৯; ৬. ফ্রান্স, ৫০.১; ৭. জার্মানি, ৪৯.৩; ৮. যুক্তরাজ্য, ৪৮.৭; ৯. জাপান, ৪৭.৬ ও ১০. দক্ষিণ কোরিয়া, ৪৩.৯।

দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধির দেশ

১৯ মে ২০২০ যুক্তরাজ্যভিত্তিক সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান Wealth-X Company ২০১০-২০১৯ সালের তথ্যের ভিত্তিতে A Decade of Wealth : A Review of the Past 10 Years in Wealth and a Look Forward to the Decade to Come শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০-২০১৯ পর্যন্ত দ্রুত বর্ধিষ্ণু ধনীর শীর্ষ ১০ দেশ—১. বাংলাদেশ (১৪.৩%), ২. ভিয়েতনাম (১৩.৯%), ৩. চীন (১৩.৫%), ৪. কেনিয়া (১৩.১%), ৫. ফিলিপাইন (১১.৯%), ৬. থাইল্যান্ড (১০.৬%), ৭. নিউজিল্যান্ড (৮.৭%), ৮. যুক্তরাষ্ট্র (৮.২%), ৯. পাকিস্তান (৭.৫%) ও ১০. আয়ারল্যান্ড (৭.১%)।

WEALTH-X

বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন

১৬ জুন ২০২০ জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা (UNCTAD) বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (WIR) প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে তৈরি পোশাক খাতে।
- বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ চীন, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশে বিগত ছয় বছরের এফডিআই (কোটি মা. ড) : ২০১৪ সাল ১৫৫; ২০১৫ সাল ২২৪; ২০১৬ সাল ২৩৩; ২০১৭ সাল ২১৫; ২০১৮ সাল ৩৬১ ও ২০১৯ সাল ১৬০।
- বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ দেশ (২০১৯, কোটি মা. ড.) : ১. যুক্তরাষ্ট্র ২৪,৬০০; ২. চীন ১৪,১০০; ৩. সিঙ্গাপুর ৯,২০০; ৪. নেদারল্যান্ড ৮,৪০০ ও ৫. আয়ারল্যান্ড ৭,৮০০।
- **স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (LDC) মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ দেশ** (বিলিয়ন মা. ড.) : ১. কম্বোডিয়া, ৩.৭১; ২. মিয়ানমার, ২.৭৭; ৩. ইথিওপিয়া, ২.৫২; ৪. মোজাম্বিক, ২.২১ ও ৫. **বাংলাদেশ, ১.৬০**।
- ২০১৮ সালে LDCভুক্ত দেশগুলোর বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ ছিল **বাংলাদেশ**।

বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক প্রতিবেদন

৮ জুন ২০২০ সুইজারল্যান্ডভিত্তিক International Institute for Management Development (IIMD) ২৩৫টি নির্দেশক অনুসারে ৬৩টি দেশের বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নির্দেশকগুলোর মধ্যে রয়েছে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয়। আবার সামাজিক সংগতি, বিশ্বায়ন ও দুর্নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থনীতিকে চারটি ক্যাটাগরিতে বিচার করা হয়েছে— অর্থনৈতিক সক্ষমতা, অবকাঠামো, সরকারের দক্ষতা ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ৫ দেশ** : ১. সিঙ্গাপুর, ২. ডেনমার্ক, ৩. সুইজারল্যান্ড, ৪. নেদারল্যান্ড ও ৫.হংকং।
- **সর্বনিম্ন ৫ দেশ** : ৬৩. ভেনিজুয়েলা, ৬২. আর্জেন্টিনা, ৬১. মঙ্গোলিয়া, ৬০. ক্রোয়েশিয়া ও ৫৯. দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **সার্কভুক্ত একমাত্র দেশের অবস্থান** : ৪৩. ভারত।

বৈশ্বিক শান্তি সূচক

১১ জুন ২০২০ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক সংস্থা Institute for Economics and Peace (IEP) ১৪তম বৈশ্বিক শান্তি সূচক প্রকাশ করে। IEP ১৬৩টি স্বাধীন দেশ ও অঞ্চলের নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, অর্থনৈতিক মূল্য, ট্রেন্ড এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে দেশগুলোর নেয়া পদক্ষেপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ সূচক তৈরি করে। সূচক অনুযায়ী—

- **সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ৫ দেশ** : ১. আইসল্যান্ড, ২. নিউজিল্যান্ড, ৩. পর্তুগাল, ৪. অস্ট্রিয়া ও ৫. ডেনমার্ক।
- **শান্তি সূচকে সর্বনিম্ন ৫ দেশ** : ১৬৩. আফগানিস্তান, ১৬২. সিরিয়া, ১৬১. ইরাক, ১৬০. দক্ষিণ সুদান ও ১৫৯. ইয়েমেন।
- **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান** : ১৯. ভুটান, ৭৩. নেপাল, ৭৭. শ্রীলংকা, ৯৭. বাংলাদেশ, ১৩৯. ভারত, ১৫২. পাকিস্তান ও ১৬৩. আফগানিস্তান।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক

১৭ মার্চ ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত হেরিটেজ ফাউন্ডেশন প্রতি বছরের মতো ২০২০ সালের 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক' প্রকাশ করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইনের শাসন, সরকারি আয়-ব্যয়ের পরিমাণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নগত দক্ষতা এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভিত্তি করে নম্বর হিসাব করা হয়। এবারের তালিকায় ১৮৬ টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ইরান, লিবিয়া, লিচটেনস্টাইন, সোমালিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনকে র‍্যাংকিংয়ে আনা হয়নি। সূচক অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ১০ দেশ** : ১. সিঙ্গাপুর, ২. হংকং, ৩. নিউজিল্যান্ড, ৪. অস্ট্রেলিয়া, ৫. সুইজারল্যান্ড, ৬. আয়ারল্যান্ড, ৭. যুক্তরাজ্য, ৮. ডেনমার্ক, ৯. কানাডা ও ১০. এস্তোনিয়া।
- **সর্বনিম্ন ১০ দেশ** : ১৮০. উত্তর কোরিয়া, ১৭৯. ভেনিজুয়েলা, ১৭৮. কিউবা, ১৭৭. ইরিত্রিয়া, ১৭৬. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ১৭৫. বলিভিয়া, ১৭৪. জিম্বাবুয়ে, ১৭৩. সুদান, ১৭২. কিরিবাতি ও ১৭১. পূর্ব তিমুর।
- **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান** : ৮৫. ভুটান, ১১২. শ্রীলংকা, ১১৯. মালদ্বীপ, ১২০. ভারত, ১২২. বাংলাদেশ, ১৩৫. পাকিস্তান, ১৩৬. আফগানিস্তান ও ১৩৯. নেপাল।

বৈশ্বিক বিলিয়নিয়ার

২৩ মে ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক বিখ্যাত ম্যাগাজিন Forbes বিশ্বের ধনীর তালিকা প্রকাশ করে। এতে যারা কমপক্ষে এক বিলিয়ন ডলার নেট সম্পদের মালিক তাদের নাম উঠে এসেছে। তালিকায় বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ২,০৯৫ জন।

শীর্ষ পাঁচ ধনী

নাম	দেশ	সম্পদ (বি. ড.)	সম্পদের উৎস
জেফ বেজোস	যুক্তরাষ্ট্র	১১৩	আমাজন
বিল গেটস	যুক্তরাষ্ট্র	৯৮	মাইক্রোসফট
বার্নড আর্নল্ট	ফ্রান্স	৭৬	LVMH
ওয়ারেন বাফেট	যুক্তরাষ্ট্র	৬৭.৫	Berkshire Hathaway
ল্যারি অ্যালিসন	যুক্তরাষ্ট্র	৫৯	সফটওয়্যার

বিশ্বের ব্যয়বহুল শহর

৯ জুন ২০২০ নিউইয়র্কভিত্তিক ফার্ম 'মার্সার' (Mercer) বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরের তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বিষয়ক বার্ষিক জরিপ প্রকাশ করা ফার্মটির এটি ২৬তম জরিপ। সংস্থাটি প্রত্যেক শহরে ২০৯টি বিষয়ের ব্যয়ের ভিত্তিতে তালিকা করেছে। বাসস্থান, যোগাযোগব্যবস্থা, পোশাক, খাবার ও বিনোদন প্রভৃতি ব্যয় জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তালিকা অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ৫ ব্যয়বহুল শহর** : ১. হংকং (চীন), ২. আশখাবাদ (তুর্কমেনিস্তান), ৩. টোকিও (জাপান), ৪. জুরিখ (সুইজারল্যান্ড) ও ৫. সিঙ্গাপুর সিটি (সিঙ্গাপুর)।
- **সর্বনিম্ন ৫ ব্যয়বহুল শহর** : ২০৯. তিউনিশ (তিউনিশিয়া), ২০৮. উইন্ডহক (নামিবিয়া), ২০৭. তাসখন্দ (উজবেকিস্তান), ২০৬. বিশকেক (কিরগিজিস্তান) ও ২০৫. করাচি (পাকিস্তান)।
- **ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ২৬তম**।

এশিয়ান ফ্লু যে ভাইরাসের কারণে হয় H2N2

উদীয়মান অর্থনীতির দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা

করোনাভাইরাসের মহামারিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে মন্দার আভাস। এমন পরিস্থিতিতে ৬৬টি উদীয়মান অর্থনীতির দেশের সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিষয়ক সাময়িকী *The Economist* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২ মে ২০২০ প্রকাশিত এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনীতির চারটি দিক বিবেচনায় নিয়ে র‍্যাংকিং করা হয়। এগুলো হলো জনগণের ঋণ হিসাবে GDP'র (মোট দেশজ উৎপাদন) হার, বৈদেশিক ঋণ, তহবিল ব্যয় ও রিজার্ভের আকার। প্রতিবেদন অনুযায়ী অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিবেচনায়—

- **শীর্ষ ১০ দেশ :** ১. বতসোয়ানা, ২. তাইওয়ান, ৩. দক্ষিণ কোরিয়া, ৪. পেরু, ৫. রাশিয়া, ৬. ফিলিপাইন, ৭. থাইল্যান্ড, ৮. সৌদি আরব, ৯. **বাংলাদেশ** ও ১০. চীন।
- **ঝুঁকিপূর্ণ ১০ দেশ :** ৬৬. ভেনিজুয়েলা, ৬৫. লেবানন, ৬৪. জাম্বিয়া, ৬৩. বাহরাইন, ৬২. অ্যাঙ্গোলা, ৬১. শ্রীলংকা, ৬০. তিউনেশিয়া, ৫৯. মঙ্গোলিয়া, ৫৮. ওমান ও ৫৭. আর্জেন্টিনা।
- **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান :** ৯. **বাংলাদেশ**, ১৮. ভারত, ৪৩. পাকিস্তান ও ৬১. শ্রীলংকা।

বৈশ্বিক মৎস্য পরিস্থিতি

৮ জুন ২০২০ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- মাছ রপ্তানিতে শীর্ষ ৩ দেশ : ১. চীন, ২. নরওয়ে ও ৩. ভিয়েতনাম।
- মাছ আমদানিতে শীর্ষ ৩ দেশ : ১. যুক্তরাষ্ট্র, ২. চীন ও জাপান এবং ৩. স্পেন।
- স্বাদু পানির মাছ বৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ : ইন্দোনেশিয়া, দ্বিতীয় বাংলাদেশ।
- বিশ্বের শীর্ষ মাছ উৎপাদনকারী দেশ এবং ২০০২ সাল থেকে শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ চীন।

২০১৮ সালে স্বাদু বা মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে এবং সামুদ্রিক মাছ আহরণে শীর্ষ ৫ দেশ *[মিলিয়ন টন]*

স্বাদু বা মিঠা পানির মাছ		সামুদ্রিক মাছ	
দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন
চীন	১.৯৬	চীন	১২.৬৮
ভারত	১.৭০	পেরু	৭.১৫
বাংলাদেশ	১.২২	ইন্দোনেশিয়া	৬.৭১
মিয়ানমার	০.৮৯	রাশিয়া	৪.৮৪
কম্বোডিয়া	০.৫৪	যুক্তরাষ্ট্র	৪.৭২

Global Trends

২০ জুন ২০২০ জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (UNHCR) Global Trends শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, নিপীড়ন এবং সংঘাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে গৃহ ত্যাগ করা (বাস্তুচ্যুত) মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৯৫ লাখ।

বাস্তুচ্যুত এবং শরণার্থী গ্রহণে শীর্ষ ৫ দেশ *[মিলিয়ন]*

বাস্তুচ্যুত		শরণার্থী গ্রহণ	
দেশ	সংখ্যা	দেশ	সংখ্যা
সিরিয়া	৬.৬	তুরস্ক	৩.৬
ভেনিজুয়েলা	৩.৭	কলম্বিয়া	১.৮
আফগানিস্তান	২.৭	পাকিস্তান	১.৪
দক্ষিণ সুদান	২.২	উগান্ডা	১.৪
মিয়ানমার	১.১	জার্মানি	১.১

বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি

১৬ জুন ২০২০ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বৈশ্বিক গবেষণা ও নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে Global Status Report (GSR) প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- **বাসাবাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে শীর্ষ ৫ দেশ :** ১. নেপাল, ২. মঙ্গোলিয়া ও বাংলাদেশ, ৩. রুয়ান্ডা, ৪. ফিজি ও ৫. উগান্ডা।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ ৫ দেশ :** ১. চীন, ২. যুক্তরাষ্ট্র, ৩. ব্রাজিল, ৪. ভারত ও ৫. জার্মানি।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে (জলবিদ্যুৎ ব্যতীত) বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ ৫ দেশ :** ১. চীন, ২. যুক্তরাষ্ট্র, ৩. জার্মানি, ৪. ভারত ও ৫. জাপান।
- **জনপ্রতি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ (জলবিদ্যুৎ ব্যতীত) ব্যবহারে শীর্ষ ৫ দেশ :** ১. আইসল্যান্ড, ২. ডেনমার্ক, ৩. সুইডেন, ৪. জার্মানি ও ৫. অস্ট্রেলিয়া।

উৎপাদনে শীর্ষ ৫ দেশ

বিষয়	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম
বায়ু বিদ্যুৎ	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	ভারত	স্পেন
সৌর বিদ্যুৎ	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	জাপান	জার্মানি	ভারত
জলবিদ্যুৎ	চীন	ব্রাজিল	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া
বায়োডিজেল	ইন্দোনেশিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল	জার্মানি	ফ্রান্স
ইথানল	যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল	চীন	ভারত	কানাডা

মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২০

২০০২ সাল থেকে Reporters Without Borders (RSF) বিশ্বের গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তার ভিত্তিতে মুক্ত গণমাধ্যম সূচক প্রকাশ করে থাকে। গুণগত তথ্যের পাশাপাশি একটি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সূচক চূড়ান্ত করা হয়। বহুত্ববাদ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ আরোপ, আইনি কাঠামো, স্বচ্ছতা, খবর ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবকাঠামোর গুণগত মানের ওপর এই প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে। ২২ এপ্রিল ২০২০ Reporters Without Borders (RSF) মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২০ প্রকাশ করে। এবারের তালিকায় ১৮০টি দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সূচক অনুযায়ী—

- **শীর্ষ ১০ দেশ :** ১. নরওয়ে, ২. ফিনল্যান্ড, ৩. ডেনমার্ক, ৪. সুইডেন, ৫. নেদারল্যান্ডস, ৬. জ্যামাইকা, ৭. কোস্টারিকা, ৮. সুইজারল্যান্ড, ৯. নিউজিল্যান্ড ও ১০. পর্তুগাল।
- **সর্বনিম্ন ১০ দেশ :** ১৮০. উত্তর কোরিয়া, ১৭৯. তুর্কমেনিস্তান, ১৭৮. ইরিত্রিয়া, ১৭৭. চীন, ১৭৬. জিবুতি, ১৭৫. ভিয়েতনাম, ১৭৪. সিরিয়া, ১৭৩. ইরান, ১৭২. লাওস ও ১৭১. কিউবা।
- **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান :** ৬৭. ভুটান, ৭৯. মালদ্বীপ, ১১২. নেপাল, ১২২. আফগানিস্তান, ১২৭. শ্রীলংকা, ১৪২. ভারত, ১৪৫. পাকিস্তান ও ১৫১. বাংলাদেশ।

সম্পদের ব্যবহার

খাত	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বাজেটের অংশ (%)
জনপ্রশাসন	১,১৩,১৬০	১৯.৯
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৮৫,৭৬২	১৫.১
পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৪,৫৮০	১১.৪
সুদ পরিশোধ	৬৩,৮০১	১১.২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩৯,৫৭৩	৭.০
প্রতিরক্ষা	৩৪,৪২৭	৬.১
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৩১,৫৯৯	৫.৬
কৃষি	২৯,৯৮১	৫.৩
স্বাস্থ্য	২৯,২৪৭	৫.১
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৮,৬৭০	৫.০
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	২৬,৭৫৮	৪.৭
গৃহায়ন	৬,৯৩৭	১.২
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৪,৭৯০	০.৯
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৩,৯৩৮	০.৭
বিবিধ	৪,৭৭৭	০.৮
মোট	৫,৬৮,০০০	১০০.০০

টাকা আসবে যেখান থেকে

জাতীয় বাজেট ২০২০-২১

খাত	কোটি টাকায়	বাজেটের অংশ (%)
করসমূহ		
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	১,২৫,১৬২	২২.০
আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর	১,০৩,৯৪৫	১৮.৩
সম্পূরক শুল্ক	৫৭,৮১৫	১০.২
আমদানি শুল্ক	৩৭,৮০৭	৬.৭
NBR'র অন্যান্য কর	৫,২৭১	০.৯
NBR বহির্ভূত কর	১৫,০০০	২.৬
কর ব্যতীত রাজস্ব	৩৩,০০০	৫.৮
বিদেশি অনুদান	৪,০১৩	০.৭
বিদেশি ঋণ	৭৬,০০৪	১৩.৪
অভ্যন্তরীণ ঋণ		
ব্যাংক থেকে ঋণ	৮৪,৯৮০	১৫.০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	২৫,০০৩	৪.৪
মোট	৫,৬৮,০০০	১০০.০০

২০২০-২১ বাজেটের অলাকখ

করমুক্ত আয়সীমা ৩,০০,০০০ টাকা

পাঁচ বছর পর ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা বিদ্যমান ২,৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করা হয়। করের হারেও আনা হয় কিছুটা পরিবর্তন। সর্বোচ্চ করহার ৩০% থেকে কমিয়ে ২৫% করা হয়। অর্থাৎ বার্ষিক আয় ১৬,০০,০০০ টাকার বেশি হলে কর প্রদান করতে হবে ২৫% হারে।

মোবাইল ব্যবহারে খরচ বৃদ্ধি

মোবাইল ফোন গ্রাহকদের খরচ আরো বেড়ে গেল। শুধু মোবাইল ফোনে কথা বলাই না, ইন্টারনেট ব্যবহারেও খরচ বেড়ে গেল। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর গ্রাহক পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ১০% থেকে বাড়িয়ে ১৫% করা হয়। সব মিলিয়ে আগে যেটা ছিল ২৭.২৫%। এখন ৫% বৃদ্ধির পর সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৩.২৫%। এ ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে ১০০ টাকা রিচার্জে সরকারের কাছে কর হিসেবে যাবে ২৫ টাকার কিছু বেশি। এতদিন তা ২২ টাকার মতো ছিল।

ব্যাংকে টাকা রাখার খরচ বৃদ্ধি

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংক হিসেবে ১০ লাখ টাকার বেশি স্থিতি থাকলে তার ওপর আবগারি শুল্ক বাড়ানো হয়।

স্থিতি	আবগারি শুল্ক (টাকা)	
	পূর্ব	বর্তমান
১০ লাখ থেকে ১ কোটি	২,৫০০	৩,০০০
১ কোটি থেকে ৫ কোটি	১২,০০০	১৫,০০০
৫ কোটি টাকার বেশি	২৫,০০০	৪০,০০০

কালোটাকা বিনিয়োগে অবারিত সুযোগ

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বলা হয়, দেশের প্রচলিত আইনে যা-ই থাকুক, ১ জুলাই ২০২০-৩০ জুন ২০২১-এর মধ্যে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতারা আয়কর রিটার্নে অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালোটাকা, জমি, বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি বর্গমিটারের ওপর নির্দিষ্ট হারে এবং নগদ অর্থ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার, বন্ড বা অন্য কোনো সিকিউরিটিজের ওপর ১০% কর দিয়ে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৬ বার অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছে। সামরিক আইনের আওতায় প্রথম সুযোগ দেয়া হয় ১৯৭৫ সালে।

করোনা মোকাবিলায় বরাদ্দ
১০,০০০
কোটি টাকা

কৃষিতে ভর্তুকি
২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি দেয়া হয়
৯,৫০০
কোটি টাকা।

হংকং ফ্লু যে ভাইরাসের কারণে হয় H3N2

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
১৫,৬৯১ কোটি টাকা

পদ্মা সেতু
৫,০০০ কোটি টাকা

মেট্রোরেল
৪৩৭০ কোটি টাকা

পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ
৩,৮৩৪ কোটি টাকা

মাতারবাড়ির কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
৩,৩৭০ কোটি টাকা

দোহাজারী-ঘুনধুম রেলসংযোগ
১,৫০০ কোটি টাকা

পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর
৩৫০ কোটি টাকা

সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ৯৫,৫৭৪ কোটি টাকা, যা বাজেটের ১৬.৮৩% এবং জিডিপি'র ৩.০১%।

সামাজিক নিরাপত্তায় যুক্ত ১১ লাখ মানুষ

বর্তমানে বিভিন্ন ভাতাভোগীর পাশাপাশি নতুন করে ৫ লাখ বয়স্ক, সাড়ে তিন লাখ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা এবং সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী, ২,৫৫,০০০ নতুন প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। অর্থাৎ নতুন করে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আসছে ১১ লাখের বেশি মানুষ।

উন্নয়ন বাজেট

২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের উন্নয়ন খাতে ব্যয় হবে ২,১৫,০৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ খরচ হবে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে; ৫৪,২৩৮ কোটি টাকা। এ অর্থ মোট উন্নয়ন বাজেটের ২৫.২%।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা তহবিল গঠন

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকার একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ গবেষণা তহবিল দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য খাতে অভিজ্ঞ গবেষক, পুষ্টি বিজ্ঞানী, জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিদ এবং সুশীলসমাজ ও আলাদা উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

বাজেট ঘোষণায় আ'লীগের রেকর্ড

দেশের ইতিহসে বাজেট ঘোষণায় রেকর্ড করল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। মোট ৫০টি বাজেটের মধ্যে ২২টিই আওয়ামী লীগ সরকারের। এর মধ্যে বর্তমান সরকারের টানা তিন মেয়াদে ১২টিসহ মোট ১৮টি বাজেটই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো সরকার টানা ১১টি বাজেট উপস্থাপন করতে পারেনি।

আমরা কর দিচ্ছি। করের টাকা কোথায় কোন খাতে ব্যবহার হচ্ছে, তা কী জানি? আসুন দেখে নিই আপনার দেয়া ১০০ টাকার কর কোথায় ব্যয় হচ্ছে।

করহার

কর বছর : ২০২০-২১

কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতা	সীমা
সাধারণ করদাতা	৩,০০,০০০/-
মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব করদাতা	৩,৫০,০০০/-
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪,৫০,০০০/-
গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪,৭৫,০০০/-

ব্যক্তিগত ন্যূনতম আয়কর

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন	৪,০০০/-
অন্যান্য সব পর্যায়ে	৩,০০০/-

কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতাদের আয়সীমা, করহার এবং করধাপ

আয়স্তর (টাকায়)	হার
করমুক্ত আয়সীমার পরবর্তী ১,০০,০০০ পর্যন্ত	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০ পর্যন্ত	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ পর্যন্ত	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	২০%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং কর প্রদানের বিষয়টিকে জনপ্রিয় করার জন্য যে সকল করদাতা প্রথমবারের মত অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তাদেরকে ২,০০০ টাকা কর রেয়াত প্রদান করা হবে।

কমেছে কর্পোরেট করহার

দেশে ব্যবসা করলেও পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এবং ব্যাংক, লিজিং, বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফোন কোম্পানি ও সিগারেট প্রস্তুতকারী ব্যতীত কোম্পানির কর্পোরেট হার কমিয়েছে সরকার। পুঁজিবাজারে অতালিকাভুক্ত এসব কোম্পানির বিদ্যমান করহার ৩৫%। আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ২.৫% কমিয়ে ৩২.৫% নির্ধারণ করা হয়।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং ব্যাংক, লিজিং, বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন কোম্পানি ও সিগারেট প্রস্তুতকারী ব্যতীত কোম্পানির কর্পোরেট হার অপরিবর্তিত থাকছে। তৈরি পোশাক খাতের গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেট পাওয়া কোম্পানির কর্পোরেট কর ১০% ও সার্টিফিকেট না থাকায় কোম্পানির করহার ১২% বহাল রেখে SRO'র মেয়াদ দুই বছর বাড়ানো হয়।

বাজেট ২০২০-২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ *[কোটি টাকায়]*

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২০-২১
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬,৯৩৬
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	৩৩৫	তথ্য মন্ত্রণালয়	১,০৩৯
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৮৩৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৭৯
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৫৮	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৬৯৩
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২২২	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৪৭৪
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১৭১৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৬,১০৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩,৩৩০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২,২৩৫
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৪	শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৬১৪
অর্থ বিভাগ	১,৫৬,০৭৮	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৪২
বাংলাদেশের সিএজি'র* কার্যালয়	২৬৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৭১৪
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,০৯৪	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৯০৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৩৭৯	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৫,৪৪২
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫,৮৭৬	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,১৯৩
পরিকল্পনা বিভাগ	১,২৪৮	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১,২৪৬
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪৮	ভূমি মন্ত্রণালয়	২,০১৪
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৩৮৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮,০৮৯
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬১৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬,০৪৮
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬৩৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯,৮৩৬
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪,৮৪২	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৯,৪৪২
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৪১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,৩৩৮
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৭৩৯	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪,০০০
জননিরাপত্তা বিভাগ	২২,৬৫৮	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩,৬৮৮
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩,১৪০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪,৯৩৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,২৩৫
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৩৩,১১৮	বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪,৮৫৩
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭,৯৪৬	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,৫০৫
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২২,৮৮৩	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৫০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৪১৫	সেতু বিভাগ	৭,৯৭৯
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭,৯১৯	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮,৩৪৫
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৮৬০	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩,৮৫৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৫০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৬,৩৬২
* *কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল*		**সর্বমোট**	৫,৬৮,০০০

বাজেটের আকারে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬৪তম

বাজেটের আকারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬৪তম। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এরপর চীন। ২০১৮ অর্থবছরে

যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের আকার ছিল ৬,৮০,৭১৬ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে চীনের ৩,৭৮,৭২৪ কোটি ডলার। ৭২,৫০৫ কোটি ডলারের বাজেট নিয়ে বিশ্বে ভারতের অবস্থান নবম। লুক্সেমবার্গের বাজেটের আকার ৩,৯৭০ কোটি ডলার। দেশটির অবস্থান ৬৩তম। বাংলাদেশের পরের অবস্থান মরক্কোর। দেশটির বাজেটের আকার ৩,০৭১ কোটি ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাজেটের আকারে বাংলাদেশের উপরে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান।

সচিত্র বাংলাদেশ

গভর্নরের বয়সসীমা বৃদ্ধি

৩১ অক্টোবর ১৯৭২ জারি করা রাষ্ট্রপতির ১২৭ নম্বর আদেশে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ গঠিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত ও পরিমার্জিত বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারকে ১০ মার্চ ২০০৩ বিধিবদ্ধ করা হয়। ঐ সময় অর্ডারটির ১০ নং বিধির ৫ নং উপবিধিতে সংযুক্ত করা হয় গভর্নরের মেয়াদ ও সর্বোচ্চ সময়সীমা। এতে বলা হয়, গভর্নরের মেয়াদ হবে চার বছর। চার বছর মেয়াদ শেষে একই ব্যক্তিকে পুনরায় গভর্নর পদে নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে নিয়োগকৃত ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছরের বেশি হবে না। কিন্তু ৮ জুন ২০২০ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করার লক্ষে 'দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২০'-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।

চীনে ৮,২৫৬টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা

১ জুলাই ২০১০ চীন সর্বপ্রথম বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করে। প্রাথমিকভাবে এ সুবিধার আওতায় বাংলাদেশসহ ৩৩টি স্বল্পোন্নত দেশ চীনের ৬০% ট্যারিফ লাইনে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। কিন্তু চীনের এ সুবিধা বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতার অনুকূল কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতা আছে এমন অনেক পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদানের জন্য চীনকে অনুরোধ করে। বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চীন বিনিময় পত্র (Letter of Exchange) স্বাক্ষর করে। তবে শর্ত দেয় যে, স্বল্পোন্নত দেশকে প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করলে বাংলাদেশ Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের জন্য বিদ্যমান সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৬ জুন ২০২০ চীন বাংলাদেশকে শর্তহীনভাবে আরও ৫,১৬১টি পণ্যে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করে আদেশ জারি করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকও রয়েছে। এতদিন Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) এর আওতায় বাংলাদেশ ৬০% ট্যারিফ লাইনে চীনে ৩,০৯৫টি পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছিল। এখন চীনে মোট ৮,২৫৬টি পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যা চীনের মোট ট্যারিফ লাইনের ৯৭%।

নতুন ই-ওয়ালেট

দেশে ইলেক্ট্রনিক লেনদেন প্রসারের লক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২০ রিকারশন ফিনটেক লিমিটেডকে শর্তসাপেক্ষে দেশের অভ্যন্তরে ই-ওয়ালেট সেবা প্রদানের জন্য পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। রিকারশন ফিনটেক লিমিটেডের ক্যাশবিহীন ডিজিটাল ওয়ালেট বা ই-ওয়ালেটের ব্র্যান্ডিং নাম হবে 'ক্যাশবাবা', যার মাধ্যমে দেশের ভেতরে পণ্য ও সেবার মূল্য অনলাইনে পরিশোধ করা যাবে।

এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া PSP'র সংখ্যা দাঁড়াল তিন। অন্য দুটি PSP আইপে সিস্টেম ও ডি মানি বাংলাদেশ ব্যাংক।

- দেশের প্রথম লাইসেন্স প্রাপ্ত PSP আইপে সিস্টেমস লিমিটেড। এ অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মটি 'আইপে' নামে পরিচিত।

e-wallet

ই-ওয়ালেট কী?

ই-ওয়ালেট একটি এমন সার্ভিস, যার মাধ্যমে আপনি আপনার ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট করতে পারেন। এর জন্য আপনাকে যে-কোনো ই-ওয়ালেট স্টোরে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, যার মাধ্যমে আপনি বাড়িতে বসে সহজে পেমেন্ট করতে পারেন।

নতুন বিমা কোম্পানি

২৩ জুন ২০২০ সেনা কল্যাণ ট্রাস্টের জীবন বীমা কোম্পানি 'আয়' লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড'র যাত্রা শুরু হয়। এ বীমা কোম্পানির লক্ষ্য সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর আহত ও নিহত সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন।

ঢাবিতে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ইনস্টিটিউট

মুজিববর্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। ১০ জুন ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নামকরণ করা হবে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড লিবার্টি'। এ ইনস্টিটিউটের কাজ হবে শুধু গবেষণা।

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ভাইরাসের কারণে হয় H5N1, H7N9, H1N2, H7N7, H10N7, H7N3 ও H9N2

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ জুন ২০২০ সরকার আরো একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়। 'মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে রাজধানীর উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের গাউসুল আজম এভিনিউতে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম শরীফ। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ১০৬টি।

মাসুদ রানা

সিরিজ নিয়ে কপিরাইট মামলা

তুমুল জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ 'মাসুদ রানা'। এতদিন সবাই জানতেন বিখ্যাত এ সিরিজের লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন। কিন্তু এ সিরিজের অধিকাংশ বইয়ের লেখক হিসেবে দাবি করে কপিরাইট আইনে মামলা করেন শেখ আবদুল হাকিম। ২৯ জুলাই ২০১৯ শেখ আবদুল হাকিম 'মাসুদ রানা' সিরিজের ২৬০টি এবং 'কুয়াশা' সিরিজের ৫০টি বইয়ের লেখক হিসেবে মালিকানা স্বত্ব দাবি করে সেবা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কাজী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৭১ ও ৮৯ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসে দাখিল করেন। দীর্ঘ প্রায় এক বছরের আইনি লড়াই শেষে ১৪ জুন ২০২০ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এ মামলার রায় দেন। তাতে আবদুল হাকিমের পক্ষে রায় আসে। রায়ে বলা হয়; গোয়েন্দা সিরিজ মাসুদ রানার প্রথম ১১টি বইয়ের পরের ২৬০টি বইয়ের লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন নন। এর লেখক হলেন শেখ আবদুল হাকিম।

অ্যাকর্ড অধ্যায়ের সমাপ্তি

৪ এপ্রিল ২০১৩ সাভারে ধসে পড়া রানা প্লাজার ৫ কারখানার বহু শ্রমিক হতাহতের ঘটনায় পোশাক খাতের দুর্বলতা নিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এ দেশ থেকে পোশাক নেয়া ক্রেতারা সমালোচনার মুখে পড়েন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার তদারকিকে ইউরোপের ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের সমন্বয়ে অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ বা সংক্ষেপে অ্যাকর্ড নামে ক্রেতাজোট গঠিত হয়।

১ জুন ২০২০ দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত-সমালোচিত অ্যাকর্ড অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। পোশাক খাতের সংস্কার তদারকিতে নতুন প্ল্যাটফর্ম RMG Sustainable Council (RSC)-এর কাছে সব দায়িত্ব হস্তান্তর করে অ্যাকর্ড। ১ জুন ২০২০ থেকে অ্যাকর্ডের বাংলাদেশ অফিস RSC-তে রূপান্তরিত হয়। আর এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা, শ্রমিক সংগঠন ও উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত RSC'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

শ্রীমঙ্গলে নতুন গিরিখাতের সন্ধান

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রাচীন কয়েকটি গিরিখাত বা গিরিসংকটের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেছে, পুরো জায়গাটি পড়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী সিন্দুরখান ইউনিয়নের ঘন জঙ্গলবেষ্টিত পাহাড়ি এলাকায়। স্থানীয় নাহার খাসি পন্টীর ভিতরে। খাসি ভাষায় লাসুবন বা পাহাড়ি ফুল নামে এ এলাকায় রয়েছে ছোট বড় অনেক পাথুরে ছড়া। এর মধ্যে বড় তিনটি গিরিখাত বা গিরিসংকট সম্প্রতি নজরে এসেছে সবার। জায়গাটির অবস্থান ঢাকা থেকে প্রায় ২১৫ কিলোমিটার, মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে।

Sonali eSheba

৩ জুন ২০২০ রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali eSheba নামের মোবাইল অ্যাপ চালু করে। এ সেবার মাধ্যমে এখন থেকে ঘরে বসেই যেকোনো গ্রাহক মাত্র ২ মিনিটে সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য গ্রাহকদেরকে সশরীরে ব্যাংকের কোনো শাখায় যাওয়ার দরকার নেই।

- সোনালী ই-সেবা হলো সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকেরা অনলাইনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে সক্ষম হবেন এবং পাশাপাশি ব্যাংক প্রদত্ত অন্যান্য পরিষেবাগুলো উপভোগ করতে পারবেন।
- প্রাথমিকভাবে মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, নিঃস্ব মহিলা, বয়স্ক ভাতাভোগীগণ, কৃষক, মৎস্যজীবী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, বেদে ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, হিজড়া, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিকশা চালক, ট্যাক্সি ড্রাইভার, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও চাকরিজীবী (বেতনভুক্ত ব্যক্তিরা) এ অ্যাপসের মাধ্যমে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

কীভাবে ঘরে বসে হিসাব খুলবেন

- আপনার মোবাইল ফোনের গুগল প্লে স্টোর থেকে 'সোনালী ই-সেবা' অ্যাপস ডাউনলোড করুন।
- সোনালী ই-সেবা অ্যাপস খুলে 'ব্যাংক একাউন্ট খুলুন' আইকনে ক্লিক করুন এবং আপনার মোবাইল নম্বর প্রদান করুন।
- চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি প্রদানপূর্বক পরবর্তী ধাপগুলো সম্পন্ন করার পর সফলভাবে ব্যাংক একাউন্ট খোলা হবে।
- সফলভাবে একাউন্ট খোলার পর একাউন্ট নম্বরসহ একটি এসএমএস আপনার মোবাইল ফোনে আসবে।

ফোরশোর গার্ড ফোর্স

দেশের নদ-নদীর দখল ও দূষণ প্রতিরোধে ফোরশোর গার্ড বাহিনী তৈরি করতে যাচ্ছে সরকার তথা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)। এ বাহিনী গঠিত হবে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী জিআরপি'র আদলে। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত এ বাহিনী কাজও শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা পরিবেষ্টিত বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী রক্ষাকল্পে।

অ্যাপোলো হাসপাতালের নতুন নাম

১ এপ্রিল ২০২০ বেসরকারি অ্যাপোলো হাসপাতালের নতুন নামকরণ করা হয় এভারকেয়ার হাসপাতাল। এসটিএস হোল্ডিংস লিমিটেডের বিনিয়োগে এভারকেয়ার ও সিএসডি গ্রুপের অধীনে অ্যাপোলো হাসপাতালকে এভারকেয়ার হাসপাতাল নামে রি-ব্র্যান্ডিং করা হয়। এভারকেয়ার হলো একটি সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্ল্যাটফর্ম, যা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, কেনিয়া, নাইজেরিয়াসহ আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে পরিচালিত হচ্ছে। এর পোর্টফোলিওতে রয়েছে বিশ্বজুড়ে ২৮টি হাসপাতাল, ১৮টি ক্লিনিক, ৫৪টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দুটি নির্মাণাধীন হাসপাতাল। ২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রামে 'এভারকেয়ার হসপিটাল চট্টগ্রাম' চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে গ্রুপের। ৪০০ বেডের এ হাসপাতাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

ভুটানের সাথেই প্রথম PTA

শ্রীলংকা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশের সাথে আলোচনার পর শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম স্বীকৃতিদাতা বন্ধুরাষ্ট্র ভুটানের সাথেই প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) করবে সরকার। দু'দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানে এবং ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। তবে পর্যায়ক্রমে এ পণ্য সংখ্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হবে।

বিজিবি'তে যুক্ত হয়েছে আভিযানিক জলযান

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বহরে যুক্ত হয়েছে দ্রুতগতিসম্পন্ন চারটি আভিযানিক জলযান। ঝড়ো গতিতে চলা এ জলযানগুলো পানিপথের যেকোনো যানবাহনকে ধাওয়া করে ধরতে সক্ষম। সিলভারক্রাফট ৪০ মডেলের রিইনফোর্সড পলিমারের তৈরি ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৭৫০ অশ্বশক্তির তিন ইঞ্জিনের প্রতিটি জলযান ৩৩ জন সৈন্য ধারণে সক্ষম। এর গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫৫ নটিক্যাল মাইল, যা স্থলের হিসেবে ১০১ কিলোমিটার। জলযানগুলো যেকোনো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চলতে পারবে। এতে আছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান সংযুক্তির সুবিধা। আছে উন্নত প্রযুক্তির স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম, চতুর্থ প্রজন্মের জিপিএস এবং আধুনিক সোলার সিস্টেম। ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের যানকেও এ জলযান শনাক্ত করতে পারে। এতে দুজন মুমূর্ষু রোগী পরিবহনেরও ব্যবস্থা আছে।

জাতীয় সংসদের দুই অধিবেশন

সপ্তম অধিবেশন

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ১৮ এপ্রিল ২০২০ একাদশ জাতীয় সংসদে সপ্তম অধিবেশন বসে। মাত্র দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এ অধিবেশনটি দেশের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম সংসদ অধিবেশন।

অষ্টম অধিবেশন

১০ জুন ২০২০ শুরু হয় একাদশ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশন। এ অধিবেশনটি ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনও বটে। ১১ জুন ২০২০ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন। প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা হয় মাত্র পাঁচদিন। আর পুরো বাজেট প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয় ১০ দিন। ২৯ জুন ২০২০ অর্থবিল ও ৩০ জুন ২০২০ পাস হয় মূল বাজেট। মাত্র ১২ কার্যদিবসে ৯ জুলাই ২০২০ শেষ হবে দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম এ বাজেট অধিবেশন।

CID'র ডিএনএ ব্যাংকের যাত্রা শুরু

২৩ জানুয়ারি ২০১৭ যাত্রা শুরু করে CID'র ডিএনএ ল্যাবরেটরিটি। ১০ জুন ২০২০ ল্যাবরেটরিটি ডিএনএ ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১০ জুন ২০২০ নিজেদের ডিএনএ ল্যাবের নামকরণ করে 'ডিএনএ ব্যাংক'। ডেটাবেইস তৈরি করা ডিএনএ ব্যাংকে সংরক্ষিত অপরাধীদের ডিএনএ প্রোফাইল তদন্ত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত সব আলামতের বিশ্লেষণ ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবে হয়ে থাকে।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট
পুলিশ
বাংলাদেশ পুলিশ

পেঁয়াজের নতুন জাত উদ্ভাবন

সাধারণ পেঁয়াজের চেয়ে তিন গুণ বেশি ফলন দেয় এমন পেঁয়াজ উদ্ভাবন করা হয়েছে বলে জানায় মাগুরা আঞ্চলিক মশলা গবেষণা কেন্দ্র। উদ্ভাবনের পর তারা চলতি মৌসুমে এ পেঁয়াজ মাঠপর্যায়ে সফলভাবে চাষ করেন। তারা এর নাম দিয়েছেন বারি-৫। পেঁয়াজ সাধারণত শীতকালীন ফসল হলেও বারি-৫ শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। সাধারণ পেঁয়াজ যেখানে হেক্টরে ফলন দেয় সাত-আট টন, সেখানে বারি-৫ পেঁয়াজের ফলন হয় ২৪-২৫ টন। দেশি পেঁয়াজের মত এ পেঁয়াজের খোসা পাতলা হওয়ায় সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

সাগরে তিন প্রজাতির নতুন সি-উইড

বঙ্গোপসাগরে সন্ধান মিলেছে তিন প্রজাতির নতুন 'সি-উইড'। এগুলো— ক্লোরোফাইটা, রোডাফাইটা এবং ফিওফাইটা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এসব সি-উইড দেশের মানুষের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ওষুধশিল্প, প্রসাধনী সামগ্রীসহ নানা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগবে। এমনকি বিদেশে রপ্তানি করেও বছরে আয় হবে হাজার হাজার কোটি টাকা।

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H5N1 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় হংকং-এ

বানৌজা সংগ্রাম

১৮ জুন ২০২০ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত যুদ্ধজাহাজ 'বানৌজা সংগ্রাম'-এর কমিশনিং হয়। চীনে নির্মিত এ যুদ্ধজাহাজের দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার এবং প্রস্থ ১১ মিটার। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম।

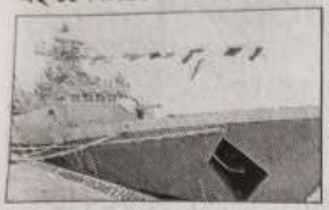

শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটিতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত। জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজের মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস

জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয় 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩'। ৮ জুন ২০২০ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা।

আরো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক খাতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১২ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড নামের একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ৭ জুন ২০২০ লাইসেন্স দেয়া হয়। এটি নিয়ে বর্তমানে দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৫টি।

বাংলাদেশ-ভারত
নতুন পোর্টস অব কল ও নৌরুট

২৪-২৫ অক্টোবর ২০১৮ ভারতের নয়াদিল্লিতে উভয় দেশের নৌসচিব পর্যায়ের বৈঠক এবং Protocol on Inland Water Transit & Trade (PIWTT)-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার শেষ দিন ২৫ অক্টোবর ২০১৮ PIWTT'র প্রথম সংযোজনী স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বাংলাদেশের পানগাঁও এবং ভারতের ধুবরীকে 'পোর্টস অব কল' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৪-৫ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশের ঢাকায় অনুষ্ঠিত সভায় উভয় দেশের সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন কয়েকটি পোর্টস অব কল, নতুন প্রটোকল রুট সংযোজন, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও ড্রেজিংয়ের জন্য PIWTT'র দ্বিতীয় সংযোজনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২০ মে ২০২০ ঢাকায় PLWTT'র দ্বিতীয় সংযোজনীপত্র স্বাক্ষরিত হয়। দ্বিতীয় সংযোজনীপত্রে নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য পাঁচটি নতুন 'পোর্টস অব কল' ও দুটি নৌ প্রটোকল রুট সংযোজন করা হয়।

> বন্দরের যে নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য বোঝাই বা খালাস করা হয় তাকে 'পোর্টস অব কল' বলে।

দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান 'পোর্টস অব কল'গুলোর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয় রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলমারী, দাউদকান্দি ও বাহাদুরাবাদ এবং ভারতের ধুলিয়ান, ময়া, কোলাঘাট, সোনামুরা, জগিগোপা। দুটি করে 'এক্সটেন্ডেড পোর্ট অব কল' হলো— বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ পোর্টস অব কলের আওতায় ঘোড়াশাল, পানগাঁও পোর্ট অব কলের আওতায় মুক্তারপুর এবং ভারতের কলকাতা পোর্ট অব কলের আওতায় ত্রিবেণী (বেন্ডেল) ও করিমগঞ্জ পোর্ট অব কলের আওতায় বদরপুর।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ছয়টি করে ১২টি 'পোর্টস অব কল'—

- **বাংলাদেশ :** নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মোংলা, সিরাজগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও পানগাঁও।
- **ভারত :** কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ, পান্ডু, শিলঘাট ও ধুবরী।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান আটটি নৌরুট— ১. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-মোংলা-কাউখালী-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাগ-চিলমারী-ধুবরী-পান্ডু-শিলঘাট। ২. শিলঘাট-পান্ডু-ধুবরী-চিলমারী-বাহাদুরাবাদ-সিরাজগঞ্জ-আরিচা-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-চাঁদপুর-হিজলা-বরিশাল-কাউখালী-মোংলা-খুলনা-চালনা-রায়মঙ্গল-হলদিয়া-কলকাতা। ৩. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-মোংলা-কাউখালী-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ-আজমেরিগঞ্জ-মারকুলি-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ। ৪. করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-শেরপুর-মারকুলি-আজমেরিগঞ্জ-আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-চাঁদপুর-হিজলা-বরিশাল-কাউখালী-মোংলা-রায়মঙ্গল-হলদিয়া-কলকাতা। ৫. রাজশাহী-গোদাগাড়ি-ধুলিয়ান। ৬. ধুলিয়ান-গোদাগাড়ি-রাজশাহী। ৭. করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-শেরপুর-মারকুলি-আজমেরিগঞ্জ-আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-চাঁদপুর-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবরী-পান্ডু-শিলঘাট এবং ৮. শিলঘাট-পান্ডু-ধরবী-চিলমারী-বাহাদুরাবাদ-সিরাজগঞ্জ-আরিচা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও-ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ-আজমেরিগঞ্জ-মারকুলি-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ।

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H7N9 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় মার্চ ২০১৩

অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি

জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অস্থায়ী ভিত্তিতে দেয়া প্রায় এক কোটি ১০ লাখের বেশি জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। যাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা বিনামূল্যে অনলাইন থেকে তাদের কার্ড প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

ইসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব সাময়িক জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ ইস্যুর তারিখ দুই বছর হয়েছে, সেগুলোর মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হলো। ফলে সব ধরনের সাময়িক জাতীয় পরিচয়পত্র এখন থেকে বৈধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহীতার কার্ড NID সিস্টেম থেকে চেক করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে পারবেন।

মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে সেবা গ্রহীতাকে কোনো সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত না করার জন্য অনুরোধ জানায় ইসি।

২০০৭ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর নাগরিকদের লেমিনেটেড জাতীয় পরিচয়পত্র দেয় ইসি। ঐ জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ ১৫ বছর। ২০১৭ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদের পর থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত এক কোটি ১০ লাখের মতো অস্থায়ী জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হয়। এসব জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ দুই বছর। ঐ দুই বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সব নাগরিকের হাতে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার কথা জানিয়েছিল ইসি। কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ পর্যন্ত ৫-৬ কোটি নাগরিককে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দিতে পেরেছে। এমন অবস্থায় প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ দুই বছর শেষ হওয়ায় ইসি ঐসব জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

ইসির পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, যাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়েছে তারা সবাই বিনামূল্যে অনলাইন থেকে নতুন NID কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। যার পিছনে কোনো মেয়াদ থাকবে না। এছাড়াও যাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের পিছনে মেয়াদ উল্লেখ রয়েছে তারা প্রয়োজনে https://services.nidw.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন করে ডাউনলোড অপশন থেকে বিনামূল্যে জাতীয় পরিচয়পত্র (মেয়াদ উল্লেখ ছাড়াই) ডাউনলোড করে প্রিন্ট দিতে পারবেন।

যাবতীয় সেবা স্মার্টফোনে

এখন থেকে নির্বাচন কার্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বসেই জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) সংক্রান্ত সেবা মিলবে স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে। NID সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রমের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) সফটওয়্যারের ওপর ২০ মে ২০২০ থেকে তিন সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে এ তথ্য জানায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আগে জাতীয় পরিচয়পত্রের যেকোনো ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নির্বাচন অফিসে আসার বাধ্যবাধকতা ছিল। অনলাইন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে একজন নাগরিক বাড়িতে বসেই নিজের কম্পিউটার অথবা স্মার্টফোন ব্যবহার করে নতুন ভোটার হওয়া থেকে শুরু করে যেকোনো প্রকার সংশোধনী ও হারানো কার্ডের আবেদনপূর্বক, জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুরূপ কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। এর ফলে করোনার এ

দুর্যোগে যেমন সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত হবে, তেমনি জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি নানা সেবা নিতে পারবে একজন নাগরিক। এজন্য https://services.nidw.gov.bd লিংকে গিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে সেবা প্রত্যাশীকে। ইতোমধ্যে অনলাইনে NID সংক্রান্ত সেবা চালু হয়েছে।

হংকং নিয়ে চীনের জাতীয় নিরাপত্তা আইন

২৮ মে ২০২০ চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (NPC) হংকং নিয়ে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইন অনুমোদন করে। ২০ জুন ২০২০ অনুমোদিত এ আইনের এক রূপরেখা প্রকাশ করে বেইজিং। বিশ্লেষকদের মতে, হংকংবাসী এ আইনের ফলে রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়বে। আর আধা-স্বায়ত্তশাসিত এ অঞ্চলে চীনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি বাড়বে এবং স্বায়ত্তশাসন আরও খর্ব হবে। আইনের খসড়া অনুযায়ী, বেইজিং হংকংয়ের বিদ্যমান স্বাধীন আইনি ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য বা বাতিল করতে পারবে। এছাড়া নতুন নিরাপত্তা আইন কার্যকর করতে চীনের মূল ভূখণ্ডের কর্মকর্তারা হংকংয়ে একটি জাতীয় নিরাপত্তা অফিস প্রতিষ্ঠা করবেন। আধা-স্বায়ত্তশাসিত এ অঞ্চলের স্থানীয় আইনগুলো যখন সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচনা হবে না, তখন নতুন নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলো প্রযোজ্য হবে।

হংকং নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সব মামলা বিচারকদের শুনানির জন্য বাছাই করা হবে, সেই ক্ষমতা থাকবে হংকংয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। আর হংকংয়ের আদালতে যখন এ সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলার বিচার চলবে তখন, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করছে— এমন ঘটনার মামলায় চীনের মূল ভূখণ্ডের নিরাপত্তা শাখাগুলোর কর্তৃত্ব খাটানোর এখতিয়ার থাকবে। এ নির্দিষ্ট পরিস্থিতির স্বরূপ আইনের খসড়ায় ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে আইনে যেসব কর্মকাণ্ডকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— বিচ্ছিন্নতাবাদ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নষ্ট করে এমন কাজ, সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তাকে বিপদের মুখে ফেলার লক্ষ্যে বিদেশি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে আঁতাত।

হংকংয়ে বেইজিংয়ের যে জাতীয় নিরাপত্তা অফিস থাকবে, সেটি স্থানীয় কর্মকর্তাদের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক নীতিনির্ধারণে নির্দেশনা দেবে ও তা তদারক করবে। সেই সাথে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলো বিশ্লেষণ করবে এ অফিসে। অন্যদিকে হংকংয়ের সরকার সেখানে একটি জাতীয় নিরাপত্তা কমিশন গঠন করবে। এর প্রধান হবেন এ নগরের বর্তমান প্রধান নির্বাহী ক্যারি লাম। ঐ কমিশনে বসার জন্য একজন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নিয়োগ দেবে বেইজিং।

WTO'র মহাপরিচালকের পদত্যাগ

১৪ মে ২০২০ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মহাপরিচালক রবার্তো কার্ভালহো দ্য আজেভিদো পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন। ৩১ আগস্ট ২০২০ তার পদত্যাগ কার্যকর হবে। ৬২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান এ কূটনীতিক ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রথমবারের মতো WTO'র মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেন। তার দ্বিতীয় মেয়াদ ৩১ আগস্ট ২০২১ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

আফগানিস্তানে ক্ষমতা ভাগাভাগি

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দেশটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ নির্বাচন কমিশন আশরাফ ঘানিকে জয়ী ঘোষণা করে। অন্য প্রার্থী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনের এ রায় প্রত্যাখান করেন এবং তখনই তিনি সমান্তরাল সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। ৯ মার্চ ২০২০ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী দাবিদার সাবেক প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি উভয়ই শপথ গ্রহণ করেন। তারা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কাবুলের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদেই শপথ নেন। এরপর রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে ১৭ মে ২০২০ দেশটির প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী, আব্দুল্লাহ High Council for National Reconciliation'র নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়া তার দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আশরাফ ঘানি ও আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ পরস্পরের পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী। আব্দুল্লাহ এর আগে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তিতে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু আশরাফ ঘানির কাছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ঐ পদ হারান। আশরাফ ঘানি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H1N2 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ডিসেম্বর ১৯৮৮; চীনে

ভারত পরিক্রমা

কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা পরিবর্তন

৩১ অক্টোবর ২০১৯ জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ করে রাজ্যকে দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার পর এবার সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞাও বদলে দিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। ১ এপ্রিল ২০২০ এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদির সরকার। তাতে বলা হয়, যারা জম্মু-কাশ্মীরে ১৫ বছর ধরে বাস করছেন বা সাত বছর সেখানে পড়াশোনা করে, সেখান থেকেই দশম বা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছেন তারা স্থায়ী বাসিন্দার (Domicile) প্রশংসাপত্র পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি গবেষণাগারের যেসব কর্মী জম্মু-কাশ্মীরে কাজ করেছেন, তাদের সন্তানরাও এ সুযোগ পাবেন। কেবল এ স্থায়ী বাসিন্দারাই জম্মু-কাশ্মীর সরকারের নন-গেজেটেড স্তরের লেভেল ফোর পর্যন্ত সব পদে আবেদন করতে পারবেন। লেভেল ফোর'র মধ্যে আছে কনস্টেবল ও জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের বাকি পদগুলোর জন্য সব ভারতীয় নাগরিকই আবেদন করতে পারবেন।

রাম মন্দির নির্মাণ শুরু

ভারতের উত্তর প্রদেশের শহর অযোধ্যায় ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ধ্বংস করা হয়েছিল ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। এ নিয়ে এ অঞ্চলে বহু বছর ধরেই হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। বিতর্কিত এ স্থান নিয়ে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়। অবশেষে ৯ নভেম্বর ২০১৯ এ বিতর্কিত জায়গায় রাম মন্দির তৈরির পক্ষেই চূড়ান্ত রায় দেয় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। মুসলিম পক্ষকে মসজিদ তৈরির জন্য অযোধ্যার মধ্যেই ৫ একর জমি দেয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিমকোর্ট। ১০ জুন ২০২০ শুরু হয় বিতর্কিত রাম মন্দির নির্মাণ। মোট ১২৫ ফুট উচ্চতার মন্দিরটি হবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী। মন্দিরের প্রথম তলা ১৮ ফুটের। সেখানে থাকবে রাম লালার মূর্তি। দ্বিতীয় তলা হবে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। এ দ্বিতীয় তলা 'রামের দরবার' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

নতুন জোট IPAC

৫ জুন ২০২০ বৈশ্বিক বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার ইস্যুতে চীনের উদীয়মান প্রভাব কমাতে আট দেশের আইনপ্রণেতারা একটি জোট গঠন করেন। এ জোটের নামকরণ করা হয়েছে Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC)। জোটের সদস্য দেশ হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেন ও নরওয়ে। IPAC'র নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কীভাবে করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখবে এ জোট।

আটলান্টিকে বিশুদ্ধতম বাতাস

পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ বাতাস খুঁজে পাওয়ার দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো *স্টেট* ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তারা জানান, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরের বায়ুমণ্ডলে বিশুদ্ধতম বাতাসের স্তর রয়েছে। বিজ্ঞানীরা আটলান্টিক মহাসাগরের বায়ো-অ্যারোসল কম্পোজিশন নিয়ে গবেষণা করেন। সেখানে তারা এমন একটি বায়ুমণ্ডলীয় অঞ্চলের সন্ধান পান, যেখানে মানুষের কর্মকাণ্ডের কোনো প্রভাব পড়েনি। গবেষণা প্রতিবেদনটি *প্রোসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

গ্রেটার নামে মাকড়সার নামকরণ

সুইডেনের কিশোরী জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থানবার্গের নামে নামকরণ করা হলো নতুন এক প্রজাতির মাকড়সার। মাদাগাস্কারে আবিষ্কার হওয়া এ হান্টম্যান মাকড়সার প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে *থুনবার্গ জেন ডট নভ*। জার্মান আবিষ্কারক পিটার জেগার এ নামকরণ করেন। আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে গ্রেটার চিন্তাধারাও আন্দোলনকে সম্মান জানাতেই এ নামকরণ করা হয় বলে জানান পিটার। শিকারি প্রজাতির মাকড়সাগুলো থেকে থুনবার্গা মাকড়সা একেবারেই আলাদা। এ প্রজাতির মাকড়সাগুলো জাল বোনে না। খাবারের জন্য শিকার করে।

জাপানে সবচেয়ে দামি আম

বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম পাওয়া যায় জাপানে। আর সেই আমের দামও আকাশছোঁয়া। দামের মতো এর স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। আমটির নাম 'তাইও নো তামাগো' মানে 'এগ অব দ সান'। অর্ধেক লাল ও অর্ধেক হলুদ এ প্রজাতির আমের চাষ হয় জাপানের মায়াজাকি অঞ্চলে। এ আমের ফলন হয় গরম ও শীতের মাঝে। ২০১ সালে এ প্রজাতির দুটি আমের নিলামে দা উঠেছিল ৩,৬০০ ডলার বা ২,৭২,০০০ টাকা প্রতিটি আমের ওজন ছিল ৩৫০ গ্রাম।

পতাকায় আগুন দিলে কারাদণ্ড

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) অথবা অন্য কোনো দেশের পতাকায় জনসমক্ষে আগুন দিলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাস করে জার্মানি। ১৪ মে ২০২০ দেশটির পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত এক ভোটাভুটিতে বিদেশি পতাকার অবমাননা করাকে জার্মানির পতাকাকে অবমাননার সমান বলে উল্লেখ করা হয়। পতাকায় আগুন দেয়া ছাড়াও পতাকা ছিঁড়ে ফেলা বন্ধেও প্রয়োগ করা হবে নতুন এ আইনটি। জার্মানিতে নাৎসিদের স্বস্তিকাসহ অন্য যেকোনো প্রতীক জনসমক্ষে আনার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আগে থেকেই।

নেপালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন

২০ জুন ২০২০ বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত আইনের একটি ধারায় পরিবর্তনের অনুমোদন দেয় নেপাল। দেশটিতে বহাল থাকা নাগরিকত্ব আইনের ৫.১ ধারায় বলা আছে, কোনো বিদেশি নারী নেপালি পুরুষকে বিয়ে করার সাথে সাথেই দেশটির নাগরিকত্বের যোগ্য হবেন। তবে বিদেশি পুরুষ নেপালি নারীকে বিয়ে করলে অন্তত ১৫ বছর সে দেশে থাকার পর নাগরিকত্বের যোগ্য হতে পারেন। কিন্তু নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হয়, কোনো বিদেশি নারী নেপালের কোনো পুরুষকে বিয়ে করার সাথে সাথে নয়, বরং সাত বছর পর দেশটির নাগরিকত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে বিদেশি পুরুষ নেপালি নারীকে বিয়ে করলে কী হবে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। ২৬ নভেম্বর ২০০৬ নেপালের বর্তমান নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়।

বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ

২১ জুন বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে দীর্ঘতম দিন। এ দিনটিকে কর্কটক্রান্তি দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালের এ দিনটিতে সংঘটিত হয় বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। বাংলাদেশ থেকেও দেখা গেছে আংশিক সূর্যগ্রহণ। আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর ইম্পফোন্ডো শহরে শুরু হয় এবারের সূর্যগ্রহণ। কেন্দ্রীয় গ্রহণ শুরু হয় দেশটির বোমা শহরে। সর্বোচ্চ গ্রহণ দেখা যায় ভারতের যোশীমঠ শহরে। কেন্দ্রীয় গ্রহণ শেষ হয় ফিলিপাইনের সামার শহরে। আর সূর্যগ্রহণ পুরোপুরি দেখা মিলে ফিলিপাইনের মিন্দানাও শহরে। তবে সারাবিশ্ব থেকে এ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়নি। বাংলাদেশ, চীন, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা গেলেও, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়ায়।

– বাংলাদেশ থেকে পরবর্তী সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে ২৫ অক্টোবর ২০২২।

EU-ভিয়েতনাম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

২০১২ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও ভিয়েতনামের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। চুক্তির নামকরণ করা হয় European Union Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)। কিন্তু নানা আইনি জটিলতায় কয়েক বছর ধরে EVFTA'র অগ্রগতি আটকে ছিল। শেষ পর্যন্ত ৩০ জুন ২০১৯ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইউরোপীয় পার্লামেন্টে চুক্তিটি অনুমোদন পায়। ৮ জুন ২০২০ ভিয়েতনামের পার্লামেন্ট মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অনুমোদন করে। ১ আগস্ট ২০২০ EVFTA কার্যকর হবে। সিঙ্গাপুরের পর আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাল ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি কর্মীদের ভিসা স্থগিত

করোনাভাইরাস মহামারি চলাকালে বিশেষ খাতগুলোতে কাজ করা বিদেশি কর্মীদের মার্কিন ভিসা প্রদান স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২২ জুন ২০২০ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ আদেশ জারি করেন। এ ভিসা স্থগিতাদেশ ২৪ জুন ২০২০ থেকে কার্যকর হবে, যা ২০২০ সালের শেষ পর্যন্ত চলবে। প্রেসিডেন্ট তার ঘোষণায় বলেন, দক্ষ বিদেশি কর্মীদের জন্য প্রদত্ত এইচ-১বি ভিসা এবং ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞ কর্মীদের জন্য এ-ভিসাসমূহ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। ল্যান্ডস্ক্যাপিং ও অন্যান্য শিল্পের জন্য এইচ-২বি মৌসুমি কর্মী ভিসাও স্থগিত করা হয়। তবে যাদের ইতিমধ্যে মার্কিন ভিসা রয়েছে এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, তারা এ স্থগিতাদেশের মধ্যে পড়বেন না।

কোরীয় উপকূলে পুনরায় উত্তেজনা

আবারো উত্তেজনা দেখা দিয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। বৈরী এ দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা ছড়ায় বেলুনের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা পিয়ংইয়ং বিরোধী প্রচারণা ও উস্কানিমূলক বার্তাকে কেন্দ্র করে। উত্তর কোরিয়ায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণা চালান একদল দক্ষিণ কোরীয় মানবাধিকারকর্মী। ৩১ মে ২০২০ তারা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বেলুনে করে লিফলেট পাঠান উত্তর কোরিয়ায়। সেখানে বিভিন্ন বার্তা, উত্তরের জনগনের জন্য সমবেদনা ও তাদের প্রতি সংহতির বার্তা ছিল। উত্তর কোরিয়া থেকে পলাতক অনেক মানবাধিকারকর্মীও এ কাজে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ থেকে আসা এমন উস্কানিমূলক বার্তার প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়াকে হুমকি প্রদান করে। দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সমস্ত সরকারি বন্ধন ছিন্ন করার ঘোষণা দেন কিম জং উন প্রশাসন। ১৪ জুন ২০২০ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের প্রভাবশালী বোন কিম ইয়ো জং দক্ষিণ কোরিয়াকে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দেন। এ হুমকি প্রদানের ৪৮ ঘণ্টা পর ১৬ জুন ২০২০ আন্তঃকোরীয় লিয়াজো অফিসটি বোমা মেরে গুড়িয়ে দেয় কিম জং উনের উত্তর কোরিয়া। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন সমর্থিক দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে উত্তর কোরিয়ার দ্বন্দ্ব এবং এর ফলে উত্তেজনা ছড়াতে শুরু হলে এক পর্যায়ে কিম তার প্রতিপক্ষদের সাথে সমঝোতায় রাজি হন। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের সাথে বৈঠকও করেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের এপ্রিলে উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী পানমুনজম গ্রামে যৌথ নিরাপত্তা এলাকায় দুই কোরীয় নেতা সমঝোতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে সে বছরের সেপ্টেম্বরে দুই কোরিয়ার সম্পর্ক উন্নয়নে লিয়াজো অফিসটি চালু হয়েছিল।

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H10N7 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ২০০৪ সালে; মিসরে

ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও নতুন ১৬৯ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ

২০ মে ২০২০ টানা ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভারত ও বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়ে গেল প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এতে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ১০০ জন, ঘরবাড়ি-গাছপালা ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে বহু এলাকায়। ২০০৪ সালে সদস্য দেশগুলোর প্রস্তাবিত নামের যে তালিকাটি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) দিয়েছিল আম্পান ছিল ৬৪তম, অর্থাৎ সর্বশেষ নাম। ফলে ২৮ এপ্রিল ২০২০ নতুন ১৬৯টি ঘূর্ণিঝড়ের নাম প্রকাশ করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় নামকরণের আদ্যোপান্ত

শুরুতে ঝড়ের নাম রাখার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হতো না। ১৯৪৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়াবিদরা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম দিতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে যে মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তার অববাহিকায় থাকা দেশগুলো নামকরণ করে। বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে আবহাওয়া সংস্থার (WMO) পাঁচটি আঞ্চলিক কমিটি। বর্তমানে ঐ আঞ্চলিক কমিটিসমূহ বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা নির্ধারণ করে। ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি আঞ্চলিক সংস্থা বা প্যানেলের একটি হচ্ছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific বা WMO/ESCAP প্যানেল, যার পোশাকি নাম Panel on Tropical Cyclones (PTC)। ২০০০ সালে ওমানে এ প্যানেলের ২৭তম বৈঠকে উত্তর ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ নিয়ে একটি ঐকমত্য হয়। ২০০৪ সালে Panel on Tropical Cyclones (PTC)-এর আটটি সদস্য দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) এ অঞ্চলে ঝড়ের নাম দেয়া শুরু করে। ঐ সময় দেশ প্রতি ৮টি করে নাম বাছাই করে মোট ৬৪টি ঝড়ের নাম চাওয়া হয়। নামকরণের বিষয়টি সমন্বয় করে ভারতের দিল্লির Regional Specialized Meterological Centre (RSMC)। RSMC দেশগুলোর কাছ থেকে নামের তালিকা চেয়ে থাকে। তালিকা পেলে দীর্ঘ সময় যাচাই-বাছাই করে সংক্ষিপ্ত তালিকা করে প্যানেলের কাছে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। এ প্যানেলের নামকরণে বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্যানেল সদস্যদের তালিকা হয় ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে। এজন্য বাংলাদেশ এ তালিকায় প্রথমে আছে। প্রত্যেক দেশ থেকে নামের তালিকা থেকে একটি করে নাম দিয়ে কলাম তৈরি করা হয়। এভাবে একটি কলাম শেষ হলে পরের কলাম থেকে নামকরণ করা হয়। ঝড় যেহেতু মৃত্যু ও ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত, তাই কোনো নাম দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয় না। ২০১৬ সালে WMO/ESCAP প্যানেলে যুক্ত হয় ইয়েমেন আর ২০১৮ সালে আরো ৪টি দেশ— ইরান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

নতুন ১৬৯ ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ

এবারের তালিকায় ১৩টি দেশ থেকে নতুন নাম চাওয়া হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২০ ১৩টি সদস্য দেশ থেকে ১৩টি করে মোট ১৬৯টি নতুন নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ তালিকার প্রথম ঘূর্ণিঝড় ছিল 'নিসর্গ'। ৩ জুন ২০২০ 'নিসর্গ' ভারতের মহারাষ্ট্র উপকূলে আঘাত হানে।

পরবর্তী ১২ ঘূর্ণিঝড়

নাম	দেশ
গতি (Gati)	ভারত
নিভার (Nivar)	ইরান
বুরেভি (Burevi)	মালদ্বীপ
তৌকতায়ে (Tauktae)	মিয়ানমার
ইয়াস (Yaas)	ওমান
গুলাব (Gulab)	পাকিস্তান
শাহীন (Shaheen)	কাতার
জাওয়াদ (Jawad)	সৌদি আরব
আসানি (Asani)	শ্রীলংকা
শীতরাঙ (Sitrang)	থাইল্যান্ড
মান্দুস (Mandous)	সংযুক্ত আরব আমিরাত
মোছা (Mocha)	ইয়েমেন

বাংলাদেশের দেয়া ২১টি নাম

- **২০০৪ সাল** : ৮টি— অনিল, অগ্নি, নিশা, গিরি, হেলেন, চপলা, অক্ষি ও ফণী।
- **২০২০ সাল** : ১৩টি— নিসর্গ, বিপর্যয়, অর্ণব, উপকূল, বর্ষণ, রজনী, নিশীথ, ঊর্মি, মেঘলা, সমীরণ, প্রতিকূল, সরোবর ও মহানিশা।

আম্পান

১৪ মে ২০২০ গভীর নিম্নচাপ থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আম্পান সৃষ্টি হয়। ২০ মে ২০২০ ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ ও দিঘায় বাংলাদেশ সময় বিকাল তিনটায় প্রথম আঘাত হানে। এরপর বিকাল চারটায় ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রভাগ সাতক্ষীরায় প্রবেশ করে।

নামকরণ : আম্পানের (Amphan) নামকরণ করে থাইল্যান্ড। থাই ভাষায় 'আম্পান' অর্থ স্বাধীন চিত্ত, শক্তি ও দৃঢ়তা।

ক্ষয়ক্ষতি

মোট ক্ষতি	১১০০ কোটি টাকা
ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	২৬টি
সেতু ও কার্লভার্ট	২০০টি
বাঁধ ভেঙেছে	১৩ জেলার ৮৪টি পয়েন্টে
ভাঙা বাঁধের দৈর্ঘ্য	৭.৫ কিলোমিটার
কৃষির ক্ষতি	১,৭৬,০০০ হেক্টর জমি
বোরোর ক্ষতি	১৭ জেলায়
ক্ষতিগ্রস্ত বোরোখেত	৪৭,০০০ হেক্টর
ক্ষতিগ্রস্ত আমবাগান	৭,৩৮৪ হেক্টর

বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H7N3 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ফেব্রুয়ারি ২০০৪; কানাডায়

সীমান্ত বিরোধ

ভারত-নেপাল

ভারত ও নেপালের মধ্যে ১,৬৯০ (১,০৫০ মাইল) কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বর্তমানে বিরোধের কেন্দ্রে থাকা ভূখণ্ড হলো— কালাপানি, লিমপিয়াধুরা ও লিপুলেখ।

সংকটের ইতিহাস

১ নভেম্বর ১৮১৪-৪ মার্চ ১৮১৬ পর্যন্ত অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে নেপাল হেরে যায়। ৪ মার্চ ১৮১৬ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নেপালের রাজা গিরবান যুব বিক্রম শাহ'র মধ্যে 'সাগাউলি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নেপালের ঐ সময়ের রাজা কালি (মহাকালি) নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত সব ভূখণ্ডের দাবি পরিত্যাগ করেন। কালি নদীর পূর্বদিকের কালাপানি, লিমপিয়াধুরা ও লিপুলেখ সমস্ত অঞ্চল নেপালেরই থেকে যায়। ১৮২৭ ও ১৮৫৬ সালে ঐ সময়ের ব্রিটিশ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রকাশিত মানচিত্রগুলোতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এসব এলাকা নেপালের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর ১৯২৩ নেপাল-ব্রিটিশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে নেপালকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ব্রিটেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে ৩১ জুলাই ১৯৫০ ইন্দো-নেপাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত লিপুলেখ পাসটি বন্ধ করে দিলে অধিকাংশ বাণিজ্য হতো টিঙ্কার পাস দিয়ে। ১৯৮৮ সালে ভারত স্থায়ী সীমান্ত মেনে চলতে রাজি হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ মহাকালি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মহাকালি নদীকে দুটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমানা বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৭ সালে যখন ভারত ও চীন উভয়ে লিপুলেখ পাসটি উন্মুক্ত করে দিতে সম্মত হয়, তখন নেপাল কালাপানি অঞ্চল নিয়ে বিরোধিতা শুরু করে।

বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত

২ নভেম্বর ২০১৯ ভারত নতুন একটি রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে, যেখানে বিতর্কিত ভূমি কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ ভারতীয় সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখানো হয়। সেই মানচিত্রের বিরোধিতা করে নেপাল। ভারত-নেপাল সম্পর্কে টানাপোড়নের মধ্যেই ৮ মে ২০২০ ভারতীয় রাজ্য উত্তরাখণ্ডের পিথাউরাগড়-লিপুলেখের মধ্যে সংযোগকারী ৮০ কিলোমিটার লম্বা পার্বত্য রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। নেপাল সরকার ঐ পার্বত্য রাস্তার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি তুলে প্রতিবাদ জানায়।

১৯ মে ২০২০ নেপালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশটির নতুন মানচিত্র তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২০ মে ২০২০ ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকা কালাপানি, লিমপিয়াধুরা ও লিপুলেখ এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে নেপাল। ভারতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ৩১ মে ২০২০ সেই নতুন Map Update Bill নেপাল আইনসভায় উত্থাপন করা হয়। ১৩ জুন ২০২০ দেশটির আইনসভার নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ এবং ১৮ জুন ২০২০ উচ্চকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বিলিতে নতুন মানচিত্র সম্বলিত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস হয়। পাসের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাতে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভান্ডারি। অনুমোদিত সংবিধান সংশোধনী বিল অনুযায়ী, নতুন এ মানচিত্র ও প্রতীকে এখন থেকে লিপুলেখ, কালাপানি এবং লিমপিয়াধুরা নেপালের ভূখণ্ড হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

চীন-ভারত

১৬ জুন ২০২০ ভারত-চীন সীমান্তরেখা Line of Actual Control (LAC)-এ সড়ক নির্মাণকে কেন্দ্র করে দেশ দুটি রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শুধু মুখোমুখি অবস্থান বললে ভুল হবে, হাতাহাতি ও পাথর ছোঁড়াছুড়ি এমনকি সেনাদের মধ্যে নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। ভারত অভিযোগ করে, চীনা সেনারা ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। আর চীনের অভিযোগ, ভারতের আচরণ উসকানিমূলক।

সংকটের ইতিহাস

ভারত বহুদিন থেকেই দাবি করে আসছে চীন কাশ্মীরের ৩৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে রেখেছে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ময়দান ছিল এটি। যুদ্ধের সময় চীন 'আকসাই চিন' অংশে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। আকসাই চিন ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের লাদাখের অংশ ছিল। ১৯৬৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী, এ অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহার না করার শর্ত ছিল। এরপর সমঝোতার ভিত্তিতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার (LAC) ওপর ভিত্তি করে এ এলাকাটি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সংকট নিরসনে বহুবার দুই পক্ষ বসেছে। তবে কোনো সমাধান আসেনি। যদিও এ সীমান্তে ২০ অক্টোবর ১৯৭৫ সর্বশেষ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় অরুণাচল প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহলরত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছিল চীন।

বর্তমান বিরোধের নেপথ্যে

৫ মে ২০২০ চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার গলওয়ান উপত্যকায় ভারতের রাস্তা নির্মাণে বাধা দেয়। চার দিন পর ৯ মে ২০২০ সিকিম-তিব্বত সীমান্তের নাকুলায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে দুই দেশের সেনারা। দুই সেক্টরেই দুই দেশের সেনারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। ঢিল ছোঁড়াছুড়িও চলে। ১৬ জুন ২০২০ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারত ও চীন সেনাদের সাথে রক্তাক্ত সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২৫ জন সেনা নিহত হয়। এ সংঘর্ষে হতাহতের বিষয়টি ভারতীয় পক্ষ থেকে স্বীকার করে দাবি করা হয়, চীনের বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হয়েছেন। তবে চীন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। দুই পক্ষ থেকেই নিশ্চিত করা হয়, সংঘর্ষে একটি গুলিও চলেনি। পাথর ও রড নিয়ে দুই পক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

F-3 বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা'র H9N2 ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ডিসেম্বর ২০০৯; হংকং-এ

উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি প্রত্যাহার

কালিনিন্গ্রাদ শহরের উপর দিয়ে রাশিয়া সকল ফ্লাইট নিষিদ্ধ করার পর ৪ মার্চ ২০২০ মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্ক এসপার রাশিয়ার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ২১ মে ২০২০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার বিরুদ্ধে চুক্তিটির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে।

২৪ মার্চ ১৯৯২ ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে ২৫টি দেশ উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো পরস্পরের আকাশসীমায় নিরস্ত্র পর্যবেক্ষণ চালাতে এ চুক্তি করে। ৩ নভেম্বর ১৯৯৩ মার্কিন সিনেট চুক্তিটি অনুমোদন করে। ২ নভেম্বর ২০০১ রাশিয়া ২০তম দেশ হিসেবে চুক্তিটি অনুমোদন করে। ১ জানুয়ারি ২০০২ উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি কার্যকর হয়। বর্তমানে উন্মুক্ত আকাশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ ৩৬টি। এর মধ্যে ৩৫টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করে।

মহাকাশযান পরিচালনার নেতৃত্বে প্রথম নারী

প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মনুষ্যবাহী মহাকাশযান (হিউম্যান স্পেসফ্লাইট) পরিচালনার নেতৃত্ব দেবেন এক নারী। নাসার হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড অপারেশন্স (HEO) মিশনের প্রধান হিসেবে কাথি লুয়েডার্সকে নিয়োগ দেয়ার পর এ ইতিহাস তৈরি হয়। ১২ জুন ২০২০ নাসার প্রধান জিম ব্রাইডেনস্টাইন টুইটারে এ নিয়োগের ঘোষণা দেন। ২০২৪ সালে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে HEO পরিচালনার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে নাসায় যোগদান করেন লুয়েডার্স। ৩০ মে ২০২০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের একটি মহাকাশযানে দুজন মহাকাশচারীকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

বিমানবাহিনীর প্রধান পদে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ

৯ জুন ২০২০ মার্কিন সিনেটে জেনারেল চার্লস ব্রাউন জুনিয়রকে ইউএস এয়ারফোর্সের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর প্রধান পদে প্রথমবারের মতো কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়োগ দেয়া হয়।

ভবিষ্যতের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর একটি বিমানের সাথে পাল্লা দেবে একটি অত্যাধুনিক চালকবিহীন স্বয়ংক্রিয় বিমান। ২০২১ সালে এ মহড়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। এ প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে কোনো পাইলট ছাড়াই যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা যাবে।

ইরাকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন

ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নিশানা হওয়া ইরাকের আল-আসাদ ও ইরবিল সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন সেনাদের সুরক্ষায় সম্প্রতি বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধব্যবস্থা 'প্যাট্রিয়ট' মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র।

প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র : প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাটি ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাডার ও ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী ইন্টারসেপ্টর রয়েছে প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষাব্যবস্থায়। প্যাট্রিয়ট (MIM-104) একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এটি সব আবহাওয়াতে আকাশ থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্য কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোকাবিলা করতে পারে। এ আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থাটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, গ্রিস, ইসরাইল, জাপান, কুয়েত, নেদারল্যান্ডস, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ড, সুইডেন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, রোমানিয়া, স্পেন এবং তাইওয়ান ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধের (২০ মার্চ ২০০৩-১৮ ডিসেম্বর ২০১১) সময় এটি ব্যবহার করে। তখন তা কুয়েতে স্থাপন করা হয়েছিল।

আলোচিত দুই গ্রন্থ

■ ***The Room Where It Happened : A White House Memoir***

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন রচিত আত্মজীবনী। মোড়ক উন্মোচন ২৩ জুন ২০২০। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশের অভিযোগ এনে বইটির প্রকাশ বন্ধে আদেশ চেয়ে ১৬ জুন ২০২০ এক মামলায় আবেদন করে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু ২০ জুন ২০২০ আদালত ঐ আবেদন নাকচ করে দেন।

■ ***Too Much and Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man***

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাতিজি ম্যারি এল ট্রাম্প রচিত স্মৃতিকথা/আত্মজীবনী। ২৮ জুলাই ২০২০ প্রকাশিতব্য এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে— 'হয় খুব বেশি, নয়তো খুব কম : আমার পরিবার থেকে কীভাবে তৈরি হলো বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এক মানুষ'। চাচা সম্পর্কে নানা কেচ্ছা-কাহিনিতে গ্রন্থটি ভরপুর থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। ম্যারি ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্টের বড় ভাই ফ্রেড ট্রাম্প জুনিয়রের মেয়ে। ফ্রেড ট্রাম্প ১৯৮১ সালে ৪২ বছর বয়সে মারা যান।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকাণ্ড বিক্ষুব্ধ বিশ্ব

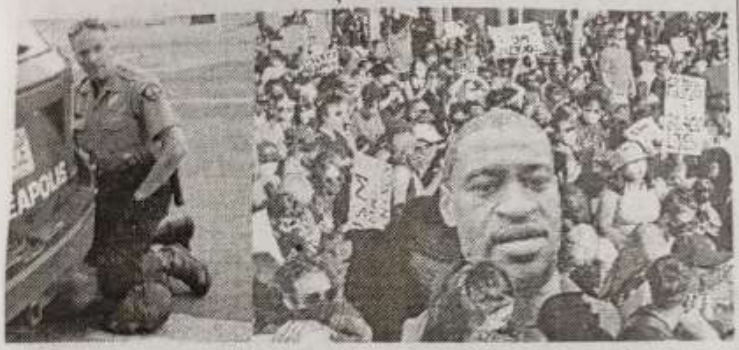

বিক্ষুব্ধ বিশ্ব

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকে ঘিরে ক্ষোভের আগুন থেকে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নতুন করে বিক্ষোভে ফুসে উঠে বিশ্বের মানুষ। বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাস সতর্কতা উপেক্ষা করে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীরা Black Lives Matter আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এক হাঁটু গেড়ে বসে প্রতিবাদ জানায়। এছাড়া বিশ্বজুড়ে বিতর্কিত, দাসব্যবসায়ী, শ্রমিক শোষণকারী রাজনীতিক ও ব্যক্তিদের ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলে বিক্ষোভকারীরা। জর্জের আট বছর বয়সী মেয়ে এ প্রসঙ্গে বলে যে, তার বাবা পুরো দুনিয়া বদলে দিয়েছে।

২৫ মে ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ কর্মকর্তার হাতে নৃশংসভাবে খুন হন জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১২ জুন ২০২০ জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা পেছন থেকে গুলি করে রেশার্ড ব্রুকস নামের আরেক কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করেন, যা বিক্ষোভকে আরও উসকে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নতুন করে আন্দোলন। Black Lives Matter'র ব্যানারে হওয়া এসব বিক্ষোভ ও জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর ঘটনা তুলে ধরা হলো এ আয়োজনে।

জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড

২৫ মে ২০২০ মিনিয়াপোলিসের এক দোকান কর্মচারী ৯১১-এ কল দিয়ে পুলিশকে জানায় তার দোকানে সিগারেটের বিল হিসেবে ২০ ডলারের একটি জাল নোট দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ একজন লোক। লোকটি মাতাল ছিল। তাকে বলা সত্ত্বেও সিগারেটের বিলের জাল নোটটি বদলে দেয়নি এবং লোকটি এখনও পার্কিং লটে গাড়িতে বসে আছে। ফোনে এ তথ্য পেয়ে পুলিশ পার্কিংয়ে এসে জর্জ ফ্লয়েডকে গাড়িতে পায়। তারপর তাকে জাল নোট রাখার অভিযোগে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধরে নিয়ে যায়। ফ্লয়েড কোনো ধরনের প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। তারপর তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নেয়া হয়। একপর্যায়ে তাকে রাস্তায় ফেলে ঘাড়ের ওপর হাঁটু চেপে ধরে টহলরত চার শ্বেতাঙ্গ পুলিশের একজন ডেরেক শভিন। তিনি ৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড ধরে ফ্লয়েডের ঘাড় হাঁটু দিয়ে চেপে রাখেন। এর ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান ফ্লয়েড। এ সময় পুরোপুরি নিরস্ত্র ও হাতকড়া পরিহিত ফ্লয়েড চিৎকার করে বলছিলেন, I can't breathe— আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র

য়েড হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে রাজপথে নেমে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মিনিয়াপোলিসবাসী। াৎক্ষণিকভাবে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত পুলিশ দস্যদের গ্রেপ্তার করা হলেও জনতার ক্ষোভ মানো সম্ভব হয়নি। উল্টো এ ক্ষোভ বর্ণবাদবিরোধী ক্ষোভে রূপ নেয়। Balck Lives Matter'র ানারে সংগঠিত এ বিক্ষোভ পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির শত শত শহরে বর্ণবাদবিরোধী ঐ বিক্ষোভ সহিংস রূপ ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পর মার্কিন আধাসামরিক বাহিনী নিজ দেশের অভ্যন্তরে প্রথমবারের মতো বিক্ষোভ দমনে নিয়োজিত হয়। এরই মধ্যে ১২ জুন ২০২০ জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা পেছন থেকে গুলি করে রেশার্ড ব্রুকস নামের আরেক কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করেন, যা বিক্ষোভকে আরও উসকে দেয়।

Black Lives Matter

Black Lives Matter (BLM) বা কৃষ্ণাঙ্গরাও মানুষ হলো এক ধরনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলন, যা আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত। এটা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি সহিংসতা এবং পদ্ধতিগত বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। বিএলএম নিয়মিতভাবে কালো মানুষদের পুলিশি হত্যার বিরুদ্ধে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় বর্ণবাদী প্রোফাইলিং, পুলিশের বর্বরতা এবং বর্ণবৈষম্যের মতো বিস্তৃত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

২০১৩ সালে আফ্রিকা-আমেরিকান কিশোরী ট্রেভন মার্টিনের মৃত্যুর ঘটনায় জর্জ জিমারম্যানকে খালাস দেয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় Black Lives Matter হ্যাশট্যাগটি ব্যবহার করে এ আন্দোলন শুরু হয়। দু'জন আফ্রিকান-আমেরিকান ২০১৪ সালে মৃত্যুর পরে এ আন্দোলনটি জাতীয়ভাবে রাস্তার বিক্ষোভের জন্য স্বীকৃতি লাভ করে। জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন এ আন্দোলন জাতীয় শিরোনামে ফিরে আসে।

জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষকরা আখ্যায়িত করেছেন Racism and Racial Terrorism Has Fueled Nationwide Anger হিসেবে। আরেক বিশ্লেষক উইলিয়াস রিভার্স পিট এ আন্দোলনকে একটি 'বিপ্লবের' সাথে তুলনা করেন। এক ধরনের Colour Revolution'র কথাও বলেন কেউ কেউ।

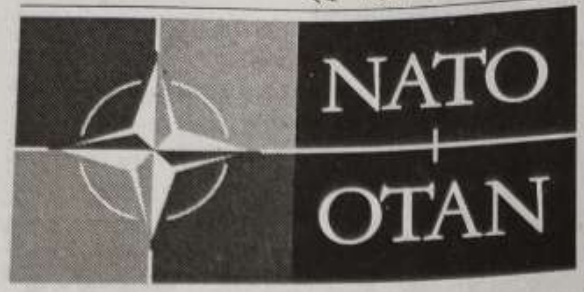

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া নিয়ে গঠিত একটি সামরিক সহযোগিতা জোট হলো NATO। এটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক জোট। ২৭ মার্চ ২০২০ উত্তর মেসিডোনিয়া NATO'র ৩০তম সদস্যপদ লাভ করে। এর মাধ্যমে সাবেক যুগোস্লাভিয়া ভেঙে গঠিত ৭টি দেশের মধ্যে ৪টি দেশই ন্যাটোতে যোগ দিলো। অন্য তিনটি দেশ হলো ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো ও স্লোভেনিয়া।

NATO'র সদস্য এখন ৩০

৩০তম সদস্য উত্তর মেসিডোনিয়া

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ যুগোস্লাভিয়ার একটি অংশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজেদের নাম রাখে মেসিডোনিয়া। কিন্তু দক্ষিণের প্রতিবেশী দেশ গ্রিস তাতে আপত্তি জানায়। কারণ, গ্রিসেও মেসিডোনিয়া নামের একটি অঞ্চল রয়েছে। দুটি দেশের পক্ষ থেকেই মেসিডোনিয়া নামটি তাদের বলে দাবি করা হয়। গ্রিসের উত্তরাঞ্চলীয় একটি রাজ্যের নাম মেসিডোনিয়া। আবার দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী দেশের নামও মেসিডোনিয়া। গ্রিকদের দাবি, মেসিডোনিয়া নামটি শুধুই তাদের। এ নামে অন্য কোনো দেশ হতে পারে না। নাম নিয়ে বিবাদের জেরে মেসিডোনিয়ার NATO'র সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভেটো দিয়ে আসছিল গ্রিস। দীর্ঘ ২৭ বছরের বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ১৭ জুন ২০১৮ ঐতিহাসিক সমঝোতায় পৌঁছে গ্রিস ও মেসিডোনিয়া। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মেসিডোনিয়ার নাম বদলে Republic of North Macedonia বা উত্তর মেসিডোনিয়া করা হয়। এর আগে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মেসিডোনিয়া NATO'র প্রটোকল স্বাক্ষর করে। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রথম দেশ হিসেবে গ্রিসের পার্লামেন্ট মেসিডোনিয়ার স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুমোদন করে। ১৯ মার্চ ২০২০ স্পেন ২৯তম বা সর্বশেষ দেশ হিসেবে ঐ প্রটোকল অনুমোদন করলে ২৭ মার্চ ২০২০ উত্তর মেসিডোনিয়া NATO'র ৩০তম সদস্যপদ লাভ করে।

সদস্যপদ লাভের পরিক্রমা

ক্যাটাগরি	তারিখ
Partnership for Peace-এ যোগদান	১৫ নভেম্বর ১৯৯৫
সদস্যপদ লাভের কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা	১৯ এপ্রিল ১৯৯৯
ন্যাটোয় যোগ দেয়ার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ	১১ জুলাই ২০১৮
প্রটোকল সমর্থন	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
চুক্তি কার্যকর	১৯ মার্চ ২০২০
সদস্যপদ লাভ	২৭ মার্চ ২০২০

NATO

৪ এপ্রিল ১৯৪৯ ইউরোপের ১০টি দেশ (বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্য) এবং উত্তর আমেরিকার ২টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) মিলে গঠিত হয় NATO। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের স্বাধীনতা অখণ্ডতা বজায় রাখাই ছিল এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। চুক্তির পঞ্চম অনুচ্ছেদে সংগঠনটির মূল নীতিতে বলা আছে যে, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সংগঠনভুক্ত কোনো সদস্য দেশ বা দেশসমূহের ওপর অন্য কোনো দেশ সামরিক হামলা করলে তা সংগঠনের সকল সদস্যের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি এমন কোনো হামলা হয় তাহলে জাতিসংঘ চার্টারের ৫১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, একক অথবা সংঘবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবিলা করা হবে। প্রয়োজনে সামরিক হামলা চালানো হবে এবং উত্তর আটলান্টিকের দেশসমূহের নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে।

অন্যদিকে ১৪ মে ১৯৫৫ প্রধানত পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে ন্যাটোবিরোধী ওয়ারশ সামরিক জোট (Warshaw Treaty Organization) গঠন করে। যদিও জোটটি ১ জুলাই ১৯৯১ বিলুপ্ত করা হয়। এ জোটের সদস্য দেশ আলবেনিয়া, জার্মানি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভেকিয়া), হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও রোমানিয়া বর্তমানে ন্যাটোভুক্ত হয়েছে।

FACT BOX

পূর্ণরূপ : North Atlantic Treaty Orgnization। প্রতিষ্ঠা : ৪ এপ্রিল ১৯৪৯। সদর দপ্তর : ব্রাসেলস, বেলজিয়াম। প্রতিষ্ঠাকালীন সদর দপ্তর ছিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। ১৯৫২ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে স্থানান্তর করা হয় ১৯৬৭ সালে ব্রাসেলসে স্থানান্তরিত করা হয়। সংস্থার প্রধান : মহাসচিব। মেয়াদকাল : ৪ বছর। ন্যাটোভুক্ত মুসলিম দেশ : ২টি— আলবেনিয়া, তুরস্ক। মহাদেশভিত্তিক ন্যাটোর বর্তমান সদস্য বিন্যাস : এশিয়ার ১ (তুরস্ক), উত্তর আমেরিকার ২টি (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) এবং ইউরোপের ২৭। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ২৭টি দেশের ২২টি দেশ ন্যাটোর সদস্য সদস্য নয় ৫টি দেশ— অস্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, ফিনল্যান্ড, মাল্টা এবং সুইডেন।

মহাসচিব

প্রথম মহাসচিব : জেনারেল হাসটিং লিওনেল ইসমে (যুক্তরাজ্য); ২৪ মার্চ ১৯৫২-১৬ ১৯৫৭। বর্তমান মহাসচিব : জেনস স্টলেনবার্গ (নরওয়ে); ১ অক্টোবর ২০১৪-বর্তমান

ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : গ্রিস ও তুরস্ক। ৮ মে ১৯৫৫ : জার্মানি। ৩০ মে ১৯৮২ : স্পেন। ১২ মার্চ ১৯৯৯ : চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড। ২৯ মার্চ ২০০৪ : বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া ও লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া ও স্লোভেনিয়া। ১ এপ্রিল ২০০৯ : আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া। জুন ২০১৭ : মন্টিনিগ্রো। ২৭ মার্চ ২০২০ : উত্তর মেসিডোনিয়া।

NAFTA এখন USMCA

১ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকর ত্রিদেশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)। এ চুক্তির মধ্যদিয়ে অচল দুই দশকের উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি NAFTA। মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

NAFTA থেকে USMCA

২০১৬ সালে ৫৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারণার সময় বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, মেক্সিকো ও কানাডার সাথে করা ত্রিদেশীয় চুক্তি (NAFTA) থেকে যুক্তরাষ্ট্র ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে NAFTA আধুনিকায়ন করবেন। আর যদি তা আধুনিকায়ন না হয়, তাহলে তিনি NAFTA বাতিল করে দিবেন। ২০ জানুয়ারি ২০১৭ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের সাথে করা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি থেকে সরে আসার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। ১৮ মে ২০১৭ NAFTA থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দেন। এরপর তিনি চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে এক ধরনের মোটা অঙ্কের শুল্ক আরোপের মাধ্যমে বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা করেন, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন একটি গোলযোগের কারণ হয়ে ওঠে। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য রক্ষায় তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসে NAFTA'র অন্য দুই দেশ মেক্সিকো ও কানাডা।

দীর্ঘ এক বছরের আলোচনা শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিজের দাবি অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যায্য হিস্যা আদায় করে খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করেন। চুক্তিটির নামকরণ করা হয় United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)। মূল উদ্দেশ্য শ্রমিকদের অধিকার উন্নত করতে ও পেটেন্টের অধিকার বাতিলের মাধ্যমে জৈবিক ওষুধের দাম কমানোর মাধ্যমে সিকি-শতাব্দীর পুরানো NAFTA চুক্তি নবায়ন। আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী জি২০ সম্মেলনের প্রথম দিন ৩০ নভেম্বর ২০১৮ USMCA স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত ছিল, তিন দেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করলে চুক্তিটি কার্যকর হবে। ১৯ জুন ২০১৯ মেক্সিকোর আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে অনুমোদিত হয়।

কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তা চূড়ান্ত বা চুক্তি হিসেবে পাস হতে পারেনি। বিশেষত ভোটাভুটির আগে শ্রম ও পরিবেশগত বিষয়গুলোয় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে ডেমোক্র্যাটদের দাবির মুখে তখন সমঝোতাটি চুক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। এরপর ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ মেক্সিকো সিটিতে তিন দেশের মধ্যে সংশোধিত USMCA স্বাক্ষরিত হয়।

USMCA

- চুক্তির ধরন : মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement)।
- অন্তর্ভুক্ত দেশ : কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র।
- USMCA : United States-Mexico-Canada Agreement।
- খসড়া চূড়ান্ত : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- স্বাক্ষর : ৩০ নভেম্বর ২০১৮ (বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা)।
- সংশোধিত স্বাক্ষর : ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ (Mexico City, Mexico)।
- কার্যকর : ১ জুলাই ২০২০।
- মেয়াদকাল : ১৬ বছর (তবে নবায়নযোগ্য)।

অনুমোদন ও কার্যকর

১২ ডিসেম্বর ২০১৯ মেক্সিকোর আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে সংশোধিত USMCA অনুমোদিত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে এবং ১৬ জানুয়ারি ২০২০ উচ্চকক্ষ সিনেটে USMCA আইন সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন করে। ২৯ জানুয়ারি ২০২০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প United States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act এ স্বাক্ষর করেন। ১৩ মার্চ ২০২০ কানাডার আইনসভার নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্স অনুমোদন করলে চুক্তির কার্যকর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৩ এপ্রিল ২০২০ কানাডা ও মেক্সিকো চুক্তি কার্যকরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করে। এরপর ১ জুলাই ২০২০ USMCA কার্যকর হয়।

অচল NAFTA

১৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ত্রিদেশীয় উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (North American Free Trade Agreement-NAFTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং ১ জানুয়ারি ১৯৯৪ তা কার্যকর হয়। চুক্তির আওতায় উক্ত তিন দেশের মধ্যে প্রায় সব শিল্প, কৃষিপণ্য ও সেবাসামগ্রী অবাধ শুল্কবিহীনভাবে যতখুশি আমদানি ও রপ্তানি করার সুযোগ রাখা হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর অসম বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে নতুন করে চুক্তির ধোঁয়া তোলেন।

জাতিসংঘ সংবাদ

UNGA

ভার্চুয়াল অধিবেশন

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ১০ জুন ২০২০ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট তিজজানি মুহাম্মদ-বান্দে এ ঘোষণা দেন। ৭৫তম এ অধিবেশনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের পূর্বের রেকর্ড করা বক্তৃতা দিয়ে পরিচালিত হবে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর কাছে তিজজানি মুহাম্মদ-বান্দের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, এখন পর্যন্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে সাধারণ আলোচনার তারিখ নির্ধারিত রয়েছে, যাতে বিশ্ব নেতাদের আগে থেকে রেকর্ডকৃত ভাষণ সম্প্রচার করা হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কোনো মন্ত্রী বা জাতিসংঘ দূতের পূর্ব প্রচারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ভাষণ অধিবেশন শুরুর কমপক্ষে পাঁচ দিন আগে অবশ্যই জাতিসংঘে পাঠাতে হবে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের হল মঞ্চে থেকে ভাষণ সম্প্রচার বা পাঠ করা হবে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন কখনো বাতিল করা হয়নি। তবে, তা দু'বার স্থগিত করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ যুক্তরাষ্ট্রে হামলার কারণে একবার এবং আর্থিক সংকটের কারণে ১৯৬৪ সালে আরেক বার।

নতুন প্রেসিডেন্ট

১৭ জুন ২০২০ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তুরস্কের কূটনীতিক ভোলকান বোজকার। তিনি গোপন ব্যালট ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। জাতিসংঘের ইতিহাসে এ প্রথম কোনো তুর্কি কূটনীতিক এ পদে নিযুক্ত হন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তিনি এক বছর মেয়াদে ৭৫তম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

- নাম : ভোলকান বোজকার।
- জন্ম : ২২ নভেম্বর ১৯৫০।
- তুরস্কের ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিষয়ক মন্ত্রী : ২৯ আগস্ট ২০১৪-২৮ আগস্ট ২০১৫ ও ২৪ নভেম্বর ২০১৫-২৪ মে ২০১৬।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের স্থায়ী প্রতিনিধি : ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫-২১ অক্টোবর ২০০৯।
- রোমানিয়ায় তুরস্কের রাষ্ট্রদূত : ২৩ আগস্ট ১৯৯৬-১৭ আগস্ট ২০০০।

UNSC

জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার অন্যতম একটি নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC), যার অপর নাম স্বস্তি পরিষদ। ১৯৪৬ সালে ১১টি সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হলেও ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ সনদ সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য দেশগুলো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দুই বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয়, (উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১৫তে উন্নীত করার পর সনদ অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনে অতিরিক্ত চারটি সদস্যের মধ্যে দুটি ১ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল)। কোনো বিদায়ী অস্থায়ী সদস্য আশু পুনরায় নির্বাচনের জন্য যোগ্য হয় না। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন। যাদেরকে সর্বদা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হয়।

নতুন সদস্য

প্রতি বছর ১০টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৫টি সদস্যের মেয়াদ শে হয়। তাদের স্থলে নির্বাচিত হয় ৫টি নতুন দেশ। ১৭ জুন ২০২০ নতুন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়— ভারত, মেক্সিকো, আয়ারল্যান্ড নরওয়ে। কিন্তু আফ্রিকা অঞ্চল থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেতে ব্যর্থ হয় প্রতিদ্বন্দ্বী জিবুতি কেনিয়া। ফলে ১৮ জুন ২০২০ দ্বিতীয় দফা ভোটে কেনিয়া সদস্য নির্বাচিত হয়। নতুন নির্বাচিত পাঁচ সদস্য ১ জানুয়ারি ২০২১-৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, বেলজিয়াম ও জার্মানির স্থলাভিষিক্ত হবে।

- ভারত এর আগে আরও সাতবার নিরাপত্তা পরিষদের (UNSC) অস্থায়ী সদস্য হয়েছিল—১৯৫০-৫১, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯১-৯২ ও ২০১১-১২ সালের জন্য।

ECOSOC

জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গসংস্থার অন্যতম একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)। প্রথমে এ পরিষদের সদস্য ১৮ থাকলেও ১৯৬৫ সালে ২৭ এবং ১৯৭৩ সালে ২৭ থেকে ৫৪ করা হয়। পরিষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে; প্রতিটি সদস্যের রয়েছে একটি করে ভোট এবং একজন প্রতিনিধি। অঞ্চলভিত্তিক সদস্য— আফ্রিকা ১৪, এশিয়া ১১, পূর্ব ইউরোপ ৬, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য ১৩।

নতুন সদস্য

প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অর্থাৎ ১৮টি সদস্যের মেয়াদ শে হয়। ১৭ জুন ২০২০ নির্বাচিত হয় নতুন ১৮টি দেশ— আজেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, বলিভিয়া, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গুয়েতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মাদাগাস্কার, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পর্তুগাল, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য ও জিম্বাবুয়ে।

মহামন্দার কথকতা

করোনা নামের ভাইরাস পুরো দুনিয়ার আর্থ-সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে বদলে দিয়েছে। এ ভাইরাসে দুনিয়াজুড়ে কোটি মানুষ আক্রান্ত, আর মৃত্যুর সংখ্যাও লাখ লাখ। করোনা আতঙ্কে মানুষ চলাচল থেকে পণ্য পরিবহন— স্থবির গোটা বিশ্ব। এ সর্বনাশা অবস্থার দুটো পর্যায়। প্রথম পর্যায় চলমান মহামারি। আর এর পরেই সামনে আসছে দ্বিতীয় পর্যায় বৈশ্বিক মহামন্দা। এর সূচনা ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে।

মন্দা ও মহামন্দা

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা বা মহামন্দা নতুন কোনো ঘটনা নয়। যুগে যুগে মন্দা কিংবা মহামন্দার অভিঘাতে দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে বিশ্বের মানুষ। এক সময় তা কেটে গিয়ে আবারও স্থিতিশীল হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির অঙ্গন। তবে মন্দা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু মহামন্দার দেখা মেলে কদাচিৎ।

মন্দা কী?

অর্থনীতির ভাষায় দীর্ঘ সময় ধরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধীর গতি অথবা বাণিজ্যিক সংকোচনকে মন্দা (Recession) বলা হয়। মন্দার সময় বৃহৎ অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ধরন একই রকম থাকে। এ সময় মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, পারিবারিক আয়, ব্যবসায়িক লাভ এবং মুদ্রাস্ফীতি কমে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বেড়ে যায়।

সরকার নানা প্রকার সম্প্রসারণমূলক কাজকর্ম যেমন— বৃহদাকার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে, টাকার যোগান বৃদ্ধি করে, সরকারি খরচ বৃদ্ধি করে এবং করের পরিমাণ কমিয়ে মন্দার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। সর্বশেষ ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা হয়েছিল, তাতে বহু প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছিল।

মহামন্দা কী?

১৯২৯-১৯৩৯ সালে সংঘটিত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের নাম হলো মহামন্দা (Great Depression)। এটি ছিল বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ সময়ব্যাপী ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী মন্দা।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারে ধসের মধ্য দিয়ে এই মন্দা শুরু হয়। ২৯ অক্টোবর ১৯২৯ এ খবর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজারে ছড়িয়ে পড়ে। এক দিনেই স্টক মার্কেটে শেয়ারের দাম হু হু করে কমে যায়। আতঙ্কিত হয়ে লোকেরা এক দিনেই ১ কোটি ৬০ লাখ শেয়ার বিক্রি করে দেয়। দিনটা ছিল মঙ্গলবার। এ দিনটি ইতিহাসে কালো মঙ্গলবার (Black Tuesday) নামে জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৩২ সালের দিকে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচজনে একজন কাজ হারায়। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ১৫% হ্রাস পায়। ব্যক্তিগত আয়, কর, মুনাফা ও মূল্যমানের ব্যাপক পতন ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ৫০% কমে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ২৫% বেড়ে যায় এবং কিছু কিছু দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩%। অনেক দেশে নির্মাণকাজ একরকম বন্ধই ছিল। কৃষক সম্প্রদায় ও গ্রামের মানুষ বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল কারণ শস্যের মূল্য ৬০% নেমে এসেছিল। ১৯৩৯ সালে কিছু দেশের অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় আসলেও অনেক দেশের অর্থনীতিতে মহামন্দার প্রভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ছিল।

যেভাবে মহামন্দা মোকাবিলা

৪ মার্চ ১৯৩৩ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ৩২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চার দিনের জন্য ব্যাংকগুলো বন্ধ করে দেন। ঘোষণা করেন ১০০ দিনের আপৎকালীন কর্মসূচি। আমানতকারীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ১৬ জুন ১৯৩৩ প্রতিষ্ঠা করেন ফেডারেল ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন। ৬ জুন ১৯৩৪ পুঁজিবাজারে অনিয়ম ঠেকানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। তিনি আরও কতগুলো ফুগান্তকারী কাজ হাতে নেন, যা New Deal নামে পরিচিত। এর মধ্যে ছিল টেনেসি ভ্যালি অথরিটি। এর আওতায় তৈরি হয় বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।

কর্মসংস্থান তৈরির জন্য চালু করেন Work Projects Administration। এর মাধ্যমে পরবর্তী আট বছরে ৮৫ লাখ লোক স্থায়ী চাকরি পায়। সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৫ সালে মার্কিন কংগ্রেসে পাস হয় ঐতিহাসিক Social Security Act। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো চালু হয় বেকার ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য পেনশন। এভাবে তিনি মহামন্দা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

মন্দা বোঝার উপায়?

চাহিদা কমে যাওয়া, উৎপাদনে অতিমন্দা, বেকারত্ব অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া, আর্থিক সংকট, মুদ্রা সংকট এবং প্রবল ঋণ সংকট। এসবই চরম অর্থনৈতিক সংকটের লক্ষণ।

আর্থিক মন্দার প্রভাব

আর্থিক মন্দার প্রভাবে যা ঘটে—দেউলিয়া। ঋণ সংকোচন। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস। সময়সীমার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ। কর্মহীনতা।

HIV ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯২০ সালে

এবার কৃত্রিম লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। এ রক্তকণিকার একটি বিশেষ গুণ স্থিতিস্থাপকতা। এজন্য খুবই সরু রক্তনালি দিয়ে চলাচলের সময় এর আকার সংকুচিত হলেও ফের স্বাভাবিক আকার ফিরে পায়। এটি দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় এ গুণ ধরে রাখতে পারে। এবার বিজ্ঞানীরাও সম্পূর্ণ কৃত্রিম লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সফল হয়েছেন, যার রয়েছে উপরোক্ত প্রাকৃতিক গুণ। যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির বিজ্ঞান সাময়িকী *এসিএস ন্যানো*তে এরই মধ্যে এ গবেষণা নিবন্ধ ছাপা হয়।

বিজ্ঞানী ওয়েই ঝু, সি. জেফ্রি ব্রিঙ্কার এবং তাদের সহযোগী গবেষকরা দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর এ সফলতা লাভ করেন।

বহু রোগের এক ভ্যাকসিন

বিশ্বব্যাপী সংক্রামক রোগের একটা বড় ক্ষেত্র হলো মশাবাহিত রোগজীবাণু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, শুধু ম্যালেরিয়াতেই প্রতি বছর ৪ লাখ মানুষ মারা যান। এছাড়া মশাবাহিত ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা, ইয়োলো ফিভার, মায়ারো ভাইরাসের কারণেও প্রতি বছর অনেক মানুষ প্রাণ হারান। মশাবাহিত এসব রোগের জন্য আজ পর্যন্ত কার্যকর কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগের ক্লিনিক্যাল

গবেষক জেসিকা ম্যানিং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের চিন্তা থেকেই মশার লালা থেকে মশাবাহিত সব রোগের জন্য সর্বজনীন একটা ভ্যাকসিন তৈরির কাজ শুরু করতে সক্ষম হন। এজন্য মশার লালা থেকে পাওয়া প্রোটিন ব্যবহার করেন মানিং ও তার দল। অন্যসব ভ্যাকসিনের বেলায় যেমন জীবাণুকেই উপজীব্য করা হয়, এখানে তা হয়নি। এ পরীক্ষায় ভেক্টর তথা জীবাণুর বাহককেই হাতিয়ার করা হয়েছে। ১১ জুন ২০২০ বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা জার্নাল *দ্য ল্যানসেটে* ডেসিকা ও তার সহকর্মীদের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশিত হয়।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে বিষাক্ত যৌগ

বিষাক্ত বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ ধ্বংস ক্ষমতায় হয়ে ওঠে অনেক শক্তিশালী। এ কৌশল কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে খুবই শক্তিশালী একটি যৌগ তৈরিতে সফল হয়েছেন, যা অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে। এটি ব্যাকটেরিয়ার দেহে দেয়াল ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। একই সাথে দেহের ভেতরের উপাদান এবং ইমিউন ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে ধ্বংস হয় না, সেগুলোও এ বিষাক্ত পদার্থের আক্রমণের মুখে টিকতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিষাক্ত যৌগটির নাম দিয়েছেন 'ইরেজিস্টিন'। এটাই প্রথম কোনো যৌগ, যা একই সাথে গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে। গবেষকরা জানান, SCH-79797 নামে বিষাক্ত যৌগ তৈরি করেন তারা।

ফুসফুসের ক্যান্সার নিরাময়ে সুখবর

ফুসফুসের নতুন চিকিৎসার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে মৃত্যুঝুঁকি কমার অভূতপূর্ব ফল পাওয়ার দাবি করেছে সুইস-ব্রিটিশ ওষুধ কোম্পানি AstraZeneca'র গবেষকেরা। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা শুরু করে AstraZeneca'র 'টেগ্রিসো' নামের ওষুধের প্রাথমিক ফলাফলে এমন অসাধারণ সাফল্য পাওয়া যায়। টেগ্রিসো দিয়ে পরীক্ষাধীন থাকা রোগীর ৮৯ শতাংশ বেঁচে রয়েছেন এবং রোগমুক্ত হয়েছেন, যা প্লেসেবো বা অন্য ওষুধের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ ফল পাওয়া যায়।

বিশ্বে ক্যান্সারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ফুসফুস ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি দায়ী। ক্যান্সারে মোট মৃত্যুর এক পঞ্চমাংশই ফুসফুস ক্যান্সারে মারা যায়।

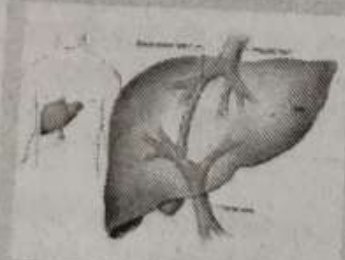

ত্বকের কোষ থেকে যকৃৎ

মানুষের ত্বকের কোষ থেকে ক্ষুদ্র আকারের যকৃৎ তৈরি করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। এরই মধ্যে ইঁদুরের দেহে একে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো এমন সফলতা লাভ করেন বিজ্ঞানীরা। তারা আশা করছেন, ভবিষ্যতে মানবাঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এ গবেষণা বড় ভূমিকা রাখবে। বিজ্ঞান সাময়িকী *সেল রিপোর্টে* সম্প্রতি গবেষণা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা মানুষের ত্বকের কোষ নিয়ে পরীক্ষাগারে একে স্টেম সেলে পরিণত করেন। এরপর তা থেকে তৈরি করেন যকৃতের বিভিন্ন ধরনের কোষ। এসব কোষ একত্রে মিলিয়ে বানান একটি খুদে যকৃৎ। এটি মানুষের স্বাভাবিক ও সুস্থ যকৃতের মতোই পিত্তরস (বাইল অ্যাসিড) এবং ইউরিয়া নিঃসরণ করতে পারে। গবেষক দলটি যকৃতের বেড়ে ওঠার সময় কমিয়ে আনতেও সফল হয়েছেন। মানবদেহে সাধারণত যকৃত বৃদ্ধি পেয়ে পরিপক্ক রূপ পেতে দুই বছর লাগে। কিন্তু গবেষণাগারে মাত্র এক মাসেই তা সম্ভব হয়।

তিন গ্রহাণুর পৃথিবী অতিক্রম

এপ্রিল ২০২০ বিধ্বংসী ক্ষমতার প্রকাণ্ড এক গ্রহাণু পৃথিবী অতিক্রম করার পর জুন ২০২০ আরো তিনটি বিশাল গ্রহাণু পৃথিবী অতিক্রম করে।

- **2002 NN4 :** ৬ জুন ২০২০ পৃথিবীকে অতিক্রম করে বিশাল এক গ্রহাণু, যার নাম 2002 NN4। এর ব্যাস সর্বোচ্চ ৫৭০ মিটার, যা আকারে প্রায় পাঁচটি ফুটবল মাঠ বা পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘতম দুবাইয়ের NTCR টাওয়ারের সমান। গ্রহাণুটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪০,১৪০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে মাত্র ৫৯ লাখ কিলোমিটার দূর দিয়ে গ্রহাণুটি অতিক্রম করে।
- **2013 XA22 :** ৮ জুন ২০২০ পৃথিবী অতিক্রম করে 2013 XA22 নামের আরেকটি গ্রহাণু যার আকার 2002 NN4-এর চেয়ে কিছুটা ছোট। ১৬০ মিটার ব্যাসের গ্রহাণুটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৪,০৫০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে ২৯,০৩,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে এটি অতিক্রম করে।
- **2010 NY65 :** প্রায় এক দশক আগে আবিষ্কার হওয়া গ্রহাণু 2010 NY পৃথিবী অতিক্রম করে ২৪ জুন ২০২০। এর ব্যাস ৩১০ মিটার এবং গতিবেগ ছিল ৪৬,৪০০ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৭,৬০,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে এটি পৃথিবীকে অতিক্রম করে।

মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে আমিরাত

বিশ্বের প্রথম কোনো আরব দেশ হিসেবে মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সব ঠিকঠাক থাকলে ১৪ জুলাই ২০২০ জাপানের তানেগাশিমা দ্বীপ থেকে মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হবে। জাপানিজ 'রকেট' দ্বারা চালিত মহাকাশযানটিতে তিন ধরনের 'সেন্সর' থাকবে, যার কাজ হবে মঙ্গলগ্রহের জটিল বায়ুমণ্ডল পরিমাপ করা। মহাকাশযানটিতে খুব শক্তিশালী 'রেজুলেশন' সংবলিত একটি 'মাল্টিব্যান্ড' ক্যামেরা থাকবে, যা সূক্ষ্ম বস্তুর ছবি তুলতে সক্ষম।

সর্বকনিষ্ঠ 'মহাবিশ্ব শিশু'

সম্প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে কম বয়সী 'মহাবিশ্ব শিশু'র সন্ধান পেয়েছেন। তারা বলেন, এটি আসলে একটি নিউট্রন নক্ষত্র। এর বয়স মাত্র ২৪০ বছর। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইসা) এবং যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (নাসা) বিজ্ঞানীরা এর খোঁজ পান। তারা নক্ষত্রটির নাম দিয়েছেন সুইফট জে১৮১৮.০-১৬০৭। এর চৌম্বকক্ষেত্র অত্যধিক শক্তিশালী। তীব্র ঝড়ের মতো এটি চারদিকে রঞ্জনরশ্মি ছড়াচ্ছে। এর আগে এত কম বয়সের কোনো নিউট্রন নক্ষত্রের দেখা মেলেনি।

ছায়াপথে ৩৬ ভিনগ্রহী সভ্যতা!

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক ১৯৬১ সালে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন, যা পরে 'ড্রেকের সমীকরণ' নামে পরিচিতি পায়। এ সমীকরণে সাতটি সূচকের মাধ্যমে মহাবিশ্বের

বুদ্ধিমান সভ্যতার উপস্থিতি গণনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ঐ সমীকরণের ফলাফল শূন্য থেকে কয়েক শ' কোটি পর্যন্ত আসায় সঠিক ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে এ সমীকরণের সূত্র ধরেই সম্প্রতি একটি ধারণা দাঁড় করান বিজ্ঞানীরা। *দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল* সাময়িকীতে প্রকাশিত ঐ গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়, নক্ষত্র সৃষ্টির ৫৫০-৪৫০ কোটি বছর পর পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি ঘটে। এ হিসাব ধরে সবচেয়ে রক্ষণশীল ধারণাও যদি করা হয়, তাহলেও এ ছায়াপথেই ৪-২১১টি সভ্যতা রয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৬টি গ্রহে এমন সভ্যতার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

পৃথিবীর বাইরে 'নতুন পৃথিবী'

পৃথিবী থেকে মাত্র তিন হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি তারার নাম Kepler-160। তাকে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীর মতো দেখতে KOI-456.04 নামের একটি এক্সোপ্ল্যানেট (সৌরজগতের বাইরে থাকা গ্রহ)। পৃথিবীর কাছাকাছি এমন আরেকটি পৃথিবী রয়েছে, সে কথা অবশ্য আগেই জানিয়ে গিয়েছিল নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। তবে হাতেনাতে এ প্রমাণ দিয়েছে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট ফর সোলার সিস্টেম রিসার্চ।

এক মাসে তিন গ্রহণ

৫ জুন-৫ জুলাই ২০২০— এক মাসে ঘটছে তিনটি গ্রহণ। বিজ্ঞান অনুযায়ী, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ উভয় মহাজগতের ঘটনা। কয়েকশ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে তিনটি গ্রহণ দেখা যায়। ৫ জুন ২০২০ হয় প্রতিচ্ছায়া চন্দ্রগ্রহণ, ২১ জুন ২০২০ ঘটে সূর্যগ্রহণ। আর ৫ জুলাই ২০২০ হবে আরো একটি চন্দ্রগ্রহণ।

মঙ্গলে সবুজ আলোর ছটা

সম্প্রতি মহাকাশবিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের আকাশে সবুজ আলোর ছটা দেখতে পান। তারা বলেন, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে থাকা অক্সিজেন সূর্যের আলোয় উত্তেজিত হয়ে এ রং ছড়ায়। আগেও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে নভোচারীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে এ সবুজ ছটার দেখা পান। তবে মঙ্গলে এমন দৃশ্যের দেখা পাওয়া গেল এ প্রথম। ইউরোপ ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ২০১৬ সালে মঙ্গলে পাঠানো হয় ট্রেস গ্যাস অরবিটার (টিজিও) স্যাটেলাইট। সেটিই এ আলোর সবুজ ছটার ছবি ধারণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সবুজ ছটা দেখা গেছে মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০-১২০ কিলোমিটার ওপরের আকাশে।

Socio-economic Impact of COVID-19

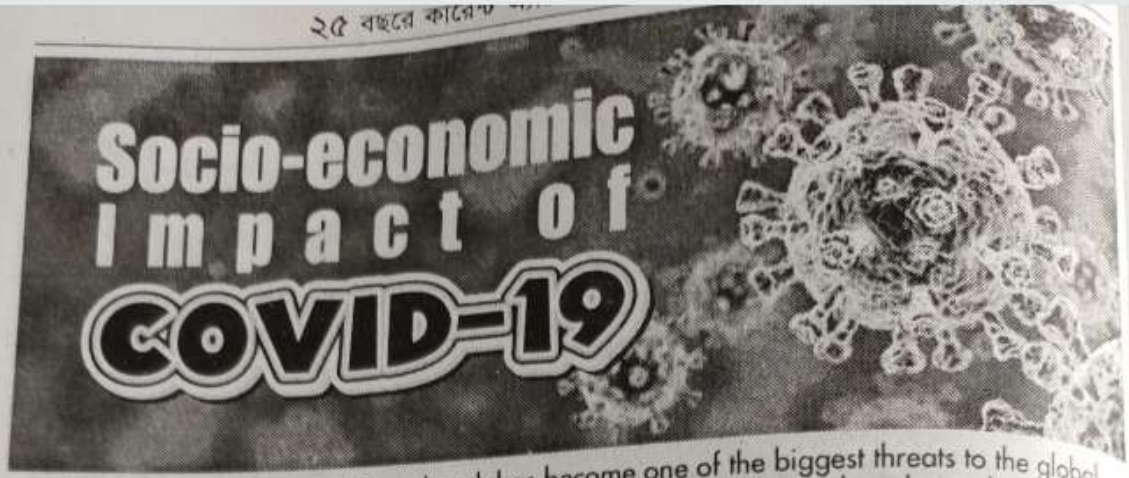

The Coronavirus (COVID-19) outbreak has become one of the biggest threats to the global economy and financial markets. In case of natural disasters like earthquakes or hurricanes and typhoons, only a limited number of countries in a region come out as being affected. But COVID-19 has infected over 200 countries and territories globally.

Coronavirus is a new threat to humanity. The lack of coordination against a global pandemic is one of the biggest challenges the world faces today. That's why COVID-19 is changing the world and its major defence institutions.

About a crore people have been confirmed to have the coronavirus and several lakhs have died. The US, the UK and Brazil have recorded the highest death tolls.

According to the UNCTAD, coronavirus outbreak could cost global economy up to USD 2 trillion.

COVID-19 : Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

A newly identified coronavirus, SARS-COV-2, has caused a worldwide pandemic of respiratory illness, called COVID-19. COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in late 2019 and has set off a global pandemic. COVID-19 has spread both inside and outside China. The virus is transmitted from one human to another. It is now spreading worldwide.

Some Pandemics : The world has faced several pandemics in the 21st century such as Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2002, N1H1 Bird flu in 2009, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) in 2012, and Ebola in 2013-14. The COVID-19 is different due to its exponential growth and attacking powers.

How Does the Coronavirus Spread : As of now, researchers know that the new coronavirus is spread through droplets released into the air when an infected person coughs or sneezes. The droplets generally do not travel more than a few feet and they fall to the ground in a few seconds. This is why social and physical distancing is effective in preventing the spread.

Incubation Period for COVID-19 : It appears that symptoms are showing up in people within 14 days of exposure to the virus.

Symptoms of COVID-19 : COVID-19 symptoms can be very mild to severe. Some people have no symptoms. The most common symptoms are fever, cough and tiredness. Other symptoms may include shortness of breath, muscle aches, chills, sore throat, headache, chest pain and loss of taste or smell. This is not all inclusive other less common symptoms have also been reported. Symptoms may appear two to 14 days after exposure.

Treatments of COVID-19

- There is currently no specific treatment for coronavirus.
- Antibiotics do not help, as they do not work against viruses.
- Treatment aims to relieve the symptoms while someone's body fights the illness.
- The patients will need to stay in isolation, away from other people, until they have recovered.

Dos

Washing hands with soap and often doing this for at least 20 seconds.

Always washing hands when one gets home or into work.

Using alcohol based hand sanitizer gel if soap and water are not available.

Trying to avoid close contact with people who are unwell.

Wearing mask safely.

Don't

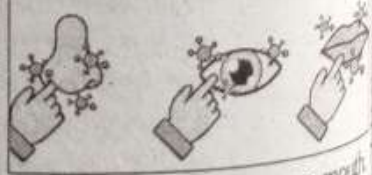

Touching one's eyes, nose or mouth.

COVID-19 Impact and the World Economy : The COVID-19 pandemic is causing an unprecedented disruption to the global economy. The resultant socio-economic impact is being transmitted through different channels. The International Monetary Fund (IMF) warned that the pandemic might push the global economy into the worst recession since the Great Depression of the 1930s and far worse than the one triggered by the Global Financial Crisis in 2008-09, with the poorest countries being the hardest hit. The Asian Development Bank (ADB) derives that the global economy could lose between \$5.8 trillion and \$8.8 trillion— equivalent to 6.4 percent to 9.7 percent of the global gross domestic products (GDP).

The COVID-19 pandemic is expected to cause huge job losses for migrant workers and thus affect remittance flows. The World Bank projections found that global remittance flows would decline sharply by 20 percent in 2020. Worldwide FDI flow is expected to drop by about 35 percent due to travel bans, disruption of international trade and wealth effects of declines in the stock prices of multinational companies.

The COVID-19 pandemic is likely to cause an increase in global poverty. The World Bank has estimated that the population living in extreme poverty will rise by 40-60 million. According to the Save the Children and UNICEF, the COVID-19 pandemic could push an additional 86 million children into household poverty by the end of 2020.

The world could see the number of hungry people double in the aftermath of this crisis, as per the World Food Programme (WFP). As per the Global Report on Food Crises, there were 135 million people in acute food insecurity in low and middle income countries last year. That figure could almost double to reach 265 million in 2020.

The pandemic has affected educational systems worldwide, leading to the widespread closures of schools and universities. According to data released by UNESCO on 15 April 2020, school and university closures due to COVID-19 were implemented nationwide in most affected countries. Including localized closures, this affects over 1.5 billion students worldwide.

While there is no way to tell exactly that the economic damage from the global COVID-19 novel coronavirus pandemic will be, there is widespread agreement among economists that it will have severe negative impacts on the global economy.

Coronavirus & Bangladesh

Few months ago, people of Bangladesh were living peacefully, travelling freely, doing their jobs perfectly; the economic growth projections were cheery. But the novel coronavirus or COVID-19 has brought a dramatic slowdown in the overall life style and economy of the world where Bangladesh became a victim too.

The virus was confirmed to have spread to Bangladesh in March 2020. The first three known cases were reported on 8 March 2020 by Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR).

The coronavirus started spreading in Bangladesh from mid-March. Lockdown was initiated in a bid to halt the spread of the virus. Much of the economy came to a standstill resulting in an unprecedented economic crisis. To meet the incipient challenge the government rolled out its first assistance package on March 25 to minimise the trade impact of the Covid-19 crisis. It was meant to assist only the RMG sector who contributes 85 percent of the total export of the country. The package involved giving exporting firms wage will support of Tk 50 billion interest rate of 2.00 percent.

A large assistance programme of several packages was announced by the Prime Minister at this time.

The government of Bangladesh announced a general holiday period from March 26-May 30. During that period, most Bangladeshi government offices and private sector organizations were closed.

Between May 31 to June 15 offices and workplaces were reopen. The government of Bangladesh has made wearing masks mandatory when outside the home. The public transit system will run a reduced capacity and will be subject to health and hygiene directives.

Beginning May 31, no one will be allowed outdoors from 8 pm to 6 am. Stores can remain open between 10 am and 4 pm.

According to the Bangladesh Economic Association (BEA), nearly 36 million people have lost their jobs in the first 66 days of the coronavirus lockdown.

The spread of coronavirus could not be prevented despite the government declaring general holiday. So, the government has decided to divide different areas of the country into red, yellow and green zones, based on the number of reported COVID-19 cases and will enforce a lockdown accordingly.

Coronavirus is real threat to everyone on the planet. Bangladesh is facing high risk to be affected by coronavirus outbreak. So, everybody should take proper measure to safe from coronavirus.

■

MD. ALAL UDDIN

ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৩১ সালে

টীকা-টিপ্পনি ও তথ্য-উপাত্তে করোনাভাইরাস

Quarantine

মহামারিতে আক্রান্তের আশঙ্কায় সুস্থ ব্যক্তির জনবিচ্ছিন্ন থাকাকে বলা হয় Quarantine। ১৩৪০ সালে এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এক মরণব্যাধি, যার শিকার হন লাখ লাখ মানুষ। এ রোগের নাম ছিল Bubonic Plague, যাকে অভিহিত করা হয় Black Death নামে। ১৩৭৩ সালে ইউরোপে ফের প্রাদুর্ভাব ঘটে এ রোগের। তখন ইতালির বন্দরনগরী ভেনিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, বাইরে থেকে আসা কোনো জাহাজে প্লেগে আক্রান্ত রোগী রয়েছেন— এমন সন্দেহ হওয়া মাত্রই সেই জাহাজের ভেনিসে ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাহাজকে ভেনিসে ঢোকার আগে একটি দ্বীপে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। ইতালীয় ভাষায় চল্লিশকে বলা হয় 'কোয়ারান্তেনা' (Quarantena)। সংক্রমণ-প্রতিরোধে ঐ ৪০ দিনের দূরবর্তী অপেক্ষার সময়কে বলা হত 'কোয়ারান্তিনারো'। সেই থেকেই ইংরেজি শব্দ Quarantine-এর উৎপত্তি, যার বাংলা অর্থ সঙ্গনিরোধ।

Isolation

মহামারি রোধে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাধারণত হাসপাতালে পৃথক রাখাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Isolation, যার অর্থ বিচ্ছিন্ন থাকা।

Lockdown

যে এলাকা মহামারি আক্রান্ত হয়, সাধারণত সে এলাকায় প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়ার নাম Lockdown।

অ্যান্টিবডি টেস্ট

দেহে বহিরাগত পদার্থের (অ্যান্টিজেন) বিরুদ্ধে কাজ করা একধরনের প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন জাতীয় পদার্থ হলো অ্যান্টিবডি। এটি বহিরাগত পদার্থের উপস্থিতিতে প্রতিরক্ষাতন্ত্র উৎপন্ন করে। যদি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তখন ঐ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। অ্যান্টিবডি টেস্টকে অনেকে সেরোলজি টেস্ট বলে অভিহিত করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে অ্যান্টিবডি খোঁজা হয়। অ্যান্টিবডি পরীক্ষার জন্যও সামান্য পরিমাণে নমুনা রক্ত প্রয়োজন।

PPE

করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ডাক্তার, নার্সসহ চিকিৎসাকর্মীদের সুরক্ষায় বিশ্বজুড়ে আলোচিত এক নাম PPE, যার পূর্ণরূপ Personal Protective Equipment। এর অর্থ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা সরঞ্জাম। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো জায়গায় কাজ করেন, যেখানে তার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা তিনি যদি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করেন তাহলে তার জন্য PPE আবশ্যক। সপ্তদশ শতকে ইউরোপে প্লেগ (মহামারি) দেখা দেয়। তখন ডাক্তাররা পিপিই হিসেবে অদ্ভুত রকমের একটি পোশাক পরতেন। ধারণা করা হয়, ১৬১৯ সালে পোশাকটি ফরাসি চিকিৎসক চার্লস ডি'লরমি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ সময়ের ইউরোপের রাজাদের চিকিৎসক। PPE বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং তা নির্ভর করে কী ধরনের কাজে ব্যবহার করা হবে তার ওপর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO মতে, পর্যাপ্ত সুরক্ষার জন্য পিপিই-তে মোট পাঁচটি উপকরণ থাকা উচিত— ১. জুতার কভারসহ গাউন বা পোশাক; ২. গ্লাভস; ৩. মুখের আবরণ (ফেস শিল্ড); ৪. চোখ ঢাকার জন্য মুখের সাথে লেগে থাকা এমন চশমা বা গগলজ এবং ৫. মাস্ক।

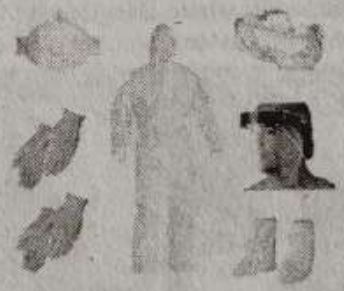

ICU

হাসপাতালের একটি বিশেষায়িত বিভাগ Intensive Care Unit (ICU), যার অর্থ নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র। এখানে জটিল ও মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে রোগীর ওপর বেশি মনোযোগ দেয়া হয়।

প্রয়োজনে একজন রোগীকে একাধিক ডাক্তার ও নার্স সেবা দিয়ে থাকে। ১৯৫০ সালে পিটার সাফার 'আধুনিক জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা' ধারণাটি প্রবর্তন করেন, যেখানে রোগীদেরকে ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে প্রশান্ত বা নিবারিত রাখা হবে এবং সঠিকভাবে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১৯৫৩ সালে বর্ন এগে ইবসেন কোপেনহেগেনে প্রথম নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৫ সালে উইলিয়াম মজেনথালের (William Mosenthal) হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধারণাটির ব্যবহার প্রথম শুরু হয়।

প্লাজমা থেরাপি

ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরে যারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাদের শরীরে এক ধরনের অ্যান্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। তাদের শরীর থেকে প্লাজমার (মানুষের রক্তের জলীয় অংশ) মাধ্যমে সংগ্রহ করা এ অ্যান্টিবডি যদি ভাইরাস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রয়োগ করা হয় তখন তার শরীরে সে অ্যান্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। তখন তিনিও সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্লাজমা বা রক্তরসের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় প্লাজমা থেরাপি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি বেশ পুরানো একটি পদ্ধতি। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লুর মহামারি এবং ১৯৩০'র দশকে হামের চিকিৎসায় এ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছিল।

RVF ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় কেনিয়ার রিফট ভ্যালিতে

Ventilator

হাসপাতালে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার যন্ত্রকে বলা হয় Ventilator। ফুসফুসের কার্যকারিতা কমে গেলে, এ যন্ত্র রোগীকে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা আক্রান্ত রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালে ডা. ফিলিপ ড্রিংকার এবং ডা. লুইস শ প্রথম পোলিও আক্রান্তদের বাঁচাতে Iron lung নামক তাদের উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র নিয়ে আসেন। ১২ অক্টোবর ১৯২৮ মানুষের জন্য এটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। এরপর ১৯৪৯ সালে জন হ্যাভেন ইমারসন অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের সহযোগিতায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্য একটি যান্ত্রিক সহায়ক ভেন্টিলেটর তৈরি করেন। ১৯৫৫ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর বৈমানিক ফরেস্ট মর্টন বার্ডের Bird Universal Medical Respirator উদ্ভাবনের ফলে যান্ত্রিক বায়ু চলাচল সঞ্চালনের পদ্ধতিটির বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ১৯৭১ সালে প্রথম SERVO 900 নামে ভেন্টিলেটর প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ICUগুলোতে বিপ্লব ঘটে।

হ্যান্ড রাব/হ্যান্ড স্যানিটাইজার

হ্যান্ড রাব আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার একই জিনিস। দুটিরই কাজ মূলত পানি ছাড়া হাত পরিষ্কার করা। হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব তৈরিতে অন্তত ৬০% অ্যালকোহল ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর করোনাভাইরাস, ফ্লু ভাইরাস ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া মারতে সক্ষম হ্যান্ড রাব বা সানিটাইজারে ৯০% অ্যালকোহল থাকা প্রয়োজন। আইসোপ্রপাইল এলকোহল ৯৯.৯% ব্যাকটেরিয়া মারতে পারে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব তৈরির উপকরণ : আইসোপ্রপাইল অ্যালকোহল ৯৯.৮%, হাইড্রোজেন পারক্সাইড ৩% ও গ্লিসারল ৯৮%।

সামাজিক দূরত্ব/শারীরিক দূরত্ব

সংক্রামক রোগ বিস্তার প্রতিরোধের জন্য সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের একগুচ্ছ ঔষধবিহীন পদক্ষেপ হলো সামাজিক দূরত্ব স্থাপন বা শারীরিক দূরত্ব স্থাপন। এর উদ্দেশ্য হলো সংক্রামক রোগ বহনকারী ব্যক্তির মাধ্যমে সংস্পর্শ এড়ানোর সম্ভাবনা কমানো। একইসাথে আক্রান্ত ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে না পারে তথা রোগ সংবহন কমানো এবং সর্বোপরি মৃত্যুহার কমানো। সামাজিক দূরত্ব স্থাপন সবচেয়ে কার্যকর তখন হয়, যখন সংক্রমণ ছড়ায়। সামাজিক দূরত্ব স্থাপনের খারাপ দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে একাকিত্ব, হ্রাসকৃত সৃজনশীলতা এবং মানব মিথস্ক্রিয়ার সাথে যুক্ত সুফলের ব্যত্যয়। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) 'রোগের সঞ্চালন ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য মানুষের মধ্যকার সংস্পর্শের ঘটনা কমানোর পদ্ধতি'কে সামাজিক দূরত্ব স্থাপন হিসেবে বর্ণনা করে। ২০১৯-২০ সালে করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারির সময় সমাবেশ পরিহার, গণসমাগম এড়ানো এবং প্রায় ৬ ফুট বা ২ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়। ২০০৯ সালে WHO সামাজিক দূরত্ব স্থাপনকে 'অন্যের থেকে এক হাত পরিমাণ দূরে থাকা এবং সমাবেশ হ্রাস করা' হিসেবে বর্ণনা করেছিল।

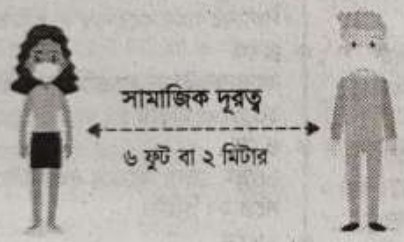

পালস অক্সিমিটার

হৃৎস্পন্দন ও শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা মাপার যন্ত্র হলো পালস অক্সিমিটার। জার্মান চিকিৎসাবিদ কার্ল ম্যাথ ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম এ বহনযোগ্য ডিভাইসটি তৈরি করেন। যদি কারো দেহে ৯৫% অক্সিজেন সম্পৃক্ত হয়, তাহলে সেটিকে আদর্শ বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু অক্সিজেনের সম্পৃক্ততা ৯২% এর নিচে হলে অক্সিজেন স্বল্পতা বা হাইপোক্সিয়া হয়ে যায়।

পোর্টেবল থার্মোমিটার বা থার্মাল মিটার (থার্মোমিটার)

ত্বক স্পর্শ না করে দেহের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র হলো পোর্টেবল থার্মোমিটার। সাধারণত কপাল হতে কয়েক সেন্টিমিটার দূর থেকে এ থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। এ থার্মোমিটারে মাপা তাপমাত্রা জ্বর নির্ধারণে ৯০% ক্ষেত্রে সঠিক রিডিং দেয়।

থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা

ইনফ্রারেড প্রযুক্তির ব্যবহার করে যে যন্ত্র তাপমাত্রা পরিমাপ করে তা হলো থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা। এ তাপমাত্রা নির্ণায়ক ক্যামেরা খুবই শক্তিশালী। সাধারনত দূর থেকে কপালের তাপমাত্রা নিয়ে এ যন্ত্র শরীরের সার্বিক তাপমাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারে। তবে কোথাও আগুন আছে কিনা তাপমাত্রা মেপে তা বোঝার জন্য দমকল বাহিনীতে প্রায়ই এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়।

থার্মাল স্ক্যানার

থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে আগন্তুকের শরীরের তাপমাত্রাসহ নানা তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সাধারণত ৫-১৫ ফুট দূরত্বে দ্বিমাত্রিক ক্যামেরা বসানো হয়। থার্মাল স্ক্যানারের মধ্য দিয়ে কোনো যাত্রী পার হলে সহজেই তার শরীরের তাপমাত্রা মেশিনে মাপা হয়ে যায়। এখানে যদি সবুজ আলো জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে তাপমাত্রা স্বাভাবিক, আর লাল আলো জ্বললে তা অস্বাভাবিক।

বিশেষ ধরনের জ্বর CCHF'র পূর্ণরূপ Crimean-Congo Haemorrhagic Fever

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের দিনলিপি

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরে অজানা কারণে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), যা পরবর্তী সময় নতুন করোনাভাইরাস হিসেবে শনাক্ত হয়। এরপর থেকেই বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের দিনলিপি তুলে ধরা হলো এখানে।

২২ জানুয়ারি
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি ও চীনফেরত যাত্রীদের স্ক্রিনিং শুরু।

১ ফেব্রুয়ারি
চীনের উহান থেকে বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফেরেন ৩১৬ জন। তাদের সবাইকে হজ ক্যাম্পে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। তাদের কেউ আক্রান্ত বা সংক্রমণ ছড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২ ফেব্রুয়ারি
চীন থেকে দেশে আসা ব্যক্তিদের অন অ্যারাইভাল ভিসা (বন্দরে নেমে ভিসা পাওয়ার সুবিধা) স্থগিত করে সরকার।

২২ ফেব্রুয়ারি
দেশে করোনাভাইরাস শনাক্তে পরীক্ষা শুরু করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান IEDCR।

৮ মার্চ
দেশে প্রথম সংক্রমণ শনাক্তের কথা জানানো হয়। শনাক্ত তিনজনের দু'জন ছিলেন ইতালিফেরত। অন্য একজন ইতালিফেরত আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এ তিনজনের দু'জন নারায়ণগঞ্জের, অন্যজন মাদারীপুরের।

১১ মার্চ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট রোগ COVID-19-কে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে।

১৪ মার্চ
ইতালিফেরত ১৪২ জন বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনের জন্য আশকোনা হজ ক্যাম্পে নেয়া হলে তারা বিক্ষোভ করেন। ঐ দিন থেকেই সব দেশের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা স্থগিত করা হয়।

১৭ মার্চ
করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশজুড়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছুটি ঘোষণা।

১৮ মার্চ
। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
। WHO কর্তৃক মহামারি ঘোষণা করার পর COVID-19কে সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট জারি করতে নির্দেশ দেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

১৯ মার্চ
। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এর ধারা ৪ (ভ)-এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে COVID-19কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করে সরকার।
। মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করে স্থানীয় প্রশাসন। এটাই দেশে প্রথম লকডাউনের ঘটনা।

২২ মার্চ
করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২৩ মার্চ
COVID-19কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্তির গেজেট জারি করে সরকার।

২৫ মার্চ
দেশে সীমিত পরিসরে স্থানীয় পর্যায়ে সংক্রমণের (কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের) কথা স্বীকার করে IEDCR। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের জন্য রাস্তায় নামে সেনাবাহিনী।

২৬ মার্চ
করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর সংক্রমণের বিস্তার রোধে দেশজুড়ে ৭০ দিনের সাধারণ ছুটি শুরু।

২৭ মার্চ
IEDCR'র সাথে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে করোনাভাইরাস পরীক্ষার ঘোষণা দেয়া হয়।

৩০ মার্চ
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ করে দেয় বিমান বাংলাদেশ।

৫ এপ্রিল
। সংক্রমণের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।
। সংক্রমণের ৫টি ক্লাস্টার— ঢাকার বাসাবো ও টোলারবাগ, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা ও মাদারীপুর চিহ্নিত করে IEDCR। করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলায় আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

৬ এপ্রিল
দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা শতকের ঘর অতিক্রম করে।

৭ এপ্রিল
করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম চিকিৎসকের মৃত্যু। তার নাম ডা. ফজল উদ্দিন। তিনি সিলেটের এম এ জি ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

১০ এপ্রিল
নারায়ণগঞ্জকে করোনাভাইরাস সংক্রমণের উপকেন্দ্র (Epicentre) ঘোষণা।

১৪ এপ্রিল
করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০০'র ঘর অতিক্রম করে।

১৬ এপ্রিল
করোনাভাইরাস সংক্রমণে সমগ্র দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

২০ এপ্রিল
দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের ৪০তম দিনে মৃতের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে।

২৬ এপ্রিল
দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের ৫০তম দিনে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৫,০০০ ছাড়ায়।

২৮ এপ্রিল
করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম পুলিশ সদস্যের মৃত্যু। তার নাম জসিম উদ্দিন। তিনি ঢাকার ওয়ারী ফাঁড়িতে দায়িত্ব পালনের সময় করোনায় সংক্রমিত হন।

৪ মে
করোনাভাইরাস সংক্রমিতের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়ায়।

৬ মে
৬৪তম জেলা হিসেবে রাঙ্গামাটিতে সংক্রমণ চিহ্নিত।

১৬ মে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সীমিত আকারে করোনার চিকিৎসায় প্লাজমা থেরাপি শুরু।

২৫ মে
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা অর্ধসহস্রাধিক অতিক্রম করে।

৩১ মে
৭০ দিনের সাধারণ ছুটি শেষে অফিস খোলার প্রথম দিন, সীমিত পরিসরে ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল শুরু।

১ জুন
সীমিত পরিসরে গণপরিবহন ও বিমান চলাচল শুরু।

১০ জুন
করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা হাজার ঘর ছাড়িয়ে যায়।

১৬ জুন
করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে বাংলাদেশে অন অ্যারাইভাল ভিসা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে সরকার।

১৮ জুন
দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার ১০৪তম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়ায়।

CCHF ভাইরাসের বাহক এঁটেল পোকা (Ticks)

করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর দেশের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম সবার সামনে এসেছে, তা হলো রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (Institute of Epidemiology Disease Control and Research–IEDCR)। করোনাভাইরাস সম্পর্কে দেশের মানুষকে সজাগ, সতর্ক ও সচেতন করার কাজটি করে চলেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এ ইনস্টিটিউট। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই IEDCR বাংলাদেশে মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয় নিয়ে কাজ করে।

IEDCR পরিচিতি

যেভাবে প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ১৯৫২ সালে ঢাকা শহরের টিপু সুলতান রোডে Central Malaria Institute of East Pakistan প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৪ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬১ সালে টিপু সুলতান রোড থেকে এটি মহাখালীতে স্থানান্তরিত হয়। ম্যালেরিয়ার ওপর নজরদারি, গবেষণা,মশা নিয়ন্ত্রণ এসবই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভায় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। সে বছরই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউটের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাত্রা শুরু করে। ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ভূমি অধিগ্রহণ করে ছয় তলা ভবন তৈরি হয়; যেখানে চারটি তলায় চারটি ল্যাবরেটরি তৈরি হয়। তবে প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে ছয়তলা ভবনটি ছেড়ে দিতে হয় মতিঝিল থেকে স্থানান্তরিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য। ১৯৮১ সালে IEDCR-কে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (NIPSOM) এর সাথে একীভূত করা হয়। অথচ দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজ কিন্তু আলাদা। NIPSOM'র কাজ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর স্বাস্থ্য জনশক্তি তৈরি করা। অন্যদিকে IEDCR'র কাজ হলো রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। তাই ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র যৌথ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে IEDCR ও NIPSOM কে ফের আলাদা করা হয়।

IEDCR'র কাজ

IEDCR'র প্রধান কাজ রোগের ওপর নজরদারি করা। দেশে নতুন কোনো রোগ দেখা দিল কিনা, পুরানো রোগ ফিরে এল কিনা, কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব কমলো বা বাড়লো কিনা, এগুলো নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি হঠাৎ কোনো রোগের প্রকোপ দেখা দিলে রোগটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান করার চেষ্টা করে। যেমন— এখন করছে করোনাভাইরাস নিয়ে।

IEDCR-এ ১৪টি রোগের নজরদারি ও সাড়াদান ব্যবস্থা চালু আছে। সেগুলো হলো— ১. ইনফ্লুয়েঞ্জা, ২. নিপাহ ভাইরাস, ৩. ডেঙ্গু, ৪. অসংক্রামক ব্যাধি, ৫. রোটাভাইরাস ও ইন্টাসাসেপশন (Intussusception), ৬. অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল রেজিস্ট্যান্স, ৭. কলেরা, ৮. অ্যানথ্রাক্স, ৯. লেপ্টোস্পাইরোসিস, ১০. শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ১১. খাদ্যবাহিত রোগ, ১২. নবোদ্ভূত প্রাণী সংক্রমিত রোগ, ১৩. আকস্মিক মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু প্রদাহ ও ১৪. শিশুদের মাঝে কীটনাশকজনিত বিষক্রিয়া।

IEDCR'র গবেষণা

রোগের ওপর নজরদারির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি রোগ নিয়ে গবেষণাও করে। IEDCR নজরদারি ও গবেষণার পাশাপাশি এসব বিষয়ে চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্যবিদদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়। বিশেষজ্ঞ ও গবেষক তৈরি করাও তাদের কাজ। কিছু বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও দেয়।

প্রশাসন

IEDCR'র পরিচালক সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রধান। আটটির মধ্যে চারটি বিভাগের প্রধান হচ্ছেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালকের সমমর্যাদার)। বাকি চারটি বিভাগের প্রধান হচ্ছেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য বিভাগের উপ-পরিচালকের সমমর্যাদার)। এর পরবর্তী কনিষ্ঠ পদ হচ্ছে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

IEDCR'র বিভাগ

IEDCR-এ আটটি বিভাগ রয়েছে—

- রোগতত্ত্ব
- জৈব পরিসংখ্যান
- মেডিকেল সামাজিক বিজ্ঞান
- মেডিকেল কীটতত্ত্ব
- ভাইরাস বিদ্যা
- পরজীবী বিদ্যা
- প্রাণী সংক্রমিত রোগ
- অণুজীব বিদ্যা

দেশজুড়ে নেটওয়ার্ক

IEDCR'র কাজ করার জন্য দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ, নিপাহ, জাপানি এনসেফালাইটিস, ডেঙ্গু, রোটাভাইরাস, অ্যানথ্রাক্স, অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা— এসব বিষয়ে বছরব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করে IEDCR। এর জন্য IEDCR সুনির্দিষ্ট কিছু হাসপাতাল থেকে নিয়মিত তথ্য পায়। এছাড়া মুঠোফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা বুঝতে পারে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে। তখন তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে বলে দেয় রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কী করা প্রয়োজন।

পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি

রোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য IEDCR'র রয়েছে একটি বিশেষায়িত পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরি। এছাড়া রয়েছে চারটি বিভাগীয় ল্যাবরেটরি— ভাইরাস বিদ্যা, মেডিকেল কীটতত্ত্ব, অণুজীব বিদ্যা ও প্রাণী সংক্রামক রোগ (ওয়ান হেলথ)। IEDCR'র Rapid Response Team দলের সদস্যরা নতুন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার কথা শুনলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন অথবা নমুনা সংগ্রহ করেন। ঢাকায় এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন।

CCHF ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৪৪ সালে

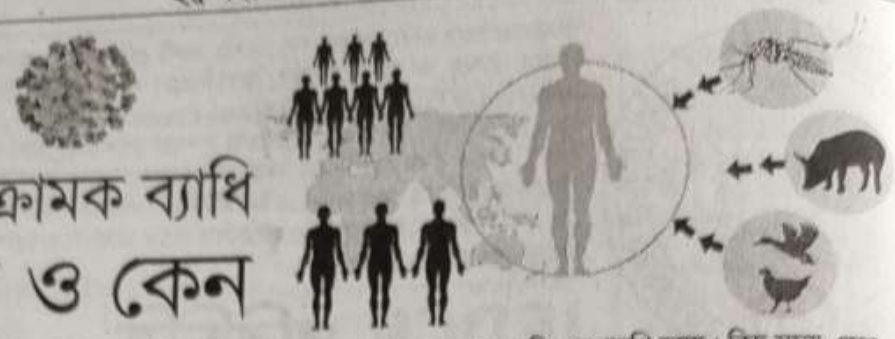

সংক্রামক ব্যাধি কী ও কেন

সারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই মানুষ নানা ধরনের সংক্রামক ব্যাধির মুখোমুখি হচ্ছে। কিছু সময় এসব রোগের কারণ এবং প্রতিকারেও মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে এবং বিশেষজ্ঞদেরও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর চীনের উহানে প্রথমে শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বপ্রান্তে। এতে প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও।

সংক্রামক ব্যাধি কী

মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব বাস করে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি শরীরের জন্য বেশ উপকারী, কোনোটি উপকারী না হলেও ক্ষতিকারক নয়, কোনোটি আবার বিশেষ কোনো অবস্থায় বা কোনো বিশেষ কারণে শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে এবং মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত রোগগুলোকেই সংক্রামক রোগ বলা হয়। সংক্রমণের ইংরেজি পরিভাষা হলো Infection। সংক্রামক রোগ আবার ছোঁয়াচে রোগ নামেও পরিচিত। সংক্রমণ বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ সংঘটক (Infectious Agent) যেমন— ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, পরজীবী (প্যারাসাইট), ভিরয়েড (Viroid), প্রিয়ন (Prion), নেমাটোডা (বিভিন্ন প্রকার কৃমি), পিপড়া, আর্থোপোডা (যেমন— উকুন, মাছি) এবং বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা সংগঠিত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

সংক্রমণের উপসর্গ রোগের ধরনের উপর নির্ভর করে। সংক্রমণের কিছু লক্ষণ সাধারণত পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে যেমন— ক্লান্তি, ক্ষুধা হ্রাস, ওজন হ্রাস, জ্বর, রাতে ঘাম, ঠাণ্ডা ও ব্যথা। অনেক ক্ষেত্রে চামড়ায় দাগ, কাশি ইত্যাদিও হতে পারে।

সংক্রামক রোগ বিস্তার

সংক্রামক রোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করতে পারে।

প্রত্যক্ষ মাধ্যম

- **মানুষ থেকে মানুষে :** এক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্য কোনো জীবাণু সরাসরি সুস্থ মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সংক্রমিত ব্যক্তির, হাঁচি, কাশি, স্পর্শ বা চুমুর মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে।
- **জীবজন্তু থেকে মানুষে :** সংক্রমিত কোনো জন্তু এমনকি পোষা প্রাণীর কামড় অথবা আঁচড় থেকে এ রোগ বিস্তার লাভ করে থাকে। পোষা জন্তুর মল-মূত্র পরিষ্কার করতে গিয়েও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- **মা থেকে নবজাতক :** গর্ভবতী মা-এর থেকে নবজাতক আক্রান্ত হতে পারে। কখনো গর্ভফুলের মাধ্যমে কখনো বা প্রসবের সময় জরায়ুর মুখ থেকে নবজাতকের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করার ঝুঁকি থাকে।

পরোক্ষ মাধ্যম

কোনো কোনো রোগের জীবাণু দূষিত খাদ্য বা পানির মাধ্যমে অথবা দূষিত বাতাস বা পরিবেশস্থ দূষিত কোনো মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। কোনো কোনো জীবাণু জীবন্ত কোনো মাধ্যম ছাড়া জড় পদার্থকে নির্ভর করে বেশ কিছু সময় টিকে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে জীবাণুগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ করার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন— ফ্লু'তে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস সুস্থ কেউ ব্যবহার করলে সে সংক্রমিত হতে পারে।

বাংলাদেশে যত সংক্রামক রোগ

'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮' অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৩টি সংক্রামক রোগের নাম উল্লেখ করা হয়। সেগুলো হলো— ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়াসিস, ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এভিয়ান ফ্লু, নিপাহ, অ্যানথ্রাক্স, মার্স-কভ (MERS-CoV), জলাতঙ্ক, জাপানিজ এনসেফালাইটিস, ডায়রিয়া, যক্ষা, শ্বাসনালির সংক্রমণ, এইচআইভি, ভাইরাল হেপাটাইটিস, টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ, টাইফয়েড, খাদ্যে বিষক্রিয়া, মেনিনজাইটিস, ইবোলা, জিকা এবং চিকুনগুনিয়া।

সংক্রামক ব্যাধির তালিকায় COVID-19

১১ মার্চ ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) করোনাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট COVID-19কে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে। WHO কর্তৃক মহামারি ঘোষণার পর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ১৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে একে সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট জারি করতে নির্দেশ দেয়। ১৯ মার্চ ২০২০ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪(ভ)-এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে সরকার নভেল করোনাভাইরাসকে (কোভিড-১৯) সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করে। ২৩ মার্চ ২০২০ গেজেট জারি করা হয়। গেজেটে ৮ মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের তারিখ কার্যকর করা হয়। সংক্রামক ব্যাধির তালিকায় যুক্ত হওয়া এ ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারি নির্দেশনা কেউ উপেক্ষা করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইনের অধীনে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে।

CCHF ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ইউক্রেনের ক্রিমিয়ায়

মহামারির ২৫০০ বছরের ইতিহাস

হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বজুড়ে বিস্তার ঘটেছে মানুষের। দীর্ঘ এ সময়জুড়ে মানবজাতির সবসময়ের পড়শি ছিল সর্বনাশী সংক্রামক ব্যাধি। এমনকি এই আধুনিক সময়ে এসেও পিছু ছাড়েনি। একটার পর একটা মহামারি লেগেই আছে।

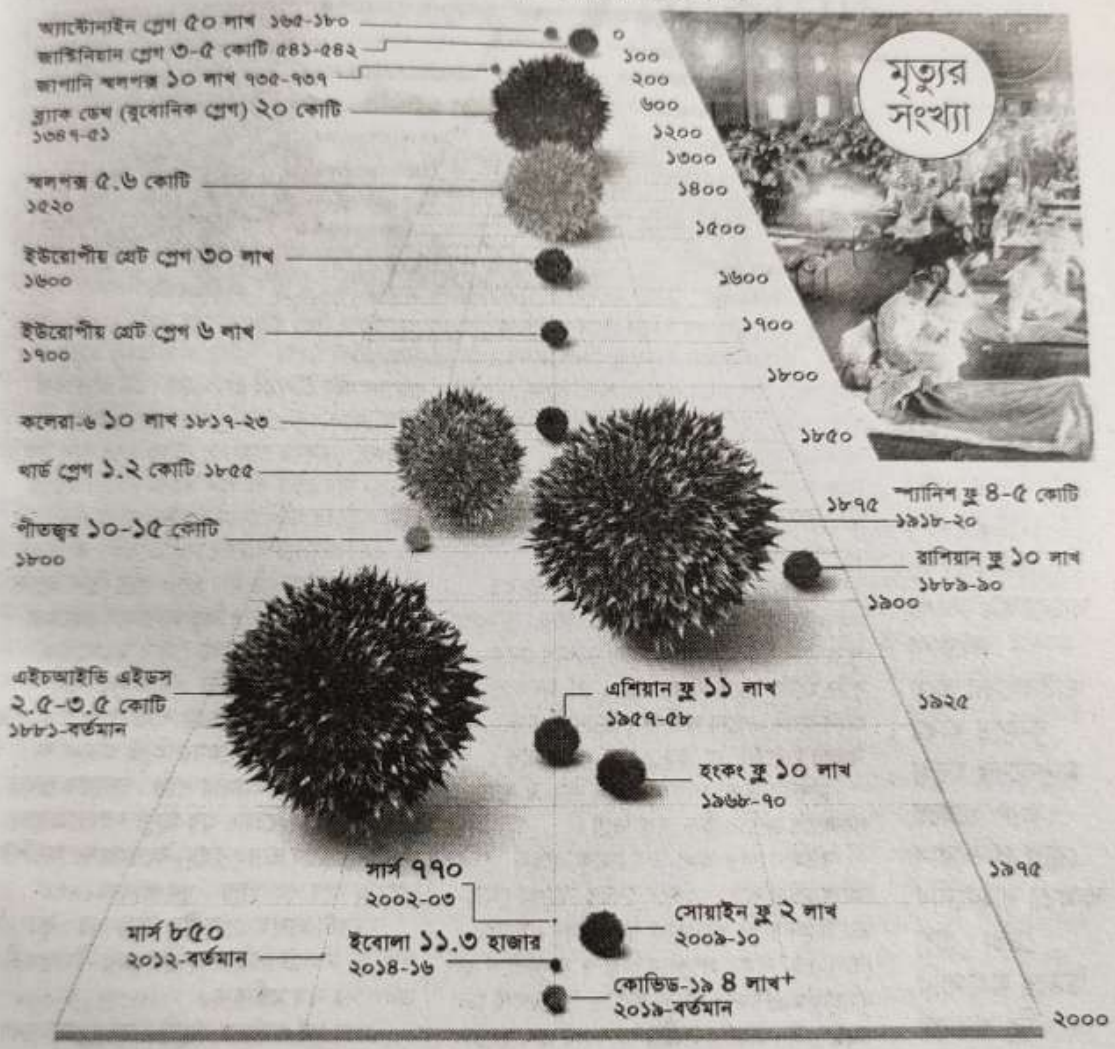

COVID-19

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে অজ্ঞাত কারণে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। ৭ জানুয়ারি ২০২০ একে করোনাভাইরাসের সপ্তম প্রজাতি হিসেবে শনাক্ত করা হয়, যার নামকরণ করা হয় নভেল করোনাভাইরাস।
- প্রথম নভেল করোনাভাইরাস শনাক্ত করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. লি ওয়েন লিয়াং।
- নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ১১ জানুয়ারি ২০২০।
- WHO নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে ৩০ জানুয়ারি ২০২০ Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ঘোষণা করে।
- ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ WHO নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণে ফ্লু'র মতো উপসর্গ নিয়ে যে রোগ হয় তার নামকরণ করে COVID-19।
- ১১ মার্চ ২০২০ COVID-19কে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

জিকা ভাইরাস (Zika Virus) রোগের বাহক মশা

গজব মহামারি ইসলামে সুরক্ষা

করোনা লকডাউন কোয়ারেন্টাইন দিন যত যাচ্ছে ততই শব্দ তিনটি ভয় বাড়াচ্ছে। অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের ভয়ে কুঁকড়ে থাকা মানুষদের মধ্যে শুরু হয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা। প্রশ্ন উঠছে মহামারি কি শতবর্ষ পরপর ফিরে আসে? দেশে দেশে এই প্রশ্নটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। এবার সেই উচ্চারিত প্রশ্নটি সাথে নিয়ে চলে যাবো অনেক পেছনে।

হযরত লুত (আ)-এর সময়ে নেমে এসেছিল গজব। জায়গাটি ছিল ইরাক ও ফিলিস্তিনের মাঝামাঝি এলাকায়। শহরের নাম 'সাদুম'। দারুন সুন্দর শহর। বাড়িতে বাড়িতে পানযোগ্য পানির সরবরাহ ছিল। ছিল চাষের উর্বর জমি। জমিন ভরে থাকতো শস্যে। ফুলে। ফলে। সম্পদে ভরা জীবনটাই একসময়ে বেপরোয়া হয়ে যায়। বিকৃত পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় মানুষ।

পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম শুরু হয় সমকামিতার প্রবণতা। সেকারণেই গজব। ভূমিকম্প পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকে কঙ্কর। এই জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট। জায়গাটি এখন 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লুত' নামে খ্যাত।

মদিনার উত্তর-পশ্চিমে হিজর দাঁড়িয়ে আছে গজবপ্রাপ্ত জাতির চিহ্ন বুকে নিয়ে।

বর্তমান শহর আল-উলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। যেখানে হযরত সালেহ (আ)-এর সামুদ জাতি গজবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সালেহ (আ)-এর 'সামুদ' সম্প্রদায় শিল্প ও সংস্কৃতিতে ছিল দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আদ জাতির পর তারাই ছিল সমৃদ্ধশালী। একদিকে জীবনযাপনের মান যতটা উন্নতির উচ্চ শিখরে যাচ্ছিল, ততই নামতে থাকে মানবতা ও নৈতিকতা। জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো কুফর। শিরক। অন্যায়। অবিচার।

হজরত সালেহ (আ) সত্যের দাওয়াত দিলেন। সুপথে আনার অনেক চেষ্টা করলেন তিনি। বহু চেষ্টার পর দেখা গেলো অল্প কিছু সঙ্গী ছাড়া সবাই অবাধ্য। তারা দাবি করে, 'আপনি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের 'কাতেবা' নামের পাথরময় পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি ১০ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী মাদি উট বের করে দেখান। এটি দেখাতে পারলে আমরা আপনার ওপর ঈমান আনব।'

সালেহ (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পেশ করলে সাড়া দিলেন আল্লাহ। পাহাড় থেকে একটি অদ্ভুত রকমের মাদি উট বের হয়ে এলো। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে কিছু লোকের ঈমান জাগে। বাকি লোকেরা একসময় রহমতের উটকে হত্যা করে ফেলে। মনে প্রচন্ড কষ্ট পান সালেহ (আ)। এরপর তিনি আল্লাহর গজব নেমে আসার ঘোষণা দেন।

নুহ (আ)-এর সময়ে তেড়ে এসেছিল মহাপ্লাবন। সত্যের পথে আনতে দীর্ঘ ৯৫০ বছর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। লাভ কিছু হলো না। লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করেনি। বহু চেষ্টায় অল্পসংখ্যক মানুষ তাঁর পথে এসেছিল। এদিকে নুহ (আ) বিশাল জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করলেন। তারা সেসব কিছুই শুনলো না। একসময় আল্লাহর আজাব নামে। ভয়ংকর প্লাবন আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় মানুষ। স্বয়ং আল্লাহ বলছেন, 'আমি তার (নুহের) বংশধরদের অবশিষ্ট রেখেছি বংশ পরম্পরায়।' সুরা সাফফাত। ৭৭।

সময়টা হযরত শোয়াইব (আ)-এর। লুত সাগরের নিকটে সিরিয়া ও হিজাজের সীমান্তবর্তী জনপদের নাম মাদিয়ান।

এখন পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর মোআনের নিকটের এলাকা। এই শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন মাদিয়ান ইবনে ইবরাহিম (আ)। তিনি মুসা (আ)-এর শ্বশুর। লুত (আ)-এর জাতির ধ্বংসের পরে মাদিয়ানবাসীদের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি 'খতিবুল আম্বিয়া' বা নবীদের মধ্যে 'সেরা বাগ্মী' নামে খ্যাত।

মাদিয়ানবাসীকে পবিত্র কোরআনে কোথাও কোথাও 'আসহাবুল আইকা' বলা হয়েছে। মানে জঙ্গলের বাসিন্দা। কারণ, এখানকার মানুষজন গর্বে অতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এমন কথাও চলে আছে যে, তারা জঙ্গলে 'আইকা' নামের একটি গাছ পূজা করত। এ কারণে নাম হয় 'আসহাবুল আইকা'

ওরা ছিল অর্থনৈতিকভাবে অসৎ। গজব এসেছিল এই কারণে। লোকেরা ওজন ও মাপে কম দিত। প্রিয় কাজ ছিল অন্যের সম্পদ লুটপাট করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন, 'মাদিয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে আমি পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর ওজন ও পরিমাপে কম দিয়ো না। আমি তো দেখছি তোমরা সমৃদ্ধিশালী (এর পরও তোমরা ওজনে কম দিলে), কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।' সূরা। হুদ। ৮৪।

হুদ (আ)-এর আ'দ জাতি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন, 'তুমি কি দেখোনি, তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের ওপর যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রসাদের, যার সমতুল্য অন্যকোনো দেশে তৈরি হয়নি।' সূরা ফাজর। ৬-৮।

আ'দ লোকেরা ছিল ভীষণ উন্নত। নির্মাণ শিল্পে তারা জগৎসেরা। সুরম্য প্রাসাদ আর বাগান তৈরি করতে পারতো। প্রথম দিকে আ'দরা হযরত নুহ (আ)-এর ধর্মমত মেনে চলত। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। পরে আল্লাহকে ভুলে যেতে শুরু করে। ওরা বিশ্বাস করতো তারা যা করেছে তার সবই নিজেদের যোগ্যতায়। অহংকারী হয়ে ওঠা আ'দ জাতির লোকদের সতর্ক করার জন্য আল্লাহ হযরত হুদ (আ)-কে পাঠালেন। তিনি আহবান জানালেন অহংকার ছেড়ে দিতে। আহ্বান জানালেন, আল্লাহর ইবাদতের। বললেন, এক আল্লাহর বিধান মেনে চলতে। না, ওরা হুদ (আ)-এর কথা শুনল না। প্রত্যাখ্যান করেই শান্ত হলো না। বোকা ও মিথ্যাবাদী বলে গালাগাল দিল। এমন আচরণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন। ফলে এলাকায় দেখা দিল প্রচণ্ড খরা। শস্যক্ষেতে ফসল নেই। গাছে থাকলো না ফল। টানা তিন বছরে কাটলো না দুর্ভিক্ষ। না খেয়ে বহু মানুষ মারা যায়। এতেও বদলায় না স্বভাব-চরিত্র। তখনই শুরু হলো ভয়ানক ঝড়, 'যা তিনি ওদের ওপর বইয়ে দিয়েছিলেন একনাগাড়ে সাত দিন আট রাত। তুমি তখন থাকলে দেখতে, ওরা সেখানে উল্টে পড়ে আছে অন্তঃসারশূন্য খেজুর গাছের গুঁড়ির মতো।' সূরা হাক্কা। ৭-৮।

সাহাবাদের সময়ে মহামারি

ঘটনাটি হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন খলিফা হযরত উমার (রা) শামের দিকে রওনা হলেন। 'সাগর' পর্যন্ত পৌঁছলে আজনাদ অধিবাসীদের আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা) ও তাঁর সহকর্মীরা খলিফার সঙ্গে দেখা করলেন। তখন তাঁরা খবর দিলেন, 'শামে মহামারি শুরু হয়েছে।' ঘটনাটি শোনার পর হযরত উমর (রা) ঘোষণা দিলেন, 'আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারির ওপর থাকব, তোমরাও (ফজর পর্যন্ত সওয়ারির ওপর) অবস্থান করো।' এবার আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা) বললেন, 'আল্লাহর তাকদির থেকে পলায়ন করছো?' উমার (রা) বললেন, 'হে আবু উবায়দা! হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদির থেকে আল্লাহরই তাকদিরের দিকেই পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখো যে দুটি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ শ্যামল। অপরটি শূন্য। সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে (উট) চরাও, তাহলে আল্লাহর তাকদিরেই সেখানে চরাবে। আর, যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরাও, তাহলেও আল্লাহর তাকদিরেই সেখানে চরাবে।' এ সময় আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) এলেন। তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে আমার কাছে (হাদিসের) ইলম রয়েছে। আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোনো এলাকায় মহামারির সংবাদ শুনতে পাও তখন তার ওপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যেয়ো না। আর যখন কোনো দেশে তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয় তখন তা থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে যেয়ো না।' এবার উমার (রা) আল্লাহর হামদ করলেন। তারপর চলে গেলেন।' মুসলিম। ৫৫৯১।

শামে কেন মহামারি?

ওই সময় শামে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে অসংখ্য রোমান সেনা মারা যায়। কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাও শহিদ হন। মুসলিমদের লাশ দাফন করা হলেও রোমানদের লাশ জমিনে পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। মরদেহগুলি পচে-গলে যায়। দূষিত হয় আবহাওয়া। নষ্ট হয় জলাধারের পানি। সেখানে জন্ম নেয়া জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। এতেই জন্ম হয় মহামারির।

ইবন হাজার আসকালানী (রা) বলেন, 'এটা ছিল শরীরে এক ধরনের ফোসকা ও একটু বড় টিউমারের মতো।' কেউ আক্রান্ত হলে পাঁচ দিনের মধ্যেই মারা যেতো।

এই মহামারিতে শহিদদের মধ্যে রাসুল (সা)-এর চাচাতো ভাই ফুজাইল ইবন আব্বাস, আবু জান্দান বিন সুহাইল, হারিস ইবন হিশাম, আবু মালিক আশআরিসহ অনেক সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

ভয়ংকর সব ভাইরাস

ব্ল্যাক ডেথ বা কালো মৃত্যুর কারণ গ্রন্থিপ্রদাহজনিত প্লেগ। অন্য অংশের দাবি, এই ভয়ানক মহামারি ঘটেছিল ইবোলা ভাইরাসের কারণে। ইঁদুর ছিল এই রোগের প্রধান জীবাণুবাহী।

১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাসের অস্তিত্ব জানা যায়। মারবুর্গ ভাইরাসের সাথে এই ভাইরাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

মারবুর্গ ইবোলা ভাইরাসের পাঁচটি নাম। ইবোলা-জায়ারে, ইবোলা-সুদান, ইবোলা-আইভোরি কোস্ট, ইবোলা-রেস্টন এবং ইবোলা-বুন্দিবুগিও। ছড়িয়ে পড়া এলাকার নামানুসারে এই নাম। ইবোলা সংক্রমণ হলে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর জ্বর, গলা ব্যথা, পেশির ব্যথা এবং মাথা ধরা শুরু হয়। এরপর বমি এবং ডাইরিয়া হয়। কমে যায় লিভার ও কিডনীর ক্ষমতা।

লাসা জ্বর সংক্রমিত চর্বি, ইঁদুরের প্রস্রাবে দূষিত খাদ্য এবং ইঁদুরের স্পর্শ করা খাবার থেকে ছড়ায়। আক্রান্ত হলে জ্বরের সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তক্ষরণ হতে পারে। লাসা জ্বরটি পশ্চিম আফ্রিকা বিশেষ করে নাইজেরিয়াতেই বেশি হয়। লাসা শহরে রোগটি প্রথম চিহ্নিত হয় ১৯৬৯ সালে।

জিকা ভাইরাস মশার মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। এডিস মশা কামড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাইরাসটি ছড়ায়। যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। উগান্ডার জিকা ফরেস্ট এলাকায় বানরের মধ্যে ১৯৪৭ সালে এটি প্রথম চিহ্নিত হয়।

রিফট ভ্যালি ফিভার (আরভিএফ) মশা বা রক্ত খেকো পতঙ্গরা ছড়ায়। গরু-ভেড়া প্রথমে আক্রান্ত হয়। পরে মানুষে ছড়ায়।

জিকা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় উগান্ডায়

আক্রান্ত হলে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকার্যকর হতে থাকে। ১৯৩১ সালে, কেনিয়ার রিফট ভ্যালিতে প্রথম চিহ্নিত হয় এই ভাইরাস। এটি মার্স এবং সার্স গোত্রের। ২০১২ সালে সৌদি আরবে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব জানা যায়। সেখানে আক্রান্তদের ৩৫ শতাংশে মারা গেছেন। রোগের নাম দেয়া হয় 'মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম' বা সংক্ষেপে 'মার্স'। সৌদি ছাড়াও ভাইরাসটির দেখা পাওয়া গেছে ওমান, আরব আমিরাত, মিসরসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। বলা হয়, মানবদেহে এই ভাইরাস এসেছে উট থেকে।

সার্স বা 'সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি' ভাইরাসের জন্ম চীনে। বিড়াল থেকে ভাইরাসটি এসেছে। সম্পর্ক আছে বাদুড়ের সঙ্গেও। ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সার্স আক্রমণ করে। আক্রান্ত হলে ভয়াবহ শ্বাসকষ্ট হয়।

মারবুর্গ ভাইরাস ইবোলার কাছাকাছি। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য কেউ এতে সংক্রমিত হতে পারে। ইবোলার মতোই বাদুড়কেই এর উৎস ভাবা হয়। আট থেকে নয় দিনের মধ্যেই মারা যায় আক্রান্ত ব্যক্তি। জার্মান শহর মারবুর্গের নামে এর নামকরণ। ১৯৬৭ সালে প্রথম চিহ্নিত হয়। পরে ছড়িয়ে পড়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে।

ক্রাইমিয়ান কঙ্গো হেমোরেজিক ফিভার বা সিসিএইচএফ এক ধরনের এঁটেল পোকা থেকে ছড়ায় মানুষের মধ্যে। এতে মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ। ক্রিমিয়াতে ১৯৪৪ সালে, পরে কঙ্গোতে এটি ধরা পড়ে। আক্রান্তের লক্ষণ মাথাব্যথা, তীব্র জ্বর, মেরুদণ্ড ব্যথা, পাকস্থলীতে ব্যথা ও বমি।

হেনিপেভিরাল রোগ হেনড্রা ভাইরাস প্রথম চিহ্নিত হয় অস্ট্রেলিয়ায়। এটাও বাদুড় থেকেই ছড়ায়। মানুষ ও ঘোড়ার মধ্যে বেশি সংক্রমণ ঘটায়। ১৯৯৪ সালে ব্রিসবেনের একটি শহরতলী এটির প্রথম আক্রমণের স্থান।

নিপাহ ভাইরাস আসে বাদুড় থেকে। পশুপাখি ও মানুষের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। মৃত্যু হার ৭০ শতাংশে। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় শূকরের মধ্যে প্রথম চিহ্নিত হয়। সেখানকার কৃষি শহর নিপাহর নামে ভাইরাসটির নামকরণ।

এইচআইভি সংক্রমণে মানবদেহে এইডস রোগের সৃষ্টি হয়। মূলত এইডস একটি রোগ নয় এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত নানা রোগের উপস্থিতি।

গুটিবসন্ত বা স্মলপক্স ভ্যারিওলা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত মারাত্মক ব্যাধি। টিকা আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৬ সালে। অথচ টিকা আবিষ্কারের প্রায় ২০০ বছর পরে ভারতে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুকে হেমোরেজিক ফিভার বলা হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস অর্থোমিক্সোভিরিডি ফ্যামিলির ভাইরাস। স্প্যানিশ ফ্লু 'দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক' নামে পরিচিত। গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস দুই হাজার চারশো বছর আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ লিখে রাখেন।

১৯১৬ সালে পোলিও প্রথম মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। টিকা আবিষ্কার হয় ১৯৫০ সালে। হিলারি কোপ্রোস্কি এটি আবিষ্কার করেন।

সর্বকনিষ্ঠ ভাইরাসটির নাম করোনা। এই মুহূর্তে তাণ্ডব চালাচ্ছে সারা বিশ্বে।

পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও করোনাভাইরাসের উৎস হতে পারে বাদুড় ও সাপ। চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্স এমনই মনে করছে। জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ফুলে যাওয়া কিংবা সর্দি এর উপসর্গ। অনেকটা সার্স আক্রান্ত উপসর্গের মতো।

ইতিহাসে মহামারি

প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসবিদ থুকিডাইডিস... লেখায় মহামারির উল্লেখ আছে।

মিসরীয় মমির গায়ে বসন্ত রোগের ছবি দেখা যায়। মিসরের ফারাওরা ... এক সময় শাসন করতো। সেই ফারাও ... গোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে গুটি বসন্তে।

৪৩০ খ্রিষ্টপূর্ব। এথেন্সে চলছে ... অব এথেন্সের দাপট। চলছে স্পার্টানদের সাথে গ্রিকদের যুদ্ধ। এমনদিনে এসে পড়লো প্লেগের অদৃশ্য আক্রমণ। বর্তমানের লিবিয়া, ইথিওপিয়া ও মিসর ঘুরে এসে মহামারি গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ ছিল জ্বর। প্রচণ্ড পিপাসা। গলা ও জিব রক্তাক্ত হওয়া। ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া ও ক্ষত। ... করা হয় এটি ছিল টাইফয়েড জ্বর। কয়েকদিনের মহামারিতে মারা যায় ... হাজার গ্রিক সৈন্য। যা ঐ নগরের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। রোগটির ... 'ভেরিওলা ভাইরাস'। একজন মানুষের ত্বকের সাথে আরেকজনের স্পর্শেই ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বাতাসের মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে ভেরিওলা। এই মহামারির কারণেই স্পার্টানদের কাছে যুদ্ধে হেরেছিল এথেনিয়ানরা।

১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। জার্মানিতে মুরগি থেকে ছড়িয়ে পড়ে 'অ্যান্টনি প্লেগ'। ১৮০ সাল পর্যন্ত চলে মহামারি। ছড়িয়ে পড়ে ... সেনাদলে। ভয়ে মানুষ পশুর মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। আক্রান্তদের জ্বর, গলা ... ও ডায়রিয়ার উপসর্গ দেখা দিতো। ... দেহে পুঁজযুক্ত ক্ষত হতো। শেষ পর্যন্ত মারা যেতো।

২৫০ খ্রিষ্টাব্দ। সাইপ্রিয়ান প্লেগ পৃথিবীতে তাণ্ডব চালিয়েছে প্রায় তিনশো বছর। দীর্ঘসময় যেসব মহামারি টিকে ছিলো তার মধ্যে অন্যতম। কার্থেজ অঞ্চলের এক চার্চের এক যাজকের নামানুসারে ভাইরাসের নামকরণ করা হয়। কারণ তিনি প্রথম এই ভাইরাসের সংক্রমণে মারা যান। মহামারি রোমান সাম্রাজ্যকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল। ... রাজপরিবারে। প্রাণ যায় রাজপরিবারের কয়েকজনের। এই মহামারি উত্তর আফ্রিকা হয়ে রোম, এরপর সেখান ... মিসর এবং আরো উত্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

www.kathaprokash.com

ডেঙ্গু জ্বর সৃষ্টিকারী ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস মশা

৫৪১ খ্রিষ্টাব্দ। 'দ্য প্লেগ অব জাস্টিনিয়ান' তাণ্ডব চালিয়েছিল মিসরে।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময়ের এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ার দায় দেয়া হয় ইঁদুরকে। সেখান থেকে ফিলিস্তিন ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে মহামারি। পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাণ্ডব চালায় প্লেগ। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ওই সময় রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাইজেন্টাইনকে জুড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। মহামারিতে উল্টে যায় পরিকল্পনা। দেশে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক সংকটের। ওই সময় মিসর থেকে খাদ্য শস্য যেতো দেশে দেশে। শস্যের সাথে রোগটিও চলে যায় পশ্চিমে। ইস্তানবুলে প্রতিদিন গড়ে প্রাণ যেতো অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের। ৫০ বছর ধরে এই মহামারি আড়াই কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। পরে আরও দুই শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সময়ে মহামারি তাণ্ডব চালায়। মারা যায় প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। তখনকার হিসাবে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬ ভাগ।

৬০০ শতকের প্রথমার্ধে সারা দুনিয়ায় ৪০ ভাগ মানুষ মারা যায় প্লেগ রোগে।

৭৩৫-৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। এই দুই বছরে শুধুমাত্র জাপানে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। একই সময়ে প্লেগ মহামারিতে ধ্বংস হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য।

১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দ। দেশের নাম ইংল্যান্ড। বুবোনিক প্লেগ বা 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর সময় ইংরেজি ভাষার পাল্টে যাওয়ার গল্পও অনেকটা এ রকমই। ইউরেশিয়া ভূখন্ডে একটা রাস্তা ধরে বাণিজ্য চলছিল। পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপে। আবার উল্টো পথেও। নাম হয়ে গেলো রেশম পথ বা সিল্ক রুট। পূর্ব এশিয়ার চীন দেশে বুবোনিক প্লেগ নামে এক রোগ দেখা দিল। প্রথমে মাছি থেকে ইঁদুরে। পরে ইঁদুর থেকে চলে আসে মানবদেহে। চীনে বেশি ছড়াল না। রোগটা সাথে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডের ডরসেট কাউন্টির ওয়েইমাউথ শহরে হাজির হলেন এক নাবিক। সিল্ক রুট ধরে এসেছিলেন সেই নাবিক।

১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। চলছে জুন মাস। লন্ডনে ছড়িয়ে পড়লো প্লেগ। শত শত যাজক প্রাণ হারাতে থাকলেন। যারা কোনভাবে বেঁচে গেলেন তারা পালিয়ে গেলেন অন্য জনপদে। শুধু যাজকরা নয় অনেক ধণবান মানুষরাও মারা গেলেন। হারিয়ে গেল বড়লোকদের বড় অংশ। আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে থাকলেন দরিদ্র চাষিরা। কঠোর পরিশ্রম করতো বলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি ছিল। কাজেই তারা মরলো অনেক কম।

প্লেগের দ্বিতীয় মহামারি ১৩৫০ সালের ঘটনা। কুখ্যাত বুবোনিক প্লেগ। নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া এর জন্য দায়ী। দ্য ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত হওয়া মহামারি প্রথমে এশিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা পশ্চিমে ছড়ায়। আক্রান্ত এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যায় যে লাশ দাফনে কেউ ছিল না। পথে ঘাটে পড়ে ছিল লাশ আর লাশ। এই লাশ পচে-গলে আরেক দুঃসহ সংকটের জন্ম দেয়। মহামারির কারণে ওই সময়ে থেমে যায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ। ধসে পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো।

১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ। মেক্সিকোতে ছড়িয়ে পড়ে স্মলপক্স। চলে দুই বছর। মারা যায় প্রায় ৮০ লাখ মানুষ। পরের বছর, ইউরোপিয়ানদের সাথে আসা একজন আফ্রিকান দাস স্মল পক্স নিয়ে আসলে গোটা এজটেক সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ। তিন দেশের মানুষ ফ্রান্স, ইংল্যান্ড আর নেদারল্যান্ডবাসীর মাধ্যমে স্মলপক্স ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকার ম্যাসাচুয়েটসে। মারা যায় প্রায় দুই কোটি মানুষ।

১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। বলকান অঞ্চলে মহামারি আঘাত করে। ৫০ হাজার মানুষ মারা যায় প্লেগে। একই শতকে রাশিয়া ও পার্সিয়া ভয়ঙ্কর মহামারির মুখে পড়ে। দুই লাখ মানুষ মারা যাওয়ার পর পার্সিয়া অভিশপ্ত হিসেবে গণ্য হতো।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। দ্য গ্রেট প্লেগ অব লন্ডন। এটিও ছিল বুবোনিক প্লেগ। এ বছর লন্ডনের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ মানুষ মারা যায়। প্রথমে রোগের উৎস হিসেবে কুকুর-বিড়ালের কথা উঠেছিল। আতঙ্কে শহরের কুকুর-বিড়ালদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিছুদিন পর ভুলটা ভাঙে। জানা যায় কুকুর-বিড়াল এই রোগের জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। এ বছর আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে ইয়েলো ফিভার মহামারি আকার ধারণ করে। নগরের দশ ভাগের এক ভাগ প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ মারা যায়।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ। প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে ভারত, হংকং ও চীনে। মারা যায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। প্রথমে চীনে শুরু। ভারতে এই মহামারি সবচেয়ে প্রাণঘাতী রূপ নেয়। বলা হয়, এই মহামারিকে উপলক্ষ্য হিসেবে নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকেরা নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নেয়।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ। ফ্লু'র মাধ্যমে জন্ম নেয়া প্রথম মহামারি। শুরু হয় সাইবেরিয়া ও কাজাখস্তানে। পরে মস্কো হয়ে ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপেও দেখা দেয় মহামারি। সমুদ্র পার হয়ে ছড়িয়ে

www.kathaprokash.com

৫৫ বছরের জীবন। জন্ম থেকে শেষদিন পর্যন্ত সময়রেখায় সমগ্রজীবন এবং চারপাশের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত

বঙ্গবন্ধু অভিধান

মলাট মূল্য ১৫০০ টাকা। বিক্রি মূল্য ১১৫০ টাকা।

কথাপ্রকাশ

কথাপ্রকাশের এই ০১৭০৬৮৯৩২১০ নম্বরে নাম, ঠিকানা এসএমএস করে ১১৫০ টাকা বিকাশ করুন। বই পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়।

অথবা রকমারি থেকে কিনতে অর্ডার করুন রকমারি.com

পড়ে উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলে। শেষ হয় পরের বছরের শেষ প্রান্তে। প্রাণ যায় তিন লাখ ৬০ হাজার মানুষের।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। প্লেগের তৃতীয় মহামারি হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। জানুয়ারি মাসে শুরু। চলে জুন পর্যন্ত। ছয় মাসে প্রায় ৮০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় চীনের ক্যান্টন শহরে। ছড়িয়ে পড়ে হংকং আর গুয়াংছৌ প্রদেশে। যেসব শহরের সাথে ইউয়ানের সম্পর্ক ছিল। এরপর ছড়িয়ে পড়ে ভারত, আফ্রিকা, ইকুয়েডরে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও। প্রায় বিশ বছর ধরে তাণ্ডব চালানো মহামারিতে প্রাণ যায় এক কোটির বেশি মানুষের।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ। চীনে ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ। মাত্র দুই বছরে চীনের মাঞ্চুরিয়ায় মারা যায় ৬০ হাজার মানুষ।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ। সালে স্প্যানিশ ফ্লু'র ধাক্কায় কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব। এবারও সেই একই ধাক্কা। যুগে যুগে অসংখ্য মহামারির ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ হারিয়েছে কোটি কোটি মানুষ। এ বছর তাণ্ডব চালকের নাম 'দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক'। সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এক মৃত্যুর পর আরেক মৃত্যু দেখতে থাকলো বিশ্ববাসী। পরের বছরেই ভয়ানক মহামারি। কিছুদিনের মধ্যেই সারাবিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায়। বাড়তেই থাকলো মৃত্যুর সংখ্যা। বলা হয়, চার বছরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ যায় দুই কোটি মানুষের। আর মাত্র এক বছরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিকে চলে যায় এককোটির বেশি মানুষের জীবন। মহামারিতে নিজেকে রক্ষার জন্য অনেক দেশে মাস্ক ব্যবহার করার আইন তৈরি হয়। নিষিদ্ধ হয় জটলা ময়দানে-হাটে-বাজারে। বিশেষজ্ঞরা দেখলেন, যারা মারা যাচ্ছেন তাদের ফুসফুস নীল। স্যাঁতস্যাঁতে। পানিতে ডুবে মারা গেলে যেমনটা হয়। ধারণা করা হয়, স্প্যানিশ ফ্লু'র জন্মস্থান চীন। সেদেশের শ্রমিকদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে কানাডা হয়ে ইউরোপে। উত্তর আমেরিকা হয়ে ইউরোপে ছড়ায়। স্পেনের মাদ্রিদে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর নাম হয় 'স্প্যানিশ ফ্লু'। প্রকোপ কমে আসে পরের বছর গরমকালে। সালফা ড্রাগস ও পেনিসিলিন তখনো আবিষ্কৃত না হওয়ায় স্প্যানিশ ফ্লু অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। স্পেনের মোট ৮০ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়। বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫০ কোটি।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ। পোলিওতে আক্রান্ত হয় আমেরিকার ৬০ হাজার শিশু। মারা যায় তিন হাজারের বেশি।

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। এশিয়ান ফ্লু হংকং থেকে ছড়িয়ে পড়ে চীনে। ছয় মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে যুক্তরাজ্যে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। প্রাণ যায় প্রায় ১৪ হাজার মানুষের। ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে এশিয়ান ফ্লু দ্বিতীয়বারের মতো মহামারির জন্ম দেয়। ওই সময় এশিয়ান ফ্লুতে বিশ্বব্যাপী মারা যায় প্রায় ১১ লাখ মানুষ। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা যায় ১ লাখ ১৬ হাজার প্রাণ। পরে ভ্যাকসিন দিয়ে থামানো হয় মহামারি।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। ভয়ংকর বিপদ নেমেছিল ভারতের বুকে। পৃথিবীতে শেষবার স্মলপক্স বা গুটি বসন্তের মহামারি হানা দেয়। বিবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে এক লাখ দশ হাজার মানুষ গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়। মারা যায় ২০ হাজার মানুষ। মহামারি ঠেকাতে নেয়া হয়েছিল অনন্য উদ্যোগ। এক কোটি গুটি বসন্তের টিকা দেওয়া হয়। এর জন্য ব্যবহার করা হয় ১০ লাখ সুঁই। ছয় লাখ গ্রামের ১২ কোটি বাড়িতে গিয়ে গুটি বসন্তে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান করেছিলেন ১ লাখ ৩৫ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী। তারা দুটো দল কাজ করছিলো। একটি দলের কাজ ছিল নতুন রোগী খুঁজে বের করা। অন্য দলটির কাজ ছিল রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। শনাক্ত হলো এইচআইভি ভাইরাস। যার পোশাকি নাম এইডস। আমেরিকাতে মারা যায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ।

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ। এলো সার্স। সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম। সংক্ষেপে সার্স। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে কয়েক লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্রুত প্রতিষেধক আবিষ্কার করায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারেনি। ছয় মাসের মধ্যেই দমানো যায় সার্স। প্রাণ যায় ৭৩৭ জনের।

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ। আক্রমণ করলো সোয়াইন ফ্লু বা এইচ-ওয়ান-এন-ওয়ান ভাইরাস। মারা যায় বহু মানুষ। ধারণা করা হয় সোয়াইন ফ্লু'তে ৫ লাখ ৭৫ হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দ। ভয়ংকর ভূমিকম্পের পর হাইতিতে মহামারি রূপ নেয় কলেরা। মারা যায় প্রায় ১০ হাজার মানুষ।

২০১২ খ্রিষ্টাব্দ। ছড়িয়ে পড়ে হাম। ভাইরাসজনিত রোগ হামে মারা যায় প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ। ভাইরাসের পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ টিউবারকিউলোসিস। প্রায় সেড় লাখ মানুষ মারা যায়।

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ। ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম আফ্রিকায়। প্রাণ যায় ১১ হাজার তিনশো মানুষের।

নবীজি (স) বলেছেন

আজকের লকডাউনের কথা নবীজি (স) বলেছেন দেড় হাজার বছর আগে।

বলেছেন, 'কোথাও মহামারি দেখা দিলে এবং সেখানে তোমারা অবস্থানরত থাকলে সে জায়গা ছেড়ে চলে এসো না। আবার, কোনো এলাকায় দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থান না করলে সে স্থানে গমন করো না।' তিরমিজি। ১০৬৫।

একই সাথে নবীজি (স) বলেছেন 'মহামারিতে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিকে পাপী-জাহান্নামি মনে করা যাবে না। 'পাঁচ প্রকার মৃত শহিদ। মহামারিতে মৃত। পেটের পীড়ায় মৃত। পানিতে ডুবে মৃত। ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে মৃত এবং আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেছে।' বোখারি। ২৮২৯। ২। 'মহামারির কারণে মারা যাওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত।' বোখারি। ২৮৩০।

ইসলামে সুরক্ষা

নবীজি (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা তিনবার বলবে 'বিসমিল্লা-হিল্লাজি লা ইয়াদ্বুরু মাআসমিহি শাইউন ফিল আ ওয়ালা ফিস সামাই, ওয়াহুয়াস সামি আলিম।' সকাল হওয়া পর্যন্ত তার আকস্মিক কোনো বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে পর্যন্ত তার ওপর আচমকা কোনো বি আসবে না। আবু দাউদ। ৫০৮৮।

যা আছে পবিত্র কোরআনে

- 'আর তারপর আমি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী। এমন এক বাহিনী যা তোমরা চোখে দেখতে পাওনি।' সূরা আহযাব। ৯।
- 'তারপর আমি তাদের ওপর অভাব অনটন আর দু:খ-ক্লেশ চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যেন তারা আমার কাছে নম্রতাসহ নতি স্বীকার করে।' সূরা আনআম। ৪২।
- 'তারপর (তাদের এই অবিচার মূলক জুলুম কার্য করার পর) তাদের বিরুদ্ধে আমি আকাশ থেকে কোনো সেনাদল পাঠাইনি। পাঠানোর কোনো প্রয়োজনও আমার ছিল না। ওটা ছিল শুধু একটা বিস্ফোরণের শব্দ, আর সহসা তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল (লাশ হয়ে গেল)।' সূরা ইয়াসীন। ২৮-২৯।
- 'শেষ পর্যন্ত আমি এই জাতিকে প্লাবন পোকামাকড় বা পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, ইত্যাদি পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে।' সূরা আরাফ। ১৩৩।
- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা কিংবা এর চাইতেও তুচ্ছ বিষয় (ভাইরাস বা জীবাণু) দিয়ে উদাহরণ বা তাঁর নিদর্শন প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।' সূরা বাকারা। ২৬।
- আমি কোনো জনপদে এমন কোনো নবীই পাঠাইনি যার অধিবাসীদেরকে আমি দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যধি এবং অভাব-অনটন দ্বারা আক্রান্ত করিনি। যেন তারা নম্র এবং বিনয়ী হয়।' সূরা আরাফ। ৯৪।
- 'তোমার 'রবের' সেনাদল বা সেনাবাহিনী (কত প্রকৃতির বা কত রূপের কিংবা কত ধরনের) তা শুধু তিনিই জানেন।' সূরা মুদ্দাসসির। ৩১।
- 'তুমি তাদের বলো যে, আল্লাহ তোমাদের উর্ধ্বলোক হতে বা উপর থেকে এবং তোমাদের পায়ের নিচ হতে শাস্তি বা বিপদ পাঠাতে পূর্ণ সক্ষম।' সূরা আনআম। ৬৫।
- 'তারপর আমার ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করে ফেললো। ফলে তারা তাদের নিজেদের গৃহেই মৃত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে রইল।' সূরা আরাফ। ৯১।
- 'তারপর আমি এই লূত সম্প্রদায়ের ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু।' সূরা কামার। ৩৪।
- 'অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিলো।' সূরা ইউনুস। ১৩।
- 'তারপর প্রবল বন্যার পানি তৈরি করলাম এবং তাদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম। অকৃতজ্ঞ অহংকারী ছাড়া এমন শাস্তি আমি কাউকে দিই না।' সূরা সাবা। ১৬-১৭।
- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর ওপর (অর্থাৎ আরশ, পঙ্গপাল কিংবা ভাইরাস) সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।' সূরা বাকারা। ১৪৮।
- 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি এবং ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে তুমি ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' সূরা বাকারা। ১৫৫।
- 'অতঃপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উপদেশ এবং দিক-নির্দেশনা দেয়া হলো, তারা তা ভুলে গেল (আল্লাহর কথাকে তুচ্ছ ভেবে প্রত্যাখ্যান করলো) তাদের এই সীমালঙ্ঘনের পর আমি তাদের জন্যে প্রতিটি কল্যাণকর বস্তুর দরজা খুলে দিলাম (অর্থাৎ তাদের জন্যে ভোগ বিলাসিতা, খাদ্য সরঞ্জাম, প্রত্যেক সেক্টরে সফলতা, উন্নতি এবং উন্নয়ন বৃদ্ধির দরজাসমূহ খুলে দিলাম।) শেষ পর্যন্ত যখন তারা আমার দানকৃত কল্যাণকর বস্তুসমূহ পাওয়ার পর আনন্দিত, উল্লসিত এবং গর্বিত হয়ে উঠলো, তারপর হঠাৎ একদিন আমি সমস্ত কল্যাণকর বস্তুর দরজাসমূহ বন্ধ করে দিলাম। আর তারা সেই অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়লো। তারপর এই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কর্তিত হয়ে গেল এবং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যেই রইলো, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' সূরা আনআম। ৪৪-৪৫।
- 'তোমরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছো যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অথবা তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না? এমন অবস্থায় যে ভূগর্ভ তথা জমিন (আল্লাহর নির্দেশে) আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে বা ভূমিকম্পকে চলমান করে দেয়া হবে।' সূরা মূলক। ১৬-১৭।
- 'তারপর আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানি দ্বারা বিপন্ন করেছিলাম। (সংকটাপন্ন এবং বিপদগ্রস্থ অবস্থায় রেখেছিলাম) উদ্দেশ্য ছিল, তারা হয়তো আমার পথ-নির্দেশ গ্রহণ করবে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করবে। (আমার আধিপত্য স্বীকার করে নিবে)।' সূরা আ'রাফ। ১৩০।
- 'জনপদের অধিবাসীরা কি ভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছে সেই আল্লাহর বিষয়ে যে, তিনি তাদের ওপর ঘুমন্ত অবস্থায় শাস্তি পাঠাবেন না? নাকি জনপদের অধিবাসীরা চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছে এই বিষয়ে যে, আমি তাদের ওপর শাস্তি পাঠাবো না, এমন অবস্থায় যে যখন তারা প্রকাশ্য দিবালোকে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকবে?' সূরা আরাফ। ৯৭-৯৮।
- 'আপনি কি দেখেননি, আপনার 'রব' আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সঙ্গে কি আচরণ করেছিল? যাদের দৈহিক গঠন ছিল, স্তম্ভ এবং খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ এবং তাদেরকে এত শক্তি ও বল দেয়া হয়েছিল যে, সারা বিশ্বের শহরসমূহে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে দেয়া হয়নি এবং সামুদ গোত্রকে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করতো এবং বহু সৈন্যবাহিনীর অধিপতি ফেরাউনের সঙ্গে, যারা দেশের সীমা সমূহ লঙ্ঘন করেছিলো। অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তারপর আপনার 'রব' তাদের ওপর শাস্তির কশাঘাত করলেন। নিশ্চয়ই আপনার 'রব' প্রতিটি বিষয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।' সূরা ফাজর। ৬-১৪।
- 'আমি জালিমদেরকে সুযোগ দিই বা বেঁচে থাকার সময় দেই, তাদের পাপকে পাকাপোক্ত করার জন্য।' সূরা আলে ইমরান। ১৭৮।

উৎস

- *পবিত্র কোরআন। বোখারি শরিফ। তিরমিজি।*
- *হিস্ট্রি ডট কম।*
- *সোর্স বুক অব মেডিকেল হিস্ট্রি।*
- *ডিজিজ অ্যান্ড হিস্ট্রি, ফ্রেডারিক সি. কাটব্রাইট।*
- *ডিজিজ, দ্য স্টোরি অব ডিজিজ অ্যান্ড ম্যানকাইন্ডস কনটিনিউয়িং স্ট্রাগল অ্যাগেইনস্ট ইট, মেরি ডবসন।*
- *এনসাইক্লোপিডিয়া অব পেস্টিলেন্স, প্যানডেমিকস অ্যান্ড পেগস।*
- *ইনফ্লুয়েঞ্জা, দ্য আমেরিকান এক্সপেরিয়েন্স।*

■

শেখ সাদী

ডেঙ্গু ভাইরাস চার ধরনের— DENV-1, DENV-2, DENV-3 এবং DENV-4

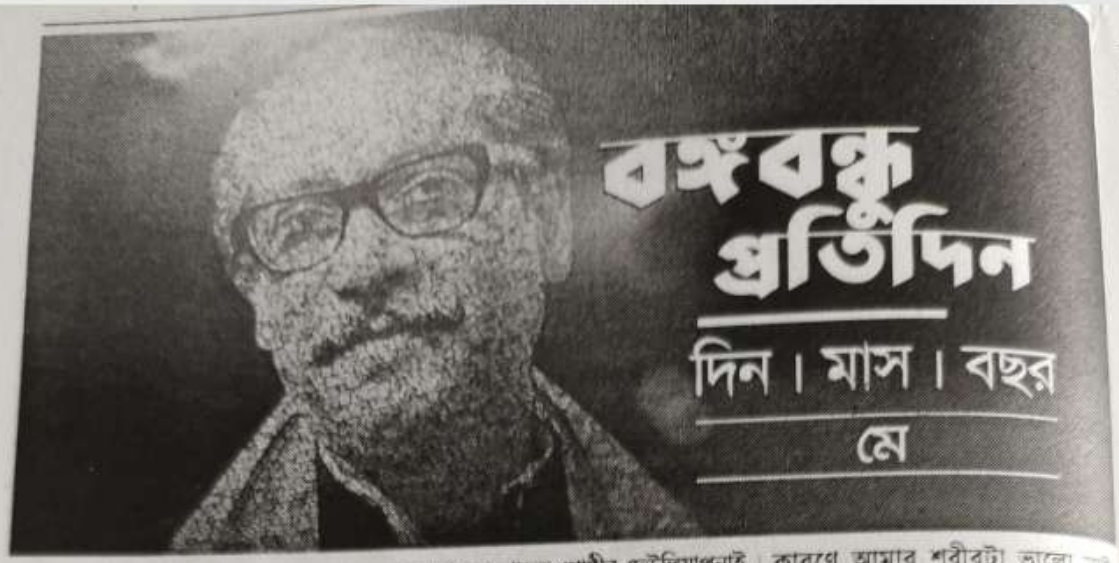

১ মে

১৯৪৯ : ১৯ এপ্রিল গ্রেফতার হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শেখ মুজিব গোয়েন্দা বিভাগের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে ব্যক্তিগত পরিচিতি ও মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি ছাত্র ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান।

১৯৬০ : রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ১ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সফর করেন শেখ মুজিব। উঠলেন চট্টগ্রাম রেস্ট হাউসের ১৪ নম্বর কক্ষে।

১৯৬৪ : বগুড়া। এডওয়ার্ড পার্ক। জনসভায় মুজিব বললেন, 'সরকারের নির্যাতন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, প্রদেশের গোটা শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার ছাত্রদের ওপর যে দমননীতি চালাচ্ছে তাতে তাদের অকল্যাণের পথই প্রশস্ত হবে।'

১৯৬৪ : অধিকার আদায়ের চূড়ান্ত সংগ্রামে সবাইকে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানালেন মুজিব।

১৯৬৬ : করাচি। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান আহমদ আলতামাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে হয়রানির সমালোচনা করে বলেন, 'এতে শাসক গোষ্ঠীর দেউলিয়াপনাই প্রকাশিত হচ্ছে। শেখ মুজিবের একমাত্র অপরাধ তিনি দেশের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরেছেন।'

১৯৬৭ : কারাগারে বসে মুজিব লিখলেন, 'খবরের কাগজের মারফত দেখতে পেলাম কয়েকটি বিরোধী দল ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটা ঐক্যজোট করেছে। ঐক্যজোটের নাম দেয়া হয়েছে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কর্মসূচি পূর্বেই আমি পেয়েছি।'

১৯৭২ : তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা। স্বাধীন দেশে প্রথম মে-দিবস পালিত হলো। গণভবনের সামনে লালবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, 'ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক বিদেশি এজেন্ট ও দুষ্কৃতকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ, আপনারা এই সাম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।'

২ মে

১৯৫২ : দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর কাজে উদ্যোগী হলেন শেখ মুজিব। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এম এ আজিজকে চিঠিতে লিখলেন, 'জেনে খুশি হবেন গত ২৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে আমাকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন জেলে থাকার কারণে আমার শরীরটা ভালো নাই। ইনশাল্লাহ আশা করি পরে সফর শু- করতে পারবো। এর মধ্যে আস- নির্বাচনকে সামনে রেখে মফস্বল লেভে- আমাদের ইউনিটগুলোকে কঠোরভা- কাজ করে যেতে হবে।'

১৯৫২ : এদিন গোয়েন্দা কর্মকর্- সারাদিন শেখ মুজিবকে অনুসরণ ক- প্রতিবেদনে লিখলেন, '১৭টা ১৫ থে- ১৭টা ৩০ এর মধ্যে ছয় জন ছা- মোগলটুলিতে আসে। আওয়ামী মুসলি- লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি রফিকু- ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে সন্দেহভাজন শে- মুজিব ১৭টায় সেখানে আসেন। সেখ- থেকে ১৮টা নাগাদ বেরিয়ে তারা ন- দিকে চলে যান। সন্দেহভাজন মুজি- রহমানকে অনুসরণ অব্যাহত থাকে।'

১৯৭২ : পাকিস্তানে আটক বাঙালিদে- ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্র- প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করলেন বঙ্গবন্ধু।

৩ মে

১৯৬৩ : ছাত্রী নার্সদের চলমান ধর্মঘটে- সমর্থনে দেয়া বিবৃতিতে শেখ মুজি- বললেন, 'ছাত্রী নার্সদের ধর্মঘটের সংবা- দেশের প্রতিটি মানুষের নিকটে- বিভ্রান্তিকর ও উদ্বেগজনক। কিন্তু সরকা- অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ বিষয়ে এ- পর্যন্ত উদাসীন। যদিও বিষয়টি রোগাক্র- মানুষের জীবনমরণের প্রশ্ন।'

১৯৬৪ : গাইবান্ধা। ক্লাব প্রাঙ্গণে- জনসভা। মুজিব বললেন, 'চাষ উপযো- ২৫ বিঘার কম জমির মালিকদের -

চিকুনগুনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের বাহক মশা

বছরের জন্য সম্পূর্ণরূপে কর মওকুফ করাই আওয়ামী লীগের দাবি। আগামী বাজেটেই কর মওকুফের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাই।'

১৯৬৬ : ঢাকার কমলাপুর। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সংবর্ধনা সভায় মুজিব বললেন, 'গ্রেফতারি এবং হয়রানির কথা জেনেশুনেই ছয় দফার সংগ্রামে নেমেছি। জনগণের ভোটাধিকার নেই এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাবার কোনো আশা নেই জানা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে এই সংগ্রামে নেমেছি।'

১৯৬৭ : কারাগারে বসে শেখ মুজিব লিখলেন, '৩রা মে দেশরক্ষা আইনে (বিনা বিচারে) শেষ তিন মাসের সরকারি হুকুমনামা আমাকে দেয়া হয় নাই। এক বৎসর শেষ হয়ে গেছে ৩রা মে তারিখে। ...আপিল করা হয়েছে সাজার বিরুদ্ধে। আপিল মঞ্জুরও হয়েছে। আগামী ২৯ তারিখে জামিন সম্বন্ধে শুনানি হবে ঢাকা জেলা জজের কাছে। যদি জামিন পেয়ে যাই তবে সরকার আবারও আমাকে ডিপিআর-এ বিনা বিচার আইনে বন্দি রাখবেন।'

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধুর আহবানে জয়দেবপুরে নির্মাণাধীন মেশিন-টুলস কারখানার জন্য এক কোটি ডলার সাহায্য দেবার ঘোষণা দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার।

৪ মে

১৯৪৮ : এদিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'শান্তি মিশনের নামে পূর্ববঙ্গ সফররত এইচ এস সোহরাওয়ার্দী তার উদ্দেশ্য পূরণে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। তাকে ছাত্রকর্মীসহ সহযোগিতা করছে অবিভক্ত বাংলায় সোহরাওয়ার্দী সমর্থক ঢাকার ছাত্রনেতা এবং গোপালগঞ্জ থানার টুঙ্গিপাড়ার মুজিবুর রহমান। তারা সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে নানা প্রচারণা চালাচ্ছে।' ২৯ এপ্রিল ফরিদপুর এস এন একাডেমি চত্বরে সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিব। বক্তৃতায় তিনি এলাকার জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতিতে যে দুর্গতিতে পড়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের জন্য যেসব ছাত্ররা ত্যাগ স্বীকার করেছে তারা এখন পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং ফিফথ কলামিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

১৯৭২ : সচিবালয়। কর্মচারী সমিতির সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু বললেন, 'পুরনো মনোবৃত্তি ছেড়ে জনগণের খাদেম হিসেবে কাজ করুন।' বললেন, 'বিদেশি শক্তির যোগসাজশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বানচালের চেষ্টা করা হলে সেই ষড়যন্ত্রের বীজ সমূলে উৎপাটন করা হবে।'

১৯৭৪ : আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চলমান সন্ত্রাস দমনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ আবেদন জানায় দল। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পরিপন্থী কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০১ জন রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

৫ মে

১৯৫২ : সরকারের এক উপসচিব গোয়েন্দা সংস্থাকে শেখ মুজিবের গতিবিধি সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট তৈরির জন্য তাগিদ দিলেন। বার্তায় লিখলেন, 'সাবেক নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিব ঢাকায় দিনের পর দিন সক্রিয় হয়ে উঠছেন।'

১৯৬৫ : নিম্ন আদালতে বিচারাধীন শেখ মুজিবের দেশদ্রোহীতা সম্পর্কিত মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরের আবেদন নাকচ করে দিলো হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করে।

১৯৭২ : ঢাকার পোস্তাগোলা। কটন মিলস প্রাঙ্গণের শ্রমিক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বিদেশি অর্থে দালালি চলবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। এ আন্দোলন একই সাথে দালালদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে।'

১৯৭৩ : বিনামূল্যে কৃষকদের কাছে খাসজমি বন্টনের সিদ্ধান্ত।

১৯৭৫ : জ্যামাইকা। কিংস্টন। কমনওয়েলথ সম্মেলনের ভাষণে পাকিস্তানকে অর্থ সম্পদ ফেরত দেবার দাবি জানালেন বঙ্গবন্ধু।

৬ মে

১৯৫২ : প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া। পিটিআই। ঢাকার ম্যানেজার পিএম বাবুকে চিঠি দিলেন শেখ মুজিব। চিঠিতে লিখেছিলেন আওয়ামী লীগ কর্মী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি সংক্রান্ত বিষয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবের চিঠিটি জব্দ করে রমনা থানা।

১৯৬৪ : ঠাকুরগাঁও। ফুটবল মাঠের জনসভা। শেখ মুজিব বললেন, 'আইয়ুব খান আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তার ওপর দেশের মানুষের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছেন এবং নিজেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন।'

১৯৬৬ : সিলেট। এসডিও'র আদালতে হাজির হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রওনা দিয়েছেন আগের রাতে। সুরমা মেইল ট্রেনে। মামলা স্থানান্তর হলো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। শুনানির দিন ধার্য হয় ১৩ ও ১৪ জুন।

১৯৭২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'র আজীবন সদস্য হিসেবে বরণ করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বললেন, 'বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের আর দাবা খেলতে দেয়া হবে না।'

৭ মে

১৯৫৪ : ঢাকা। চকবাজার। সাধারণ মানুষের ওপর জেল ওয়ার্ডারদের গুলিবর্ষণের ঘটনায় শেখ মুজিবকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। লালবাগ থানায়। মামলা নম্বর ১৯। ধারা ৪১-১।

১৯৫৬ : রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি। পল্লি অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্তন এবং পূর্ববঙ্গে সস্তায় চাল বিক্রির দাবিতে শেখ মুজিবের আহ্বানে ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে দলীয় কর্মীরা।

১৯৫৭ : নারায়ণগঞ্জ। শ্রমিকদের মধ্যে রেশনিং প্রথা উদ্বোধন করেন বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। বললেন, 'শৃঙ্খলা মেনে চলুন এবং ধৈর্যশীল হবার চেষ্টা করুন। এছাড়া কোনো শিল্পের উন্নতি হয় না।'

১৯৬৪ : রাজশাহী। ভুবনমোহন পার্ক। জনসভা পণ্ড করতে গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয় সরকার। মুজিবের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ায় জনতা। বললেন, 'সরকার গুণ্ডা দমনে ব্যর্থ হলে দলীয় কর্মীদের সেই দায়িত্ব নিতে হবে। বর্তমান শাসন আমলে গুণ্ডামি একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

৮ মে

১৯৫০ : কারাগারে আটক সন্তান শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য ইস্ট বেঙ্গল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজি বরাবর দরখাস্ত করলেন শেখ লুৎফর রহমান। আবেদন অনুমোদিত হয়। একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ৯ মে দেখা করার অনুমতি পেলেন শেখ লুৎফর রহমান।

১৯৫৬ : মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ভুখা মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। প্রতিবাদে বিবৃতি দিলেন শেখ মুজিব। সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের। বললেন, 'ঐ দিন কিছু সংখ্যক পরিষদ সদস্যসহ আমাদের বহু কর্মী আহত হয়েছেন।'

১৯৬৪ : নাটোর। বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'দেশকে বিভ্রান্তি, স্বার্থপরতা এবং অব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অকল্পনীয় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে জাতির দিনগুলি অতিবাহিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে স্বাধীনতা অর্থহীন।'

১৯৬৬ : নারায়ণগঞ্জ। জনসভায় টানা আড়াই ঘণ্টা ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষে ঢাকায় ধানমন্ডির বাসায় ফিরলেন রাত সাড়ে বারোটায়। কিছুক্ষণ পর হাজির হয় পুলিশ। পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২-ক ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সরকারকে জমির খাজনা আদায়, কৃষকের ঋণের কিস্তি আদায় এবং সার্টিফিকেট জারি বন্ধ রাখতে আহবান জানালেন শেখ মুজিব।

১৯৭৪ : পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় দ্রব্যমূল্য বাড়ানো দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করার সুপারিশ করা হয়।

১৯৭৫ : কমনওয়েলথ সম্মেলন শেষে দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৬৬ : সিলেট। কোর্ট হাউজের ময়দানের জনসভায় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানালেন। বললেন, 'জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মুখে কোনো সরকারই গণদাবিকে উপেক্ষা করতে অতীতেও পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।'

১৯৭৩ : সরকারকে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোসহ ২০ দফা প্রস্তাব পেশ করে আওয়ামী লীগ।

৯ মে

১৯৪৯ : পুলিশ প্রধানের কাছে প্রতিবেদন পাঠালেন খুলনার গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি। এতে লেখা হয়, 'খুলনায় বিভিন্ন জেলা থেকে জড়ো হওয়া ধান কাটতে আসা শ্রমিকদের দাবির বিক্ষোভে যোগ দেন শেখ মুজিব। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে বক্তৃতা করেন মুজিব। বক্তৃতায় খাদ্য সংকট, জমিদারি প্রথার বিলোপ, বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক ও অস্ত্রের যোগান ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন।'

১৯৫০ : গোয়েন্দা কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কারাগারে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করলেন বাবা শেখ লুৎফর রহমান। পরে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা লিখলেন, 'গৃহস্থালি এবং পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে পিতা-পুত্রের। আপত্তিকর কিছু না।'

১৯৬৪ : পাবনা। বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'জনসাধারণের মতামতকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর কোন শাসকই টিকে থাকতে পারে নাই এবং পাকিস্তানে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সে দিন বেশি দূরে নয় যখন জনগণের রুদ্ররোষে বর্তমানের শাসকবর্গের হাওয়াই মহল ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

১৯৭২ : রাজশাহী। মাদ্রাসা ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে-খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক। কিন্তু বড় দুঃখ পাই, জালেমরা কিছুই

রেখে যায়নি। সমস্ত নোটিশগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, বিশ্বাস করুন, যেদিন আমি এসে সরকার নিলাম- এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রাও পাইনি।'

এদিন সারদা পুলিশ একাডেমির ভাষণে পুলিশ সদস্যদের আহ্বান জানালেন, 'জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন।'

১০ মে

১৯৫১ : ফরিদপুর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাঠানো হলো ঢাকার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে। জানানো হয়, 'নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবের কাছে মওলানা ভাসানী চিঠি পাঠিয়েছেন। সেখানে সাধারণ কথার বাইরেও বাড়তি কিছু আছে।'

১৯৬৪ : সিরাজগঞ্জ। বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ২৫ বছরের জন্য ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফের দাবি জানালেন।

১৯৭০ : ঢাকা। বংশালের জনসভায় ব্রিটিশ সরকারের দুশো বছর আর পাকিস্তানিদের ২২ বছরের বাঙালি নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু বললেন, পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসনে বাংলার সম্পদ বাঙালিরাই ভোগ করবে। ভোটের দ্বারা করতে দেয়া না হলে সংগ্রামের মাধ্যমেই তা করা হবে।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কো-অপারেটিভওয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে ফেয়ার প্রাইস শপ হবে। যেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে মানুষ কিছু কিছু মাল কিনতে পারবে।' এদিন বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ-ভারত অবাধ সীমান্তবাণিজ্য চালু হয়। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্য পদ পায় বাংলাদেশ।

১১ মে

১৯৫২ : গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'আজ শেখ মুজিব তোফাজ্জল হোসেন, প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান এবং রফিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। আওয়ামী লীগ অফিস থেকে বেরিয়ে রাত নয়টার শেষোক্তজনের সঙ্গে মায়া সিনেমা হলে যান। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যে যার গন্তব্যে পা বাড়ান। একা বাড়ি ফেরেন।'

১৯৫৪ : মন্ত্রিসভার আকার বাড়ানোর প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে বৈঠক করেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং আতাউর রহমান। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আরো আট-নয়জনের যুক্ত হবার সম্ভাবনার কথা জানালেন।

১৯৫৬ : ঢাকা। পল্টন ময়দান। জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, '১৯৪৩ সালের অবিভক্ত বাংলার চেয়ে এখনকার খাদ্য পরিস্থিতির অবস্থা ভয়াবহ।' এইসাথে জানিয়ে দিলেন, 'মানুষের ন্যায্য দাবি পূরণে আওয়ামী লীগ গণআন্দোলন শুরু করবে।'

১৯৬৪ : চুয়াডাঙ্গা। জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'কেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সাড়ে তেত্রিশ কোটি আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সাড়ে নয় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? সরকার আসবে, সরকার যাবে কিন্তু যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে, তার শতকরা ৭৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানকে পরিশোধ করতে হবে। অথচ এই সকল বৈদেশিক ঋণের মাত্র ২০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান ভোগ করে।'

১৯৬৫ : প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সংযোগে ব্যস্ত ছিলেন গোপালগঞ্জে। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে শরীরের অনেক জায়গায় কেটে যায়। আঘাত পান।

১৯৭২ : রংপুর। জনসভায় বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না। ভুট্টো সাহেব মুজিবকে খাঁচায় আটকে রাখতে পারেননি। বাঙালিদেরও তিনি আটকে রাখতে পারবেন না, ছেড়ে দিতেই হবে। তাদের ফেরত দিতে বাধ্য হবেন।'

১৯৭৫ : দেশে আড়াইহাজার গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং বিদ্যুতায়নের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১২ মে

১৯৬০ : পশ্চিম পকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী পূর্ব পাকিস্তানি চাষীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিবৃতি দিলেন শেখ মুজিব। বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের এই সকল লোকদের যখন তাদের ভিটেমাটি ত্যাগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল, তখন তাহাদের উন্নতি হইবে বলে আশা দেওয়া হইয়াছিল।'

১৯৭২ : উত্তরবঙ্গে চারদিনের সফর শেষে ঢাকায় ফেরার সময় পেটে ব্যথা অনুভব করলেন বঙ্গবন্ধু। দিনের অন্যসব কর্মসূচি বাতিল করে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৭৩ : বন্যায় ভেসে যাওয়া এলাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি জেলা পরিদর্শনে গেলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৪ : পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লি রওনা দিলেন বঙ্গবন্ধু। এদিনই বঙ্গবন্ধু-ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক হয়।

১৩ মে

১৯৫৩ : দ্বিতীয় ছেলের জন্মের খবরে স্ত্রীকে লেখা চিঠিটি গোয়েন্দা বিভাগের হাতে আসে। ৫ মে তারিখে লেখা চিঠিতে মুজিব লিখেছেন, 'স্নেহের রেনু। আজ খবর পেলাম তোমার একটি ছেলে হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ।..খুব ব্যস্ত। একটু পর ট্রেনে উঠব। ইতি- তোমার মুজিব।'

১৯৫৪ : গভর্নর চৌধুরী খলিকুজ্জামানের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানসহ নতুন ১ জন মন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করলেন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক।

১৯৬৬ : হাইকোর্টের দুই বিচারপতির এক আদেশে ঢাকা জেলে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন আদালতে হাজির করা হবে না, তা জানতে চেয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে কারণ দর্শাবার কথা বলা হয়েছে।

১৯৭২ : মার্কিন সংবাদ মাধ্যম এবিসির সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এশিয়ায় বৃহৎ শক্তির খেলা বন্ধ হোক।'

দুপুরের পর ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারতের মোহনবাগান আর ঢাকা একাদশের মধ্যকার দ্বিতীয় চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে যান বঙ্গবন্ধু। খেলায় সালাউদ্দিনের শেষ মুহূর্তের গোলে হেরে যায় ভারতের মোহনবাগান।

১৯৭৪ : নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে মুজিব-ইন্দিরা শীর্ষ বৈঠক শুরু।

১৪ মে

১৯৫২ : সারাটা দিন শেখ মুজিবকে অনুসরণ করে গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরি হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আওয়ামী লীগ অফিসে আসেন ১৯টা ৩০ মিনিটে। তাকে নিয়ে শেখ মুজিব বেরিয়ে আসেন ২১ টা ৩০-এ। মানিক মিয়া রমনার দিকে যান। মুজিব যান সদরঘাটের দিকে।

১৯৬৪ : বিবৃতিতে শেখ মুজিব বললেন, 'ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আরবি হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার যে প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। এই

প্রস্তাবের পেছনে কি উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা আমি জানি না। প্রেসিডেন্টের জানা উচিত যে, এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হইলে দেশের ৫৬ ভাগ অধিবাসী বাঙালিরা পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা প্রচলনের দাবি জানাতে বাধ্য হইবে।'

১৯৭২ : ঢাকায় স্লোগান উঠলো, 'ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী হামলা বন্ধ কর।' বঙ্গবন্ধুর পরামর্শে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদ করে আওয়ামী লীগ।'

১৯৭৩ : পাঁচটি নয় দুটি আলাদা বিমা কর্পোরেশন গঠন করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৯৭৪ : দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সফরের দ্বিতীয় দিনে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক চুক্তি করতে একমত হয় দুই দেশ।

১৯৭৫ : বস্ত্রখাতের উন্নয়নে কয়েক ধরনের সুতা ও কাপড়ের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবার ঘোষণা দেয় বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৫ মে

১৯৫০ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও এসএম হলের প্রভোস্টের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চেয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজিকে দরখাস্ত করলেন বন্দি শেখ মুজিব। জানিয়ে রাখলেন, 'যদি অনুমতি পাওয়া যায় তবে জুলাইতে অনুষ্ঠিত আইন বিভাগের পরীক্ষায় অংশ নিতে চাই।'

১৯৫৪ : ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১০ জন। দিনটির কথা লিখেছেন, 'আমরা সকলে শপথ নিতে সকাল নয়টায় লাটভবনে উপস্থিত হলাম। আমাদের মন্ত্রী হিসেবে যখন শপথ নেয়া শেষ হলো, ঠিক সেই সময়ে খবর এলো আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গা শুরু হয়েছে।..যখন শপথ নিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হওয়ার কারণ কি? তা বুঝতে বাকি রইল না। এ এক অশুভ লক্ষণ।'

দাঙ্গায় সরকারি হিসাবে ছয়শো জন নিহত। যদিও বেসরকারি তথ্যে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারান। গুরুতর জখম কয়েক হাজার মানুষ। দাঙ্গা থামাতে আদমজী ছুটে গেলেন মুজিব। ফিরলেন রাতে। রাত সাড়ে দশটায় ক্যাবিনেট মিটিং বসে।

১৯৭২ : বিভিন্ন মিলে উৎপাদিক কাপড়ের ডিস্ট্রিবিউশনশিপ, পাইকারি ডিলারশিপ ও এ ধরণের অন্যান্য এজেন্সি বাতিল করে আদেশ প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। বলা হয়, 'সুষ্ঠু বণ্টনের নিশ্চয়তা ও ন্যায্যমূল্যে জনসাধারণ যেন কাপড় পেতে পারে সে জন্য মিলে উৎপন্ন সুতিবস্ত্র এখন সারাদেশে কাপড় দোকানদার সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।'

এদিন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি নির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান ডিপি ধর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন।

১৬ মে

১৯৪৮ : নারায়ণগঞ্জ। পাইকপাড়া মিউচুয়াল ক্লাবে বেঙ্গল প্রভেনশিয়াল মুসলিম লীগের সাবেক কাউন্সিলদের গোপন সভা হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমানও অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন।

১৯৫৩ : এদিনের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, '১৩ মে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন উপস্থিত ছিলেন। জনতা ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধে বক্তৃতা করেন। মুসলিম লীগ সরকারকে ডাকাতের দল উল্লেখ করে মুজিব বলেছেন, এরা জনসাধারণের সবকিছু ছিনিয়ে নিতেই ব্যস্ত।'

১৯৫৪ : গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হলো, 'আদমজী মিলের দাঙ্গা ও ক্যাবিনেট মিটিং শেষে শেখ মুজিব বের হয়েছেন বেশ রাতে।' এদিনের কথা শেখ মুজিব লিখে রেখেছেন, 'মিটিং শেষ হবার পর যখন বাইরে এলাম তখন রাত প্রায় একটা। দেখি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভক্ত কোলকাতার পুরানা মুসলিম লীগ কর্মী রজব আলী শেঠ ও আরও অনেক অবাঙালি নেতা দাঁড়িয়ে আছেন। তারা আমাকে বললেন, এখনই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় রটে গেছে যে বাঙালিদের অবাঙালিরা হত্যা করেছে। ...রাত চার ঘটিকায় বাড়ি পৌছলাম। শপথ নেবার পরে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়িতে আসতে পারি নাই। আর দিনভর কিছু পেটেও পড়ে নাই। দেখি রেণু চুপটি করে না খেয়ে বসে আছে আমার জন্য।'

১৯৬৫ : প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এককভাবে প্রচারকার্যে অংশ নিলেন শেখ মুজিব।

১৯৭২ : অর্থনৈতিক খাতে স্বাভাবিক অবস্থা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক হাজার কোটি টাকার জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৯৭৩ : তিন দফা দাবিতে ১৫ মে থেকে অনশন শুরু করা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বঙ্গবন্ধু।

এদিন দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণির অনুকম্পা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু সরকার। এতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮ ধরণের অপরাধের সাথে জড়িতদের ক্ষেত্রে এই অনুকম্পা প্রযোজ্য হবে না।'

১৯৭৪ : স্বাক্ষরিত হলো বাংলাদেশ-ভারতের যুক্ত ঘোষণা, 'বেরুবাড়ী ছিটমহল ভারতের এবং দহগ্রাম, আঙ্গোরপোতা, আসালং, লাঠিয়াল ও পাথুরিয়া ছিটমহল বাংলাদেশের। দহগ্রাম ও আঙ্গোরপোতা ছিটমহল দুটির সাথে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হিসেবে ভারতের তিনবিঘা যা দৈর্ঘ্যে ১৭০ মিটার এবং প্রস্থে ৮০ মিটার আয়তনের একটি করিডোর চিরস্থায়ী মেয়াদে বাংলাদেশকে ইজারা দেওয়া হবে।' সন্ধ্যায় দিল্লির শীর্ষ বৈঠক শেষে দেশে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু।

১৭ মে

১৯৪৮ : এদিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'নারায়ণগঞ্জের পাবলিক লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ বড় নেতারা বক্তব্য রাখেন।'

১৯৫৪ : যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন হলো আজ। দিনটির কথা লিখে রেখেছেন শেখ মুজিব, 'আমাকে কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার দপ্তর দেয়া হলো। এগ্রিকালচার আবার আলাদা করে অন্যকে দিল। জনাব সোবহান সিএসপি দপ্তর ভাগবাঁটোয়ারা করতে মোহন মিয়াকে পরামর্শ দিতেছিল। আমি তাঁকে ডেকে বললাম, আপনি আমাকে জানেন না, বেশি ষড়যন্ত্র করবেন না। আমি হক সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, নানা, ব্যাপার কি? এ সমস্ত কি হচ্ছে, আমরা

তো মন্ত্রী হতে চাই নাই। আমাদের ভেতরে এনে এসব ষড়যন্ত্র চলছে কেন? তিনি আমাকে বললেন, করবার দে, আমার পোর্টফোলিও তোকে দিয়ে দেব, তুই রাগ করিস না, পরে সব ঠিক করে দেব। বৃদ্ধলোক তাঁকে আর কি বলবো, তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতে শুরু করেছেন। দরকার না হলেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের বলেছেন, আমি বুড়া, মুজিব ওড়া, তাই আমি ওর নানা ও আমার নাতি।'

১৯৬৪ : খুলনা। মিউনিসিপ্যাল পার্কের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'বর্তমান সরকার কেবল অর্থনৈতিকভাবেই দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়নি বরং মৌলিক জাতীয় সংহতিও ক্ষুণ্ন করেছে। বর্তমান শাসকগণ সমগ্র জাতিকে ত্যাজ্য করেছে। একটি অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত করেছে এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্বকে অস্বীকার করেছে।

১৯৬৭ : কারাগারে বসে মুজিব লিখছেন, 'রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে এসেছিল। হাচিনা আইএ পরীক্ষা দিতেছে। হাচিনা বলল, 'আব্বা প্রথম বিভাগে বোধ হয় পাশ করতে পারব না তবে দ্বিতীয় বিভাগে যাবো।' বললাম, দুইটা পরীক্ষা বাকি আছে মন দিয়ে পড়। দ্বিতীয় বিভাগে গেলে আমি দুঃখিত হব না, কারণ লেখাপড়া তো ঠিকমত করতে পার নাই।'

১৯৭২ : পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেয় বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৮ মে

১৯৫০ : কারাগারে বন্দি শেখ মুজিব। মার্চ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আটকাদেশ আরো তিন মাস বাড়ানোর পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিবকে চিঠিতে জানালেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজি।

১৯৫৪ : করাচির পথে রওনা দিলেন ফজলুল হক। পরিস্থিতির সামাল দিতে। একই বিমানে করাচি রওনা দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান ও সৈয়দ হাফিজসহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

১৯৫৭ : পাকিস্তানের নাগরিকদের 'এফ' ক্যাটাগরির ভিসা দিতে অস্বীকৃতি করায় ভারত সরকারের সমালোচনা করলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৫ : ১১ তারিখে ঘূর্ণিঝড়ে আহত হয়ে টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাড়িতে বিশ্রাম নেবার পর আজ ঢাকায় ফিরলেন শেখ মুজিব।

১৯৬৭ : কারাগারে শেখ মুজিব। লিখছেন, 'ছয় দফার জন্য জেলে এসেছি, বের হয়ে ছয় দফার আন্দোলনই করব। যারা রক্ত দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ ছয় দফার জন্য, যারা জেল খেটেছে ও খাটছে, তাদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।'

১৯৭২ : গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে।

এদিন প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রথম সংখ্যা। প্রচ্ছদ শিরোনাম, 'শেখ মুজিব নতুন সংগ্রাম।'

১৯৭৩ : নোয়াখালীর চরক্লার্কে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৯ মে

১৯৫৪ : শেখ মুজিবের উদ্যোগে ১৬৭ জন পরিষদ সদস্য বিবৃতি দেন। এতে বলা হয় 'আমরা মনে করি যে এই চুক্তির ফলে আমাদের দেশও বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়বে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ ও জনবল আমেরিকার যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত হবে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে।'

১৯৫৬ : চলছে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দুই দিনের কাউন্সিল অধিবেশন। উদ্বোধনী ভাষণে মুজিব বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে আজ রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহারা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল গঠিত হওয়া সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরই গত বাজেটেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে।'

১৯৭২ : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জাতীয় সম্মেলন। প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে সমাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। এ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে হবে।'

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করা হয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ-চীনের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন।

২০ মে

১৯৫৪ : ৯২-ক ধারায় গভর্নর শাসন জারি।

১৯৫৬ : ঢাকার মুকুল সিনেমা হল। আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ খাদ্য সংকট কেন, কোন সংকটেই সর্বদলীয় জোট গঠন করে সংগ্রামে যাবে না। আওয়ামী লীগ একা চলবে। অবশ্য আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে জোট বাঁধা চলে। কিন্তু মৌলিক নীতিগত পার্থক্য থাকলে জোট গঠন বরং দলের জন্য অভিশাপ ডেকে আনে। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে আমরা চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।'

১৯৬০ : ঢাকা বিভাগের স্পেশাল জজ আদালতের এজলাস। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার ও দুর্নীতিতে সহযোগীতার অভিযোগে আনীত মামলায় সরকার পক্ষের মূল-স্বাক্ষী প্রতিকূল ঘোষিত হলেন। সাক্ষী জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, পুলিশের চাপে পড়িয়া ও বাধ্য হইয়া তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ আবু নাসেরের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৬৬ : বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দির মুক্তি এবং কতিপয় প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সাত জুন হরতালের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ : জাতীয় শ্রমিক লীগের দুই দিনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে উৎপাদন বাড়ানো এবং শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। বললেন, 'সমাজতন্ত্র কায়েমে শ্রমিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।'

১৯৭৪ : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও উদ্যোগে শিপিং করপোরেশন ২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

আজ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার।

২১ মে

১৯৬০ : স্পেশাল জজ এ এস এম রাশেদের কোর্টে প্রাদেশিক মন্ত্রী ও অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও তার ছোট ভাইয়ের মামলার শুনানি শুরু হলে বাদীপক্ষের একজন সাক্ষী 'বেঁকে' বসে।

১৯৭২ : কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু।

২২ মে

১৯৫৪ : কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বৈঠক করতে শেখ মুজিবসহ পূর্ববঙ্গের চারজন মন্ত্রী করাচি যাত্রা করলেন।

১৯৬৫ : ইত্তেফাক প্রতিবেদন প্রকাশ করে 'আরোগ্যের পথে শেখ মুজিব' শিরোনামে। এতে লেখা হয়, 'গত ১১-ই মে ঘূর্ণিঝড়ে আহত শেখ মুজিব দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছেন। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডা আনসারী তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।'

১৯৭৩ : বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে অনশন ভাঙলেন মওলানা ভাসানী।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধু সরকারের উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।

২৩ মে

১৯৫৪ : এদিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'সরকার অধিকৃত এম জেড কোম্পানির সোনাইকুন্ডি সার্কেলের কর্মচারীরা যে সভা করেছিল তার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বরাবরে পাঠানো হয়। কার্যবিবরনীতে তুলে ধরা হয়েছে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায্য আচরণ দুর্ভোগের কথা।'

১৯৫৬ : সরকারের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ সম্পর্কে শেখ মুজিব বললেন, 'পরিষদ অধিবেশনে স্পিকার রুলিংয়ের দরুন বর্তমান সরকার (আবু হোসেন সরকার) মন্ত্রিসভা ৩০ মে তারিখের পর ক্ষমতায় বহাল থাকতে পারেন না। জনাব সরকার যদি মনে করেন যে, এর পর তাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে তা হলে আমি শুধু এটাই বলব যে, গভর্নর সর্বশক্তিমান নয়। কারণ আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী এবং সমর্থক সদস্যদের স্বাক্ষর দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করবো।'

১৯৫৭ : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের জানালেন, 'শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাময়িক পদচ্যুত সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদকে কেন দল থেকে বহিষ্কার করা হবে না তা জানতে চেয়ে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

১৯৭৩ : ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন। বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে জুলিও কুরি পদকটি প্রদান করেন। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য গৌরবের অর্জন।

২৪ মে

১৯৪৯ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে দেখা করে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'শেখ মুজিবের বাবা মুন্সেফ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার। তাঁর মাসিক বেতন ৫০ বা ৬০ রুপি। পিতার একশো বিঘার মতো চাষের জমি আছে। তিনি একজন তালুকদার এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি। মুজিবুর রহমান বিবাহিত। বৈবাহিক সূত্রে তাঁর কিছু জমি আছে যা থেকে বছরে দুইহাজার রুপির মতো আসে। গ্রেফতারের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। পিতার কাছ থেকে হাতখরচ পান। এর বাইরে তাঁর কোন আয়ের উৎস নেই।'

১৯৫৬ : আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী সভাপতি। শেখ মুজিব সম্পাদক।

১৯৬৪ : ভৈরব বাজার। দক্ষিণ পট্টির জনসভা। শেখ মুজিব বললেন, 'চারদিকে আজ চক্রান্তের বেড়াজাল এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছে যে অবিলম্বে এসবের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে পূর্ববাংলার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে।'

১৯৬৭ : কারাগারে বসে লিখলেন, 'সকালে সিভিল সার্জন সাহেব আমাকে দেখতে এসেছেন। কারণ আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজে ছাপা হওয়ার জন্য সরকার বোধ হয় জানতে চেয়েছেন আমার শরীরের অবস্থা। ওজন নিলেন, পাইলসের অবস্থা শুনলেন। পিঠে বেদনা ও গ্যাস্ট্রিক, নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছি আমি।' 'স্বাস্থ্য খারাপ হলে জেল খাটব কেমন করে? জেলের ভেতর সামান্য অসুখ হলেই খারাপ হয়। মনে হয় কত বড় ব্যারাম না হয়েছে! বিশেষ করে আপনজনের কথা মনে পড়ে। আপনজনের সেবা চায় বারবার, বোধহয় এটাই নিয়ম, যা পাওয়া যায় না, বা যা পাওয়া যাবে না তার উপর আগ্রহ হয় বেশি। তাই ভাবি, জীবনের কত হাজার দিনই কারাগারে একাকী কাটাইয়া দিলাম আর কতকাল কাটাইতে হবে কে জানে! তবুও দুঃখ নাই, নীতি ও আদর্শের জন্য অত্যাচার সহ্য করেছি।'

১৯৭২ : কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয়। পৌঁছলেন ১১টা ৪০ মিনিটে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কবিকে দেখতে গেলেন বঙ্গবন্ধু। শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকার কবিকে উপহার দেয় ধানমন্ডি ২৮ নম্বরের (নতুন ১৫) একটি দোতলা বাড়ি। এদিন সোভিয়েত বার্তা সংস্থা তাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত জনগণের প্রতি সমর্থন সোভিয়েত জনগণের সবচেয়ে বড় সাফল্য।'

২৫ মে

১৯৪৯ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডিআইজি বরাবরে পাঠানো চিঠিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সহকারি সচিব জানালেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের আটকাদেশ অব্যাহত রাখতে হবে।

১৯৫৬ : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের রিপোর্ট ছাপা হয় সাপ্তাহিক নতুন দিনে। শেখ মুজিব লিখেছেন; 'পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ হাজার গ্রামের শতকরা ৯৫ জন লোকই অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর প্রতিক্ষায় আছে। সহায় সম্বলহীন মানুষের এই অনিবার্য মৃত্যু রোধে কি ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করিয়াছেন আমরা জানতে চাই। রুগির মৃত্যুর পর ডাক্তার ডাকিবার নীতি গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে সরকার এই দেশকে উজাড় করিতে চান কিনা?'

১৯৬৬ : প্রচারপত্র নিক্ষেপ মামলা থাকলেও আদালতে হাজির করা হয় দেশরক্ষা আইনে আটক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে।

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে কবি নজরুলের জন্মদিন পালন করে সরকার। কবির উপস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তার জন্মদিন পালিত হলো।

১৯৭২ : খাদ্যশস্য মজুতকরণ, অন্যান্য খাবার, খাবার তেল, কেরোসিন, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ অথবা প্রচলিত আইনে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষিত কোনো দ্রব্য মজুতকরণ গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশ বিশেষ অপরাধ বা বিশেষ ট্রাইবুনাল-১৯৭২ জারি করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিজ্ঞানী সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বিজ্ঞানকে কল্যাণ ও শান্তির কাজে লাগাতে হবে।'

২৬ মে

১৯৫০ : কারাগার থেকে জেপু নামের এক কর্মীকে মুজিব লিখলেন, 'তোমার জানা উচিত যে মানুষ, আদর্শ, নিজের দেশ আর মানবতার কল্যাণের জন্য বাঁচে. তাঁর কাছে জীবনের অর্থটা ব্যাপক। আর এ কারণে কষ্টটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ...আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করতে জানিনা। ...পরিবর্তনের জন্য চাকা ঘুরতে থাকে। আর যে নিচে সে উপরে যাবে, যে উপরেও সে নিচে। পরিবর্তন ছাড়া কোনো কিছুই নেই। আমি জানি, সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে মিথ্যার জয় আসে প্রথমে, কিন্তু শেষে জয় হয় সত্যেরই।'

১৯৭২ : দশ লাখ টন খাদ্যশস্য চেয়ে জাতিসংঘের কাছে বার্তা পাঠালেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭২ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাতিল করে বাংলা একাডেমি আদেশ ১৯৭২ জারি করে বঙ্গবন্ধু সরকার।

১৯৭৫ : আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট দাউদের কাছে বার্তা পাঠালেন বঙ্গবন্ধু। লিখলেন, 'বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণে ফলপ্রসূ সহযোগিতার মাধ্যমে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে।'

২৭ মে

১৯৫৯ : মামলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আইনজীবী এডভোকেট জহিরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিন্টেনডেন্টের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজি বরাবর আবেদন করলেন শেখ মুজিব।

২৮ মে

১৯৪৮ : গোয়েন্দা প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'এদিন শেরপুর শহরে প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ মন্ত্রণালয় ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমালোচনার পাশাপাশি মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন ও জমিদারি প্রথা বিলোপের দাবি জানান এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পাকিস্তান ছেড়ে না যাবার জন্য অনুরোধ করেন।'

১৯৬৭ : কারাগারে বসে শেখ মুজিব লিখলেন, '২৮ তারিখের কাগজে দেখলাম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জয়দেবপুর ও ফতুল্লা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে; যাতে ৭ই জুন '৬ দফা দাবি দিবস' পালন করতে না পারে। বুঝতে আর কষ্ট হলো না।'

১৯৭২ : অপপ্রচার ও গুজবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কায়েমি স্বার্থ ও বিদেশের এজেন্টরাই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালাচ্ছে। দেশের জনগণের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। এটা সবার বোঝা উচিত।'

দেশের জনগণের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে : বঙ্গবন্ধু
কায়েমী স্বার্থ ও বিদেশের এজেন্টরাই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালাচ্ছে

১৯৭২ : একাত্তরের মার্চে গ্রেফতারের পর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি লুটপাট হয়। হারিয়ে যায় তাঁর অনেক মূল্যবান বই। হকার হারুনুর রশীদ বইগুলো কিনে রাখে এবং এদিন বঙ্গবন্ধুর হাতে সেগুলো তুলে দেয়। হারানো বই ফিরে পেয়ে হারুনকে জড়িয়ে ধরেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৬৭ : কারাগারে বসে শেখ মুজিব লিখলেন, পাঁচটায় আবার জেল গেটে যেতে হলো। রেণু এসেছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। হাচিনা পরীক্ষা (আইএ) ভালই দিতেছে। রেণুর শরীর ভাল না। পায়ে বেদনা, হাঁটতে কষ্ট হয়। ডাক্তার দেখাতে বললাম। রাসেল আমাকে পড়ে শোনাল, আড়াই বৎসরের ছেলে আমাকে বলছে, '৬ দফা মানতে হবে-সংগ্রাম, সংগ্রাম-চলবে-চলবে...', ভাঙা ভাঙা করে বলে, কি মিষ্টি শোনায়! জিজ্ঞাসা করলাম "ও শিখল কোথা থেকে?" রেণু বলল, 'বাসায় সভা হয়েছে, তখন নেতা-কর্মীরা বলছিল তাই শিখেছে।'

১৯৭২ : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আট ঘণ্টার বৈঠকে খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচিত। এদিন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য নিজ দল আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ ২৯ মে ৩ দলের বৈঠক আহ্বান করলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৩ : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার শ্রমিকদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বললেন, ' উৎপাদন বাড়ান। দেশের সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, খেতে খামারে ও কল-কারখানাসহ সকল স্তরের এসব সমস্যার সমাধান করা যাবে না এবং মানুষকে বাঁচানো যাবে না।'

১৯৭৪ : বাংলাদেশ ও সেনেগালের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা আরো দৃঢ় করার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেদার সেংঘর মতৈক্যে পৌঁছেছেন।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ২৪ হাজার মেট্রিক টন গম নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করল আটলান্টিক হেলসম্যান নামের একটি জাহাজ। সুইডেনের আড়াই কোটি ডলারের সাহায্যের আশ্বাস।

২৯ মে

১৯৫৫ : চট্টগ্রাম। লালদিঘী ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'মুসলিম লীগকে পরাজিত করতেই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু ফ্রন্ট নেতা এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, যা দুঃখজনক।' তিনি আরো বলেন,

'জনসাধারণের সার্বিক মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিরামহীনভাবে কাজ করে যাবে, এর জন্য যদি আরো সাত বছর জেলও খাটতে হয়, তার পরোয়াও আমরা করি না।'

১৯৬৪ : সকালে চাঁদপুর টাউনহলে মহকুমা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলনে শেখ মুজিব বললেন, 'গ্রামে গ্রামে গণতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলুন।' বিকালে চাঁদপুরের আজিজ আহমেদ ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। বলেন,'যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে বছরের পর বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নাই।'

১৯৬৭ : ঢাকা জেলা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেন শেখ মুজিব। কারাগারে বসে লিখলেন, 'যে মামলায় আমাকে ১৫ মাস জেল দিয়েছে জনাব আফসার উদ্দিন আহম্মেদ জেল গেটে কোর্ট করে, সেই আমাকে জেলা জজ বাহাদুর জামিন দিয়েছে খবরের কাগজে দেখলাম। জামানতের কাগজ আজও জেল গেটে আসে নাই। দুই একদিনের মধ্যেই আসবে বলে মনে হয়। আবার রাজনৈতিক বন্দি হয়ে যাবো। এক মাসের বেশি বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করলাম।'

১৯৭২ : দেশের চলমান প্রধান সমস্যা নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মনি সিংসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলেন আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের বৈঠকে ৯৪ কোটি টাকার সতেরটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। দেশে নাটকের বিকাশ ও নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতিতে উৎসাহ দেবার জন্য নাটক প্রযোজনা ও মঞ্চায়নের ওপর থেকে প্রমোদকর বিলোপের নির্দেশ দিলেন বঙ্গবন্ধু। নাটকের পাণ্ডুলিপি সেন্সর করার বর্তমান পদ্ধতি সহজ করারও নির্দেশ আসে তাঁর কাছ থেকে।

৩০ মে

১৯৫৫ : চট্টগ্রামের রাউজান। এইচ ই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় মুসলিম লীগ সরকারের গত কয়েক বছরের নিষ্ঠুরতার পরিসংখ্যান তুলে শেখ মুজিব বললেন, এর কারণে জনসাধারণকে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অর্জনের কথাও তুলে ধরেন। আদমজী মিলের দাঙ্গাকে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন। বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের সুনামহানির জন্যই তা করা হয়েছিল।' এদিকে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম সফরের কথা কোলকাতার দেশ পত্রিকাকে লিখে পাঠালেন চট্টগ্রামের এইচ চৌধুরী। চিঠিটি গোয়েন্দা বিভাগ আটক করে।

১৯৫৭ : সংগঠনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৫ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। তিনি বললেন, 'মানুষ যেখানে সহজে মন্ত্রিত্ব পদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, সেখানে আপনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার ... সরকারের হাত শক্তিশালী করার উদ্দে... পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন ক... প্রশংসনীয় নজির স্থাপন করিয়াছেন।'

১৯৬৬ : ঢাকা। কেন্দ্রীয় কারাগারে ... দেশরক্ষা আইনে আটক আওয়ামী লী... সভাপতি শেখ মুজিবের পক্ষে হেবিয়া... কর্পাস মামলা নিয়ে আলোচনা করতে ... দেখা করলেন আইনজীবী এম এ রব ... আমিনুল হক।

১৯৭২ : পাট রপ্তানি জাতীয়করণের সি... নিলেন বঙ্গবন্ধু। গঠিত হলো পাট র... করপোরেশন। বলা হলো, চাষিদের ... পাটের ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেয়া হবে।

১৯৭৩ : এদিন ব্যক্তিগত নোটবুকে ক... লিখলেন, 'একজন মানুষ হিসেবে স... মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। এক... বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের স... সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবা...

১৯৭৫ : মানুষের দুর্ভোগ কমা... কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ... শিল্পপণ্যের শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত ঘো... করে বঙ্গবন্ধুর সরকার।

৩১ মে

১৯৬০ : সরকারি ক্ষমতার অপব্যব... মামলার রায়ে শেখ মুজিবুর রহমান... অব্যাহতি দেয়া হয়। দৈনিক ইত্তেফা... ছাপা হলো, 'সরকারি ক্ষমত... অপব্যবহার সম্পর্কিত মামলার অবসান...

১৯৬৪ : বিকেলে জননিরাপত্তা আইন... ৭ (৩) এবং দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধা... শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়ি থে... গ্রেফতার করা হলো। দুই হাজার টা... জামিনে রাতেই মুক্তি পেলেন। সাম্প্র... কয়েক মাসের মধ্যে শেখ মুজিবের ... এটি তৃতীয় মামলা।

www.kathaprokash.com

৫৫ বছরের জীবন। জন্ম থেকে শেষদিন পর্যন্ত সময়রেখায় সমগ্রজীবন এবং চারপাশের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত

বঙ্গবন্ধু অভিধান

মলাট মূল্য ১৫০০ টাকা। বিক্রি মূল্য ১১৫০ টাকা।

কথাপ্রকাশ

কথাপ্রকাশের এই ০১৭০৬৮৯৩২১০ নম্বরে নাম, ঠিকানা এসএমএস করে ১১৫০ টাকা বিকাশ করুন। বই পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়।

অথবা রকমারি থেকে কিনতে অর্ডার করুন রকমারি

৪০তম বিসিএস REAL ViVA

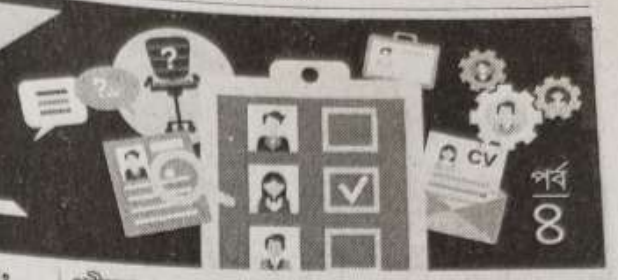

পর্ব ৪

প্রার্থী : আস্‌সালামু আলাইকুম। আসতে পারি, ম্যাম?
চেয়ারম্যান : ওয়ালাইকুমুস্ সালাম। আসুন, বসুন।
প্রার্থী : ধন্যবাদ, ম্যাম।
চেয়ারম্যান : পড়াশোনা তো ভালোই করেছিলেন, টেকনিক্যাল সেক্টর বাদ দিয়ে জেনারেলে কেন দিচ্ছেন?
প্রার্থী : ম্যাম, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে অনার্সের রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারিনি।
চেয়ারম্যান : আপনার প্রথম পছন্দ বিসিএস অ্যাডমিন, দ্বিতীয় পছন্দ কী?
প্রার্থী : বিসিএস হিসাব ও নিরীক্ষা, ম্যাম।
চেয়ারম্যান : অডিট ক্যাডারের Hierarchy বলেন।
প্রার্থী : অডিট ক্যাডারের প্রথমে— সহকারী মহাহিসাব রক্ষক > উপমহাহিসাব রক্ষক > অতিরিক্ত মহাহিসাব রক্ষক > হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক > মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
চেয়ারম্যান : অডিট ক্যাডারদের মাঠ পর্যায়ের কাজগুলো বলুন।
প্রার্থী : অডিট ক্যাডারদের মূলত মাঠপর্যায়ে কাজ করতে হয় না, সরকারি অর্থের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো এদের মূল কাজ।
পরীক্ষক-১ : আচ্ছা আপনি তো ভেটেরিনারিতে পড়াশুনা করেছেন। তাহলে বলুন, হাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় কত দিনে?
প্রার্থী : ২৮ দিনে, স্যার।
পরীক্ষক-১ : HDL এবং LDL কী?
প্রার্থী : High Density Lipoprotein এবং Low Density Lipoprotein.
পরীক্ষক-১ : এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?
প্রার্থী : HDL হলো ভালো, কারণ এটি শরীরের কোলেস্টেরল কমায়। আর LDL হলো খারাপ রক্ত যা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।
পরীক্ষক-১ : পশুর ক্ষুরা রোগ কোন জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়?
প্রার্থী : ভাইরাস।
পরীক্ষক-১ : জিরাফ কেন শব্দ করতে পারে না?
প্রার্থী : জিরাফের গলায় 'ভোকাল কর্ড' নেই বলে এরা কোনো শব্দ করতে পারে না।
পরীক্ষক-১ : এ পর্যন্ত কতটি করোনাভাইরাস গোত্রের প্রজাতির নাম পাওয়া গেছে?
প্রার্থী : এ পর্যন্ত ৭টি প্রজাতির নাম পাওয়া গেছে, যার সপ্তম প্রজাতিটির নাম Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)।
পরীক্ষক-২ : Tell us names of some famous persons of your district.
প্রার্থী : Famous actor Anowar Hossain, Abul Kalam Azad (জামালপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য) এবং Mirza Azam (সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী)।
পরীক্ষক-২ : আনোয়ার হোসেন কেন বিখ্যাত?
প্রার্থী : আনোয়ার হোসেন অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত এবং তিনি 'লাঠিয়াল' চলচ্চিত্রের জন্য ১৯৭৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।
পরীক্ষক-২ : কামালপুর চেনেন?
প্রার্থী : জি স্যার।
পরীক্ষক-২ : কামালপুর কেন বিখ্যাত?
প্রার্থী : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য একটি যুদ্ধ হয়েছিল কামালপুরে।
পরীক্ষক-২ : কামালপুরের সেই যুদ্ধের কাহিনিটা জানা আছে?
প্রার্থী : জি স্যার। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সরাসরি টানা ২১ দিন যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধেই কর্নেল তাহের আহত হন এবং ২২০ জন সেনাসহ পাকিস্তানি কমান্ডার আত্মসমর্পণ করেন।
পরীক্ষক-২ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা COVID-19 কে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে কবে?
প্রার্থী : ১১ মার্চ ২০২০।
চেয়ারম্যান : মহামারি ও বৈশ্বিক মহামারির মধ্যে পার্থক্য কী?
প্রার্থী : ইংরেজি Epidemic ও Pandemic শব্দ দুটির অর্থই মহামারি। তবে Epidemic শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব যখন বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন কোনো রোগ বিশ্বের সর্বত্র বা বেশিরভাগ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে তখন বলে Pandemic।
চেয়ারম্যান : সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলের একটি লাইন বলেন, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
প্রার্থী : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা।
চেয়ারম্যান : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা গ্রন্থগুলোর নাম বলুন।
প্রার্থী : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখাগ্রন্থগুলোর নাম— অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন।
চেয়ারম্যান : আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন।
প্রার্থী : ধন্যবাদ ম্যাম। আস্‌সালামু আলাইকুম। *[সংগৃহীত]*

F-5

ডায়রিয়া সৃষ্টিকারী রোটাভাইরাস'র (Rotavirus) বাহক ইঁদুর বা খরগোশ

৪১তম বিসিএস

পর্ব ১০

প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি ও বিষয়ভিত্তিক Self Test

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পূর্ণমান ৩৫

বাংলা ভাষা #১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

- 'অপ্রাণ' ও 'কনিষ্ঠতম' শব্দদ্বয় যে কারণে অশুদ্ধ— শব্দ গঠনজনিত।
- 'সকল শিক্ষার্থীগণ' যে কারণে অশুদ্ধ— বহুবচনের দ্বিত্ব প্রয়োগজনিত।
- 'ইদানিংকালে' শব্দের সঠিক প্রয়োগ— ইদানিং

বানান ও বাক্য শুদ্ধি

বানান শুদ্ধি

- অন্তর্জলি, আহ্নিক, ঔজ্জ্বল্য, জ্যোতিষী, ত্বরণ, ধ্বন্যাত্মক, প্রতিদ্বন্দ্বী, ব্রাহ্মণ, লক্ষণ, ষান্মাসিক, সৌহার্দ, প্রত্যুষ, মন্বন্তর, জ্যোতিষ্ক, দধীচি।

বাক্য শুদ্ধি

অশুদ্ধ : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
অশুদ্ধ : আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই।
শুদ্ধ : আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
অশুদ্ধ : সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।
শুদ্ধ : সে আকণ্ঠ পান করেছে।

পারিভাষিক শব্দ

- Affidavit— হলফনামা। Agronomist— কৃষিবিদ। Boycott— বর্জন। Background— পটভূমি। Deputation— প্রেষণ। Discount— ছাড়। Manifesto— ইশতেহার। Modification— পরিবর্তন। Quotation— দরপত্র।

সমার্থক শব্দ

- আকাশ— আসমান, অম্বর, গগন, অন্তরিক্ষ, ছায়ালোক। চাঁদ— সুধাকর, শশী, কুমুদনাথ, নিশাকর, কলানিধি। কপাল— ললাট, ভাল, ভাগ্য, অলিক, অদৃষ্ট, নিয়তি। অরণ্য— কানন, জঙ্গল, অটবি, বিপিন, বন।

বিপরীতার্থক শব্দ

- অমৃত— গরল। অবনত— উন্নত। আসক্ত— বিরক্ত। উত্তরণ— অবতরণ। উৎকর্ষ— অপকর্ষ। ঔদার্য— কার্পণ্য। ক্ষীয়মাণ— বর্ধমান। সংকোচন— প্রসারণ।

ধ্বনি ও বর্ণ

- ভাষার মূল উপাদান— ধ্বনি।
- বাংলা ভাষায় ধ্বনিকে ভাগ করা হয়েছে— ২টি শ্রেণিতে (স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি)।
- ধ্বনির লিখিতরূপ বা সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয়— বর্ণ।
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ— ৮টি।

শব্দ ও পদ

- অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ— তিন প্রকার।
- হরতাল যে ভাষা থেকে আগত— গুজরাটি।
- একই শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলে— দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত।

বাক্য

- দুই বা ততোধিক বাক্য অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত হয়ে গঠিত হয়— যৌগিক বাক্য।
- 'যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করে, তারা অত্যন্ত বলবান' যে ধরনের বাক্য— মিশ্র বা জটিল।
- 'তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তার অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ' যে ধরনের বাক্য— যৌগিক।

৪১তম বিসিএস
প্রিলিমিনারি টেস্ট

পদসংখ্যা
২,১৬৬টি

পরীক্ষার্থী
প্রায় সাড়ে চার লাখ

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার। খাওন = √খা + ... । দোলনা = √দুল্ + অনা। পঠি... √পঠ্ + ক্ত। মিথ্যুক = মিথ্যা + উ...

সন্ধি

- হিমাচল = হিম + অচল। রত্নাকর রত্ন + আকর। মহার্ঘ = মহ... অর্ঘ। উদ্ধার = উৎ + হার। ষষ্ঠ ষষ্ + থ। উদ্যোগ = উৎ + যোগ...

সমাস

- সমাস নিষ্পন্ন পদের নাম— সমস্ত প...
- দেশে-বিদেশে— দ্বন্দ্ব। মহাকীর্তি— কর্ম... । মনগড়া— তৎপুরুষ। বিয়েপাগল তৎপুরুষ। বিপত্নীক— বহুব্রীহি।

সাহিত্য #২০

ক. প্রাচীন ও মধ্যযুগ

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যাপদে পদ রয়েছে— ৫০টি।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি— মহামহোপাধ্যায়...
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে অংশ থাকে— ...
- সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার অ... নাম— কেতকা ও পদ্মাবতী।
- 'ইউসুফ-জুলেখা' প্রণয়কাব্য র... করেন— শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি উদ্ধা... করেন— বসন্তরঞ্জন রায়।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক ফকির গরীবুল্লাহ্‌।
- ভারতচন্দ্র রায়ের কবি প্রতি... শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— অন্নদামঙ্গল কা...
- সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যা... করেন— ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়...
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যু... ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ।
- চর্যাপদ আবিষ্কার করেন— হর... শাস্ত্রী; ১৯০৭ সালে।

খ. আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান) ১৫

- বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক— ড. নীলিমা ইব্রাহিম।
- কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৯৩০ সালে।
- 'ডাকঘর' নাটকটির নাট্যকার— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধটির রচয়িতা— আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়— ১৯৬১ সালে।
- 'আয়ান' কবিতার রচয়িতা— কায়কোবাদ।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের প্রধান চরিত্র— গফুর ও আমিনা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, নিশীথে প্রভৃতি যে ধরনের গল্প— অতিপ্রাকৃত।
- কাজী নজরুল ইসলাম যে চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন—ধ্রুব।
- বাংলা সাহিত্যে আলালী ভাষার প্রবর্তন করেন— প্যারীচাঁদ মিত্র।
- 'গোজীবন' প্রবন্ধের রচয়িতা— মীর মশাররফ হোসেন।
- সরকার কর্তৃক শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়— পথের দাবী।
- বেগম রোকেয়া রচিত প্রথম গ্রন্থ— মতিচূর।
- 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— ফররুখ আহমদ।
- শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ— কালের ধুলোয় লেখা।
- মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম— গাজী মিয়াঁ।
- অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়— ১৮৪৩ সালে।
- 'হাওয়া বদল' গল্পটির রচয়িতা— বুদ্ধদেব বসু।
- শওকত ওসমান রচিত 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসের পটভূমি— মুক্তিযুদ্ধ।
- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' উক্তিটির রচয়িতা— বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির সেরা সহায়িকা

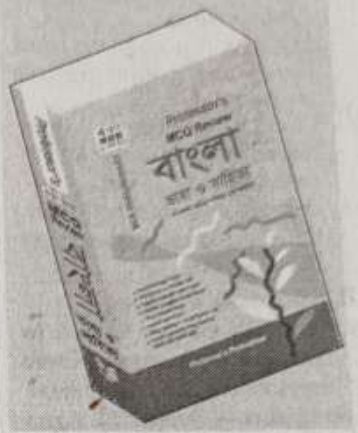

Self Test

১. বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল—
ক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী খ দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
গ নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী ঘ একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

২. 'পদাবলি'র প্রথম কবি কে?
ক শ্রীচৈতন্য খ চণ্ডীদাস
গ বিদ্যাপতি ঘ জ্ঞানদাস

৩. শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' কোন পটভূমিকায় রচিত?
ক শহুরে জীবন খ গ্রামীণ জীবন
গ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ঘ ঐতিহাসিক চেতনা

৪. দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন?
ক সধবার একাদশী খ জামাই বারিক
গ নীলদর্পণ ঘ লীলাবতী

৫. বাংলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত প্রথম অনুবাদ করেন কে?
ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ কান্তিচন্দ্র ঘোষ
গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৬. শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসটির নাট্যরূপ কী নামে অভিনীত হয়?
ক রমা খ বিজয়া
গ দেনা-পাওনা ঘ দত্তা

৭. 'সিংহপুরুষ' কোন সমাস?
ক উপমিত কর্মধারয় খ উপমান কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

৮. 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
ক দুল + না খ দোল + না
গ √দুল্+ অনা ঘ দোলন + আ

৯. 'সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি' এটা কোন ধরনের বাক্য?
ক সরল বাক্য খ যৌগিক বাক্য
গ মিশ্র বাক্য ঘ কোনোটিই নয়

১০. অর্থগতভাবে শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই ভাগে খ তিন ভাগে গ চার ভাগে ঘ পাঁচ ভাগে

১১. বেগম রোকেয়ার ইংরেজি গ্রন্থ কোনটি?
ক মতিচূর খ অবরোধবাসিনী
গ সুলতানার স্বপ্ন ঘ পদ্মরাগ

১২. নিচের কোনটি আত্মবাচক সর্বনাম?
ক খোদ খ ঐসব গ কার ঘ আমি

১৩. 'নকশা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে?
ক আরবি ভাষা খ জাপানি ভাষা
গ চীনা ভাষা ঘ পর্তুগিজ ভাষা

১৪. 'আষাঢ়'কে 'আসার' লেখা কোন ধরনের অপপ্রয়োগ?
ক সমোচ্চারিত শব্দগত খ বাহুল্যজনিত
গ বানানজনিত ঘ শব্দের গঠনগত

১৫. 'মাধবীলতা' উপন্যাসটি কে রচনা করেন?
ক রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় খ অক্ষয়কুমার দত্ত
গ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঘ হায়াৎ মাহমুদ

১৬. 'ছবি' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক চিত্রা খ বনফুল গ গীতাঞ্জলি ঘ বলাকা

১৭. মনসামঙ্গলের আদি কবি—
ক বড়ু চণ্ডীদাস খ ময়ূরভট্ট
গ বিজয়গুপ্ত ঘ কানা হরিদত্ত

১৮. দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়?
ক দুই ভাষায় রচিত পুঁথি খ তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
গ আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি
ঘ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি

ANS.

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	গ
৫	খ
৬	ক
৭	ক
৮	গ
৯	ক
১০	খ
১১	গ
১২	ক
১৩	ক
১৪	ক
১৫	গ
১৬	ঘ
১৭	ঘ
১৮	ঘ

English Language and Literature

Marks 35

Part-I : Language #20

A. Parts of Speech

- 'Freedom' is an example of— Abstract Noun.
- Walking is a good exercise. Here walking is an example of— Gerund.
- Quickly is an example of— Adverb.
- Neither Sharmeen nor her friend— present last week. — was
- Depression is often hereditary. Here hereditary is an example of— Adjective.

B. Idioms & Phrases

- Bring to pass— Cause to happen I Three score— Three times of twenty I Over head and ears— Deeply I Lingua franca— The common language I Achilles' heel— Weak point I Bull market— Rising.

C. Clauses (Underlined Words)

- That he can speak English has surprized me. — Noun clause.
- The moment you lost is lost forever. — Adjective clause.
- Strike the iron while it is red. — Adverbial clause.
- I know whom you love. — Noun clause.
- Wherever you go I shall follow you.— Adverbial clause.

D. Corrections

- Inc. Each of the sons followed their father's trade.
  Cor. Each of the sons followed his father's trade.
- Inc. The old man was died yesterday.
  Cor. The old man died yesterday.
- Inc : The doctor examined his pulse.
  Cor : The doctor felt his pulse.
- Inc. The teacher beat the student in black and blue.
  Cor. The teacher beat the student black and blue.

E. Transformation of Sentences

- **Simple :** Our house is close to the school.
  Complex : The house in which we live is close to the school.
- **Assertive :** Everybody hates a liar.
  Interrogative : Who does not hate a liar?
- **Compound :** He is poor but honest.
  Complex : Though he is poor, he is honest.
- **Affirmative :** A child likes only sweets.
  Negative : A child likes nothing but sweets.

F. Words

(i) Meanings (One word Substitution)

- Study of human development— Anthropology.
- Study of the influence of planet and stars— Astrology.
- A book containing all the published work of an author— Omnibus.
- The killing of a human being— Homicide.
- A person who speaks for others— Spokesman.

(ii) Synonyms

- Adverse— Hostile I Replicate— Copy I Manifestation— Presentation I Corpulent— Obese I Cryptic— Obscure I Emolument— Salary I Excess— Surplus I Frugal— Economical.

(iii) Antonyms

- Advance— Retreat I Altruism— Selfishness I Germane— Irrelevant I Gracious— Rude I Demon— Angel I Trivial— Significant I Capricious— Firm

(iv) Spellings

- Accessory I Adequately I Bourgeois I Campaign I Diligent I Discipline I Fluorescent I Pernicious I Contiguous I Accessible.

(v) Usage of words as various Parts of speech

- Noun form of the word 'Destroy' is— Destruction.
- Verb form of the word 'Short' is— Shorten.
- Noun form of the word 'Predict' is— Prediction.
- Adjective form of the word 'Prevention' is— Preventive.

(vi) Formation of new words by adding Prefixes and Suffixes

- **Prefixes ➢ De :** Deforest, Devalue, Demotivate, Derail **I For :** Forgive, Forbear, Forbid, Forget I **Un :** Uncertain, Undone, Unfinish, Unfriend.
- **Suffixes ➢ ful :** Beautiful, Careful, Handful, Hopeful, Useful I **ive :** Attentive, Informative, Penetrative, Suffocative I **ise :** Apologise, Specialise, Visualise.

G. Composition

- There are three parts of paragraph— Topic sentence, Body and Concluding remark.
- In greetings 'My dear' used in— Informal letter.
- A topic sentence can be put in paragraph— at the beginning.
- In report writing it is needed mention— date and place.

Part-II : Literature #1

Literary Periods, Terms and Writers

- Father of English Poetry— Geoffrey Chaucer.
- William Shakespeare died in—
- The first epic poem in English literature— Beowulf.

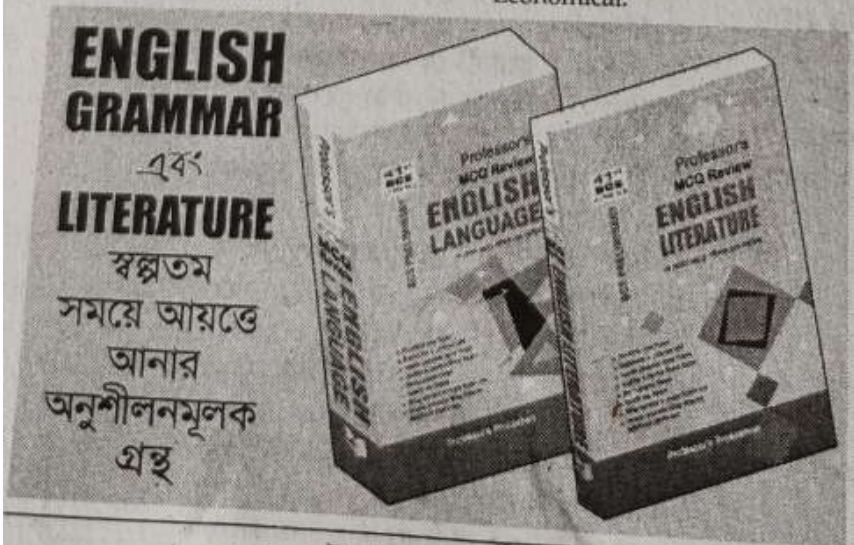

- The 'University Wits' were emerged in the period of— Elizabethan period.
- Francis Bacon, Christopher Marlowe belong to the period of— Elizabethan Age.
- Poet of beauty, Poet of sensuousness is called— John Keats.
- Alfred Lord Tennyson is known as— Lyric poet.

Authors, Works and Types

- 'Marchant of Venice' is written by— William Shakespeare.
- Caliban is a character in— Tempest.
- 'The Rape of the Lock' is written by— Alexandar Pope.
- The most famous satirist in English literature, Jonathan Swift died in— 1745.
- 'The Solitary Reaper' by Wordsworth is a— Romantic poem.
- 'Great Expectations' is a novel, written by— Charles Dickens.
- 'A Farewell to Arms' and 'The Old Man and the Sea' were written by— Ernest Hemingway.
- 'In Memoriam' was written by— Alfred Tennyson.
- 'Joan of Arc' was written by— G.B. Shaw.
- 'Isle of Innisfree' was written by— W.B. Yeats.
- 'The Merchant of Venice' is a comedy written by— William Shakespeare.
- The tragedy 'Julius Caesar' is written by— William Shakespeare.
- 'The Shepherde's Calender' and 'The Faerie Queene' are written by— Edmund Spenser.
- 'A Passage to India' is written by— E.M. Forster.
- Gulliver's Travels' and 'A Tale of a Tub' were written by— Jonathan Swift.

Quotations

- One half of the world cannot understand the pleasures of the other — Jane Austen.
- To be or not to be; that is the question— William Shakespeare.
- Ten thousands saw I at a glance, Tossing their heads in sprightly dance— William Wordsworth.
- Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter — John Keats.
- Frailty thy name is woman— William Shakespeare.
- A thing of beauty is a joy forever— John Keats.
- Child is father of the man— William Wordsworth.
- Good fences make good neighbours — Robert Frost.
- A mind always employed is always happy— Thomas Jefferson.
- There is no great genius without some touch of madness— Aristotle.

Self Test

1. 'Temporal' means—
   (ক) temporary (খ) tempting
   (গ) religious (ঘ) worldly
2. Which is the verb of the word 'act'?
   (ক) Enact (খ) Acted
   (গ) Action (ঘ) Actress
3. Grain : Silo—
   (ক) Seed : Plant (খ) Tree : Fruit
   (গ) Water : Bucket (ঘ) Forlong : Nile
4. 'Boot leg' means—
   (ক) distribute (খ) export
   (গ) import (ঘ) smuggle
5. My friend and benefactor — come.
   (ক) have (খ) has
   (গ) have been (ঘ) has been
6. Which of the following sentence is correct?
   (ক) He is comparatively better today.
   (খ) He is good today than before.
   (গ) He is well today.
   (ঘ) He is best today than yesterday.
7. — Quran leads the muslims.
   (ক) A (খ) The
   (গ) An (ঘ) No Article
8. He has four—
   (ক) Oxen (খ) Oxes
   (গ) Ox's (ঘ) Ox
9. The car is moving. Here the verb move is called—
   (ক) an intransitive verb (খ) an auxiliary verb
   (গ) a causative verb
   (ঘ) a verb of incomplete predication
10. A great poet who died only at the age of 26?
    (ক) Thomas Hardy (খ) P. B. Shelley
    (গ) John Keats (ঘ) William Wordsworth
11. Which of the following ages in literary history is the latest?
    (ক) The Augustan Age (খ) The Restoration Age
    (গ) The Georgian Age (ঘ) The Victorian Age
12. 'Caesar and Cleopatra' is—
    (ক) a tragedy by Shakespeare (খ) a novel by S.T. Coleridge
    (গ) a play by G.B. Shaw (ঘ) a poem by Lord Byron
13. 'Fair is foul, and foul is fair' is quoted by—
    (ক) Francis Bacon (খ) John Milton
    (গ) W. Shakespeare (ঘ) C. Marlowe
14. Which was the oldest period in English literature?
    (ক) Anglo-Norman (খ) Anglo-Saxon
    (গ) Chaucer's Period (ঘ) Middle Age
15. Who is the tragic character in Death of a Salesman?
    (ক) Willy Loman (খ) Linda Loman
    (গ) Happy Loman (ঘ) Biff Loman
16. 'We have short time to stay, as you' is an example of—
    (ক) symbol (খ) metaphor
    (গ) simile (ঘ) metonymy
17. What is the Passive form of 'Stop Laughing'?
    (ক) You are to stop laughing.
    (খ) Let us stop laughing.
    (গ) Laughing be stopped.
    (ঘ) Let the laughing be stopped.
18. The rich should not rail — the poor.
    (ক) to (খ) with (গ) about (ঘ) at

ANS.

1	ঘ
2	ক
3	গ
4	ঘ
5	খ
6	গ
7	খ
8	ক
9	ক
10	গ
11	গ
12	গ
13	গ
14	খ
15	ক
16	গ
17	ঘ
18	ঘ

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান ৩০

- বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে বর্তমানে যে অঞ্চলকে বোঝায়— রাজশাহী।
- মাস্টারদা সূর্য সেনকে ফাঁসি দেয়া হয়— ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪; চট্টগ্রামে।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র ছিল— সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল— ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮; বৃহস্পতিবার।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন— অধ্যাপক আবুল কাশেম।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন— কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন।
- মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কাগমারী সম্মেলন হয়— ১৯৫৭ সালে।
- বাংলাদেশ ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত— ঈশ্বরদী, পাবনা।
- ব্রাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম— উত্তরণ।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প— তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- সোনাদিয়া দ্বীপ বিখ্যাত— সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী, প্রতি বর্গ কিমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব— ১,১০৩ জন।
- বাংলাদেশে মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা— ৫০টি।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বর্ষবরণকে সামগ্রিকভাবে বলা হয়— বৈসাবি।
- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে— পরিকল্পনা কমিশন।
- বাংলাদেশে প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (JEC) গঠিত হয়— ১৯৮২ সালে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে— চীন থেকে।
- বাংলাদেশের প্রথম Wi-Fi City— সিলেট।
- দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হয়— ১২ মার্চ ২০২০।
- Global Fire Power'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান— ৪৬তম।
- বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর (VAT) চালু হয়—১ জুলাই ১৯৯১।
- VGD'র পূর্ণরূপ— Vulnerable Group Development।
- বাংলাদেশ তৈরি পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে— যুক্তরাষ্ট্রে।
- বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সার কারখানা— কর্ণফুলী সার কারখানা।
- বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচে বেশি আমদানি করে— চীন থেকে।
- বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির অর্থ পূরণ হয়— রেমিট্যান্স থেকে।
- বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবি মূল লেখক— আবদুর রউফ।
- বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংস সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী বি পাস হয়— ৮ জুলাই ২০১৮।
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ কাজ করে— রাজনৈতিক দল।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারে চাপ দেয়— চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বি সরকার' বলা হয়— বিরোধী দলকে
- অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বি ভোটদানকে বলা হয়— ক্রস ভোটিং।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুযা স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বা হন— ৭৪ অনুচ্ছেদ।
- ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ম কৃত্রিম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাই উৎক্ষেপণ করে— ১১ মে ২০ (বাংলাদেশ সময় ১২ মে ২০১৮)।

Self Test

ANS.

১	খ
২	খ
৩	ঘ
৪	গ
৫	ক
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	খ
৯	খ
১০	গ
১১	গ
১২	খ

১. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে?
ক ১৬৯০ সালে খ ১৭৬৫ সালে
গ ১৭৯৩ সালে ঘ ১৮২৯ সালে

২. লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরের সমাধিতে সমাহিত শায়েস্তা খানের কন্যার আসল নাম—
ক মিলি পরী খ ইরান দুখ্ত
গ জাহানারা ঘ মরিয়ম

৩. বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা যায় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে?
ক চাকমা খ মারমা গ হাজং ঘ গারো

৪. রাষ্ট্রপতি কোন ধারার বিধানমতে কারো সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন?
ক ৪৪ ধারা খ ৭(১) ধারা
ক ৪৮(৩) ধারা ঘ ৭(২) ধারা

৫. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কোথায়?
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম গ যশোর ঘ খুলনা

৬. বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কে?
ক হুমায়ূন আহমেদ খ রশীদ করিম
গ হুমায়ূন আজাদ ঘ আবদুল্লাহ আল-মুতি

৭. বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ প্রতিক্রিয়া প্র কোন জেলায় ধরা পড়ে?
ক মেহেরপুর খ কুষ্টিয়া
গ দিনাজপুর ঘ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৮. বাংলাদেশে শিক্ষার স্তর কয়টি?
ক দুটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি

৯. সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব করে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু ক
ক ২০ মার্চ ২০০৩ খ ২৬ মার্চ ২০০৪
গ ১৫ জানুয়ারি ২০০৫ ঘ ৩০ ডিসেম্বর ২০

১০. কে রাজনৈতিক দলের নেতা নন?
ক প্রধানমন্ত্রী খ বিরোধী দলীয় নে
গ রাষ্ট্রপতি ঘ চিপ হুইপ

১১. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আয় ক
ক ইউরোপ থেকে খ দক্ষিণ এশিয়া থে
গ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঘ আফ্রিকা থেকে

১২. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ার ও সদস্যদেরকে মনোনীত করেন—
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ মন্ত্রিপরিষদ ঘ জাতীয় সংসদ

ইবোলা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় আফ্রিকার দক্ষিণ সুদান ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

২০

- পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র— সুইডেন।
- মিসরকে নীল নদের দান বলে অভিহিত করেন— হেরোডোটাস।
- ফিনিশীয়রা সর্বমোট ব্যঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করে— ২২টি।
- প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পশ্চিমের সকল দ্বীপকে একত্রে বলা হয়— ওশেনিয়া।
- ফিলিপাইনের মুদ্রার নাম— পেসো।
- মঙ্গোলিয়ার রাজধানীর নাম— উলানবাটোর।
- আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহ— মোহাম্মদ জহির শাহ।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা— মডু।
- এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে একত্রে বলা হয়— বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া যে দেশের অধীন ছিল— জাপান।
- ইরাকের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন— আদনান আল জুরফি।
- আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ— নাইজেরিয়া।
- আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা মিশনের সাংকেতিক নাম— অপারেশন জেরোনিমো।
- North Atlantic Treaty Organization (NATO)-এর বর্তমান সদস্য— ৩০টি।
- Black September— প্যালেস্টাইনের একটি গেরিলা সংগঠন।
- যে চুক্তিতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের কথা বলা হয়েছে— CTBT.
- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)-এর বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী, জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ— চীন।
- বিশ্বব্যাংকের মানব সম্পদ সূচক (HDI) প্রতিবেদন অনুযায়ী, শীর্ষ দেশ— সিঙ্গাপুর।
- বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর অবস্থিত— তুরস্কের ইস্তানবুলে।
- ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী— ডা. লোটে শেরিং।
- ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী— এস্থার দুফলো, অভিজিৎ ব্যানার্জি ও পল ক্রেমার।
- বিশ্বে সামরিক শক্তিতে শীর্ষ দেশ— যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমানে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ দেশ— ভারত।
- ওজোন স্তরে ফাটলের জন্য দায়ী গ্যাস— CFC।
- বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইডের আধিক্যের ফলে— এসিড বৃষ্টি হয়।
- পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত সাগর হিসেবে বিবেচনা করা হয়— ভূমধ্যসাগরকে।
- WHO এর মতে, বাতাসে SPM এর স্বাভাবিক মাত্রা— ২০০ মাইক্রোগ্রাম।
- United Nations Environment Programme (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৭২ সালে।
- জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেলের নাম— IPCC।
- International Union for the Conservation of Nature (IUCN) এর সদর দপ্তর অবস্থিত— গ্ল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা— ৭,১১৭টি।
- জাতিসংঘের পঞ্চম স্বল্পোন্নত দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে— দোহা, কাতার।
- যে চুক্তির ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়— ভার্সাই চুক্তি (২৮ জুন ১৯১৯)।
- জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়— ২৬ জুন ১৯৪৫।
- জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তর অবস্থিত— জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- চীনে COVID-19 আক্রান্ত রোগী প্রথম মারা যায়— ৩০ জানুয়ারি ২০২০।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- International Agency for Research on Cancer (IARC) অবস্থিত— লিও, ফ্রান্স।
- UNHCR'র প্রধানের পদবি— হাইকমিশনার।

Self Test

১. মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত আয়তনে সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ত্রের নাম—
ⓚ তাজিকিস্তান ⓛ কাজাখস্তান
ⓖ উজবেকিস্তান ⓘ কিরগিজিস্তান

২. পিস পাইপলাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশ—
ⓚ ইরাক-ইরান ⓛ ইরান-পাকিস্তান
ⓖ ইরাক-সৌদি আরব ⓘ ইরান-মিসর

৩. হিটলারের সেনাবাহিনী কোন রণনীতির কারণে চমকপ্রদ বিজয় লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম নয় মাসে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে?
ⓚ ব্লিৎসক্রিগ রণনীতি ⓛ ম্যাজিনো লাইন দুর্ভেদ্যতা নীতি
ⓖ শত্রুকে ধোকায় রাখার রণনীতি ⓘ নৌ অবরোধ রণনীতি

৪. বিশ্বের সর্বাধিক ধান উৎপাদনকারী দেশ কোনটি?
ⓚ চীন ⓛ হংকং
ⓖ যুক্তরাষ্ট্র ⓘ সিঙ্গাপুর

৫. বর্তমানে কয়টি দেশে ইউরো চালু আছে?
ⓚ ২৪টি ⓛ ২৫টি
ⓖ ২৬টি ⓘ ২৭টি

৬. 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট'-এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে যে মারাত্মক ক্ষতি হবে তা হলো—
ⓚ বৃষ্টিপাত কমে যাবে ⓛ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে
ⓖ উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে ⓘ সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে

৭. সাফটা (SAFTA) চুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়?
ⓚ ২১ মে ১৯৯৩ ⓛ ৬ জানুয়ারি ২০০৪
ⓖ ২ জানুয়ারি ২০০৪ ⓘ ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

৮. Khmer Rouge কী?
ⓚ উপজাতি ⓛ ভাষা
ⓖ দেশ ⓘ গেরিলা সংগঠন

৯. আর্কটিক-এর বরফ গলে যাওয়ার কারণ কী?
ⓚ বৈশ্বিক উষ্ণতা ⓛ প্রলম্বিত গ্রীষ্মকাল
ⓖ ভূমিকম্প ⓘ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত

১০. ইন্টারপোল-এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ
ⓛ ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন
ⓖ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন
ⓘ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ

ANS.

১	খ
২	খ
৩	ক
৪	ক
৫	খ
৬	গ
৭	খ
৮	ঘ
৯	ক
১০	গ

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান ১৫

- শব্দ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন— জড় মাধ্যম।
- তাপ বা মাধ্যমের ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দের দ্রুতি— বৃদ্ধি পায়।
- সিনেমাস্কোপ প্রজেক্টরে যে লেন্স ব্যবহৃত হয়— অবতল।
- পরিবাহকের যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বিঘ্নিত হয় তাকে বলে— রোধ।
- কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো— তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভব এবং নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে পরিণত করা যায়— ট্রান্সফরমার।
- ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়— অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে।
- হাইড্রোজেন বোমা ও সূর্যের শক্তি উৎপন্ন হয়— ফিউশন প্রক্রিয়ায়।
- বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— ট্যাংস্টেন ধাতু।
- হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ অব্যাহত রাখে— ক্যালসিয়াম।
- প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও বংশসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলে— জেনেটিক্স (Genetics)।
- যে উদ্ভিদের কাণ্ড রূপান্তরিত হয়ে পাতার কাজ করে— ফণীমনসা।
- যে ভাইরাসের আক্রমণে ডেঙ্গু জ্বর হয়— ফ্ল্যাভি ভাইরাস।
- দেহকোষের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন— প্রোটিন।
- মানবদেহে প্রথমবারের মতো করোনাভাইরাস সংক্রমণ হয়— ১৯৬০ সালে।
- করোনাভাইরাস গোত্রের সপ্তম প্রজাতির আনুষ্ঠানিক নাম— SARS-CoV-2।
- SARS-CoV-2 এর কারণে সৃষ্ট রোগের নাম— COVID-19
- জীবের যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে— সেক্স ক্রোমোজম।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে— ইনসুলিন।
- আমাদের দেহকোষ রক্ত থেকে গ্রহণ করে— অক্সিজেন ও গ্লুকোজ।
- Big Bang তত্ত্বের প্রবক্তা— জি. ল্যামেটার।
- ছায়াপথ তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তাকে বলে— কসমিক ইয়ার।
- 'A Brief history of Time' শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা— স্টিফেন হকিং।
- একটি ট্রানজিস্টরের সবচেয়ে কম ডোপায়িত অঞ্চল— বেস।
- মস্তিষ্কের পর্দা বা মেনিনজেসের প্রদাহজনিত রোগকে বলে— মেনিনজাইটিস।
- যে ভিটামিনের অভাবে গর্ভবতী মায়ের রক্তপাত হতে পারে— ভিটামিন K।
- প্লাস্টিক সার্জারির প্রথম প্রচলন হয়— ভারতে
- যে ডালের সাথে ল্যাথাইরিজম রোগের সম্পর্কে রয়েছে— খেসারি।
- পাখি পালন বিদ্যাকে বলা হয়— এভিকালচার
- সৌরজগতের যে গ্রহে দুবার সূর্যোদয় ঘটে— মঙ্গলগ্রহে।
- সমুদ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র— সেক্সট্যান্ট
- ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে বলে— রাশি।
- বাতাসের তাপমাত্রা কমে গেলে আর্দ্রতা— কমে
- পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠা যায় বায়ুর চাপ তত— কমতে থাকে
- মানবদেহে সর্বাধিক ফসফেট রয়েছে— অস্থিতে
- উদ্ভিদ মাটির কৈশিক পানি শোষণ করে— মূলরোমের মাধ্যমে।
- জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন— লুই পাস্তুর।
- মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ— শ্বেত কণিকা
- পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র— সূর্য।
- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধ গ্রহের সময় লাগে— ৮৮ দিন।
- শান্ত সমুদ্র (Sea of Tranquillity) অবস্থিত— চন্দ্রে।

Self Test

১. লোকভর্তি হল ঘরে শূন্য ঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয়, কারণ—
ⓚ লোকভর্তি ঘরে মানুষের সোরগোল হয়
ⓚ শূন্য ঘর নীরব থাকে
ⓖ শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়
ⓖ শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ বেশি হয়

২. কোন গ্যাস এসিডধর্মী?
ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড খ) নাইট্রোজেন
গ) কার্বন মনোক্সাইড ঘ) হাইড্রোজেন

৩. পাতার যে কোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে—
ক) প্যারেনকাইমা খ) কোলেনকাইমা
গ) প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘ) কোনোটিই নয়

৪. মানবদেহে পানির পরিমাণ—
ক) ৫০% খ) ৭০% গ) ৩০% ঘ) ২৬%

৫. টিউমার সংক্রান্ত চর্চাকে বলে—
ক) টিউমারোলজি খ) অঙ্কোলজি
গ) সাইটোলজি ঘ) একোলজি

৬. কোন গ্রহের আকাশে বছরে ২ বার সূর্য ওঠে ও ২ বার সূর্য অস্ত যায়?
ক) পৃথিবী খ) নেপচুন
গ) শুক্র ঘ) শনি

৭. কৃষ্ণবিবর নামে আখ্যায়িত অঞ্চলের সীমাকে বলে—
ক) পূর্ব দিগন্ত খ) পশ্চিম দিগন্ত
গ) আদিগন্ত ঘ) ঘটনা দিগন্ত

৮. নিচের কোন গাছটি জীবন্ত বেড়া হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়?
ক) ঢোলকলমি খ) বাবলা
গ) গর্জন ঘ) নিশিন্দা

৯. হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র—
ক) কম্পাস খ) স্টেথোস্কোপ
গ) গ্যালভানোমিটার ঘ) কার্ডিওগ্রাফ

১০. অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো—
ক) গ্লাইকোজেন খ) গ্লুকোজ
গ) ফ্রুক্টোজ ঘ) সুক্রোজ

১১. সন্তান পুত্র বা কন্যা হওয়ার জন্য কে দায়ী?
ক) বাবা খ) মা
গ) বাবা-মা উভয়েই ঘ) কেউই নয়

১২. জন্ডিসে আক্রান্ত হয়—
ক) যকৃত খ) কিডনি
গ) পাকস্থলী ঘ) হৃৎপিণ্ড

ANS.

১	গ
২	ক
৩	গ
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	ঘ
৮	গ
৯	ঘ
১০	ক
১১	ক
১২	ক

হান্টাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৯৩ সালে

ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা — পূর্ণমান ১০

- বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী— কক্সবাজার।
- এশিয়াকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে— লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল।
- জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়ার সীমান্তে অবস্থিত— ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।
- প্রেইরি তৃণভূমি অবস্থিত— আমেরিকার মধ্য অঞ্চলে।
- ইকুয়েডর দেশটির নাম যে ভৌগোলিক রেখার নামানুসারে করা হয়েছে— বিষুব রেখা (Equator)।
- কুনলুনের শাখা আলতিনতাগ ও তিয়েনশানের মধ্যে অবস্থিত— তারিম মালভূমি।
- বছরে ৯ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে এশিয়ার— উত্তর উপকূল।
- দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত— আল্পস পর্বত।
- আটলাস পর্বতমালার মধ্যবর্তী উপত্যকায় অনেকগুলো— লবণাক্ত হ্রদ আছে।
- আলাস্কা থেকে মেক্সিকোর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত— রকি পর্বতশ্রেণি।
- ভূ-প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে ভাগ করা হয়েছে— ৩ ভাগে।
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ গঠিত হয়েছিল— ২৫,০০০ বছর পূর্বে।
- বাপা (BAPA) Bangladesh Poribesh Andolon— বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম বাঁওড়ের নাম— সারজাত; ৪ হেক্টর (কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
- 'বালিশিরা ভ্যালি' অবস্থিত— মৌলভীবাজার জেলায়।
- 'দত্তনগর কৃষি খামার'-এর কার্যক্রম শুরু হয়— ১৯৬২ সালে।
- বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়— তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য।
- ঢাকা শহরের শব্দদূষণের মাত্রা— ১১৫-১৭০ ডিবি।
- ধান চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— জলবায়ুর প্রভাব।
- বঙ্গোপসাগরে সারা বছরে তাপমাত্রা থাকে— 27°C এর বেশি।
- ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত হয়— শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা।
- ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী ঝড়ে মারা যায়— প্রায় ২ লক্ষ মানুষ।
- দেশে প্রত্যক্ষভাবে নদী ভাঙনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা— ১.৫ মিলিয়ন।

Self Test

১. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?
ⓚ এশিয়া ⓚ ইউরোপ ⓖ আফ্রিকা ⓖ উত্তর আমেরিকা

২. বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?
ⓚ কুমিল্লা ⓚ যশোর ⓖ ফেনী ⓖ সাতক্ষীরা

৩. বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে আর্দ্রতা–
ⓚ বাড়ে ⓚ কমে ⓖ অপরিবর্তিত থাকে ⓖ প্রথমে বাড়ে পরে কমে

৪. Golden Crescent কি?
ⓚ সোনালী অর্ধচন্দ্র ⓚ চিকিৎসা সেবার প্রতীক ⓖ ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তান এলাকা ⓖ পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান এলাকা

৫. এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছে কোন প্রণালী?
ⓚ মালাক্কা ⓚ বসফরাস ⓖ বেরিং ⓖ ডোভার

৬. গ্রিনহাউজ ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কী হবে?
ⓚ বৃষ্টিপাত কমে যাবে ⓚ উত্তাপ থেকে বেড়ে যাবে ⓖ নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে ⓖ সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে

৭. বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়—
ⓚ পাথরচাওলি ⓚ হাইল ⓖ চলনবিল ⓖ হাকালুকি

ANS.

১	ক
২	গ
৩	ক
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	ঘ

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন — পূর্ণমান ১০

- নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্য করার যে মানসিক প্রবণতা বা বাসনা— সততা।
- সমাজ প্রগতির দিকে এগিয়ে যায়— মূল্যবোধের চেতনায়।
- মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ধরা হয়— মূল্যবোধের শিক্ষাকে।
- মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে প্রাথমিক ও প্রধান ভূমিকা পালন করে— পরিবার তারপর সমাজ।
- সুশাসন হলো— জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনমূলক শাসন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে— স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন।
- যার প্রভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার শিক্ষা লাভ করা সম্ভব— মূল্যবোধ।
- সুশাসনের তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান— প্রশাসনিক কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ।
- সামাজিক ন্যায়বিচার সুশাসনের পূর্বশর্ত যা— মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে।
- বর্তমানে যুব সমাজ ধ্বংসের মূল হাতিয়ার— অপসংস্কৃতি।
- আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা যে ধরনের মূল্যবোধ— অর্থনৈতিক।
- তরুণ সমাজে বিপথগামিতা, মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়— সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে।
- 'সুশাসন' প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করে— বিশ্বব্যাংক; ১৯৮৯ সালে।

Self Test

১. Ombudsman বা ন্যায়পাল শব্দটির অর্থ কী?
ⓚ পরিষদ ⓚ অধ্যাদেশ ⓖ বিল ⓖ প্রতিনিধি বা মুখপাত্র

২. কোনটি জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলক?
ⓚ ব্যক্তি চরিত্র ⓚ গোষ্ঠী চরিত্র ⓖ গোত্র চরিত্র ⓖ দলীয় চরিত্র

৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত—
ⓚ পরিবারতন্ত্র ⓚ কার্যকর গণতন্ত্র ⓖ রাজতন্ত্র ⓖ কোনোটিই নয়

৪. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
ⓚ ন্যায় বিচার ⓚ নাগরিক সেবা ⓖ সুশাসন ⓖ সবগুলোই

৫. সমাজের প্রথা, আদর্শ, ধর্ম ও ন্যায়বোধ হতে কোনটির জন্ম?
ⓚ নৈতিকতা ⓚ সংস্কৃতি ⓖ জীবনাচরণ ⓖ সবকটি

ANS.

১	ঘ
২	ক
৩	খ
৪	গ
৫	ক

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

পূর্ণমান ১৫

- পার্সোনাল কম্পিউটারের জনক বলা হয়— এইচ. এডওয়ার্ড রবার্টকে।
- ১ ন্যানো সেকেন্ড হচ্ছে— ১ সেকেন্ডের ১ শত কোটি ভাগের এক ভাগ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম— UNIVAC।
- Computer Generation বা প্রজন্ম বলতে বোঝায়— প্রযুক্তিগত বিবর্তনকে।
- Mini Computer-এর প্রবর্তক— কেনেথ এইচ ওলসেন।
- পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বিশেষত্ব— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
- শিশু, অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়— Auto Refractometer মেশিন।
- ডিজিটাল কম্পিউটারের উদাহরণ হলো— Laptop, PDA, Desktop ইত্যাদি।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়— হাইব্রিড কম্পিউটার।
- বাংলাদেশের প্রথম সুপার কম্পিউটারটি হলো— IBM RS/6000 SP মডেলের।
- মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়— বড় বড় প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে।
- মিনি কম্পিউটারে শতাধিক ব্যবহারকারী এক সাথে কাজ করে— টার্মিনাল ব্যবহার করে।
- নেটবুকের (Netbook) আকার— ল্যাপটপের চেয়ে ছোট কিন্তু পামটপের চেয়ে বড়।
- কম্পিউটারের Software ও Hardware-এর সম্মিলিত রূপ— ROM।
- MIDI-এর পূর্ণরূপ— Musical Instrument Digital Interface।
- কম্পিউটারের কাজ করার গতি এবং ক্ষমতা নির্ভর করে— CPU এর উপর।
- আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমে সহায়ক মেমোরির ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমোরির অংশ হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে বলে— ভার্চুয়াল মেমোরি।
- কী-বোর্ডে প্রত্যেকটি কী'র একটি অনন্য কোড আছে যাকে বলা হয়— স্ক্যান কোড।
- ওয়েবক্যাম এর মাধ্যমে— ইন্টারনেটে ভিডিও চ্যাটিং করা যায়।
- Refresh rate-কে প্রকাশ করা হয়— হার্টজ এককে।
- ব্যাংকে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ডাটাবেস সফটওয়্যার হলো— Oracle।
- বর্তমানে PC-তে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের কাজ করে— টেলেক্স।
- Operating system এর boot management হলো— গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম ফাইলের সমন্বয়ক।
- Mac OS হলো— চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম।
- লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জনক— লিনাস বেনেডিক্ট টরভাল্ডস।
- বিশ্বের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু হয় ফিনল্যান্ডের মেরিটা ব্যাংকে; ১৯৯৭ সালে।
- Olx.com হলো— অনলাইনে কেনা-বেচার একটি জনপ্রিয় সাইট।
- ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থাসমৃদ্ধ স্থানকে বলে— বিশ্বগ্রাম (Global Village)।
- SEA-ME-WE 5 থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত ব্যান্ডউইথ— ১৫০০ জিবিপিএস।
- কম্পিউটার বিজ্ঞানের সাথে আণবিক জীববিজ্ঞানের সমন্বয়ের ফল— বায়োইনফরম্যাটিক্স।
- বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহৃত স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেম— অ্যান্ড্রয়েড।
- গুগলের সামাজিক নেটওয়ার্ক Google buzz-এর বর্তমান নাম হলো— Google Plus।

Self Test

১. কম্পিউটার সফটওয়্যার জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক অলিভেট খ আইবিট্রম
গ এ্যাপেল ম্যাকিনটোশ ঘ মাইক্রোসফট

২. কম্পিউটারের র‍্যাম বলতে বুঝায়—
ক Revised Access Memory
খ Running Applied Memory
গ Random Access Memory
ঘ Random Applied Memory

৩. 'Add or remove program' — ইউটিলিটি কোথায় পাওয়া যায়?
ক Control Panel খ Desktop
গ CPU ঘ Surch Ingine

৪. কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের প্রথম কাজ হচ্ছে—
ক Manage resources
খ Provide utilities
গ Provide communication interface
ঘ None

৫. নিচের কোনটি ডাটাবেজ ল্যাংগুয়েজ?
ক Data Definition Language
খ Data Manipulation Language
গ Query Language ঘ উপরের সবগুলোই

৬. কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য সম্পাদনে অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলিকে বলা হয়-
ক সফটওয়্যার খ প্রোগ্রাম
গ অপারেটিং সিস্টেম ঘ হার্ডওয়্যার

৭. প্রিন্টারের আউটপুটের গুণগত মান পরিমাপ করা হয়—
ক Dot per inch খ Dot per sq. inch
গ Dots printed per unit time ঘ Dot per second

৮. IC চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার-
ক Intell 4004 খ DDP-1
গ Altair-8800 ঘ IBM-1600 সিরিজ

৯. নিচের কোনটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ডেটাকে নির্দেশ করে?
ক Gigabyte খ Terabyte
গ Byte ঘ Megabyte

১০. মোবাইল ডিভাইসের প্রাণ বলা হয় কোনটিকে?
ক অ্যাপকে খ অ্যান্ড্রয়েডকে
গ এরিকসনকে ঘ স্মার্টফোনকে

১১. পারসনাল কম্পিউটার যুক্ত করে নিচের কোনটি তৈরি করা যায়?
ক Super Computer খ Network
গ Server ঘ Enterprise

১২. বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার—
ক ENIAC খ EDVAC
গ UNIVAC ঘ IBM

ANS.
১ ঘ
২ গ
৩ ক
৪ ক
৫ ঘ
৬ খ
৭ ক
৮ গ
৯ খ
১০ ক
১১ খ
১২ ক

গাণিতিক যুক্তি

পূর্ণমান ১৫

সিলেবাস ও মানবণ্টন

১. বাস্তব সংখ্যা, ল. সা. গু., গ. সা. গু., শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি : ০৩
২. বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, বহুপদী উৎপাদক, সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ, সরল ও দ্বিঘাত অসমতা, সরল সহসমীকরণ : ০৩
৩. সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা : ০৩
৪. রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য, পরিমিতি– সমতলীয় ক্ষেত্র ও ঘনবস্তু : ০৩
৫. সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা : ০৩

Self Test

১. চালের দাম ২৫% বেড়ে যাওয়ায় এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমনভাবে কমালেন যেন তার সাংসারিক ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। তিনি চালের ব্যবহার শতকরা কত ভাগ কমালেন?
ক ২০% খ ১৬%
গ ১৮% ঘ ১৫%

২. ৪৩ থেকে ৬০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি?
ক ৫ খ ৩ গ ৭ ঘ ৪

৩. একটি সংখ্যার তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৯০ হয়। সংখ্যাটি কত?
ক ১৬ খ ১৮
গ ২০ ঘ ২৪

৪. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে ৩ ও ৪ সেন্টিমিটার হলে এর অতিভুজের মান কত?
ক ৬ সেমি খ ৫ সেমি
গ ৮ সেমি ঘ ৭ সেমি

৫. ফাংশন $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$-এর $x = 2$ বিন্দুতে $f(x)$-এর সর্বনিম্ন মান হবে, কারণ—
ক $f''(2) < 0$ খ $f''(2) > 0$
গ $f''(2) = 0$ ঘ $f'(2) = 0$

৬. $x^2 + x - 2 > 0$ অসমতাটির সমাধান করুন।
ক $[-2, 1]$ খ $(-2, 1)$
গ $(-\infty - 2) \cup (1, \infty)$ ঘ $(-2, \infty)$

৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১০% বাড়ানো হলো এবং প্রস্থ ১০% কমানো হলো। এ অবস্থায় আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—
ক ১% বাড়বে খ ২% বাড়বে
গ ১% কমবে ঘ একই থাকবে

ANS.
১ ক
২ ঘ
৩ খ
৪ ঘ
৫ খ
৬ গ
৭ গ

মানসিক দক্ষতা

পূর্ণমান ১৫

Self Test

১. প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে — অর্জনে সহায়তা করে।
ক জ্ঞান খ মনুষ্যত্ব
গ মানবিকতা ঘ মানসিকতা

২. নিচের শব্দগুলোর কোনটি সঠিক বানানে লেখা?
ক দুষণ খ দূষণ
গ দুষন ঘ দুষন

৩. একটি দেয়াল ঘড়ির দর্পণ চিত্র নিম্নরূপ।

ঘড়িটিতে সময় কত দেখাচ্ছে?
ক ৭ : ০৫ খ ৫ : ০৫
গ ৩ : ০৫ ঘ ৪ : ০৫

৪. Oil : Refine :: Water :
ক Colour খ Chill
গ Recycle ঘ Filter

৫. কোন শব্দটি আয়নায় একই দেখাবে?
ক ROOT খ CAN
গ STYLE ঘ TOOT

৬. তানিয়া প্রথমে ১২ কিমি যায় উত্তরে। পরে ১২ কিমি যায় পশ্চিমে। সেখান থেকে ৬ কিমি যায় দক্ষিণে। যাত্রাস্থান হতে ঐ স্থানের সোজাসুজি দূরত্ব কত?
ক ৯ কিমি খ ১৩.৪২ কিমি
গ ১১ কিমি ঘ ৬ কিমি

৭. ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮– শূন্যস্থানে সংখ্যাটি কত হবে?
ক ০.৯৬ খ ১.৪৮ গ ১.৯২ ঘ ১.৫০

৮. একটি ক্রিকেট দলে যতজন স্ট্যাম্প আউট হলো তার দেড়গুণ কট আউট হলো এবং মোট উইকেটের অর্ধেক বোল্ড আউট হলো। এই দলের কতজন কট আউট হলো?
ক ৪ জন খ ৩ জন গ ২ জন ঘ ৫ জন

৯. আপনাকে আপনার এক বন্ধু জানালো যে আপনার উদ্দেশ্যে গোপনে একটা সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। আপনি কি করবেন?
ক আপনি খবরটি প্রকাশ করে সারপ্রাইজ পার্টির আনন্দ নষ্ট করার জন্য বন্ধুর উপর রাগ করবেন
খ তাকে বলবেন যে আপনি আগেই এ বিষয়ে জানতেন
গ চলে যাবেন এবং ভবিষ্যতে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার চেষ্টায় থাকবেন
ঘ সে ঠাট্টা করছে এমন ভান করবেন এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিবেন

ANS.
১ খ
২ খ
৩ ক
৪ ঘ
৫ ঘ
৬ খ
৭ গ
৮ খ
৯ ঘ

নিয়োগ টিপস

১৭তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২০

বাংলা-২৫

ভাষারীতি

- 'পেয়ারা' শব্দটি যে ভাষা থেকে আগত— পর্তুগিজ।
- বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়— বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য।
- মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষাই— ব্রজবুলি ভাষা।
- যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে বলে— যৌগিক শব্দ।
- বাংলা ভাষা যে ভাষার গোষ্ঠীভুক্ত— ইন্দো-ইউরোপীয়।
- সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন— ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।
- গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ— দুই প্রকার।
- মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পাদনা করেন— ড. দীনেশ চন্দ্র সেন।

বাগধারা

- ঢাকের বাঁয়া— যার কোনো মূল্য নেই। কুল কাঠের আগুন— তীব্র জ্বালা। অন্ধের যষ্টি— একমাত্র অবলম্বন। আমড়াগাছি— তোষামোদ। রাজযোটক— চমৎকার মিল। গাছ পাথর— হিসাব নিকাশ। তালপাতার সেপাই— অতিশয় দুর্বল ব্যক্তি। অর্ধচন্দ্র— গলাধাক্কা।

শুদ্ধ বানান

- হীনম্মন্যতা, শ্রদ্ধাস্পদেষু, ম্রিয়মাণ, দৌরাত্ম্য, ক্ষুন্নিবৃত্তি, অকস্মাৎ, কনীনিকা, জ্যোতি, জলোচ্ছ্বাস, বাল্মীকি, গোধূলি, শশিভূষণ, উদ্গিরণ, সত্তা, মিথষ্ক্রিয়া।

সন্ধি-বিচ্ছেদ

- মহোর্মি = মহা + ঊর্মি। বাগধারা = বাক্ + ধারা। চতুষ্পদ = চতুঃ + পদ। একাদশ = এক্ + দশ। গায়ক = গৈ + অক। অপরাপর = অপর + অপর। গোষ্পদ = গো + পদ। মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড। শুদ্ধোদন = শুদ্ধ + ওদন।

কারক-বিভক্তি

- এ বছর ভালো ফসল হয়েছে— অধিকরণে শূন্য। আমার যাওয়া হয়নি— কর্তায় ৬ষ্ঠী। আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি— করণে ৭মী। বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়— কর্তায় ৭মী। সমিতিতে চাঁদা দাও— সম্প্রদানে ৭মী। সব ঝিনুকে মুক্তা মিলে না— অপাদানে ৭মী। নজরুল অগ্নি-বীণা লিখেছেন— কর্মে শূন্য।

সমাস

- ষড়ঋতু— দ্বিগু। প্রভাত— প্রাদি। আজীবন— অব্যয়ীভাব। মনগড়া— তৃতীয়া তৎপুরুষ। দশানন— বহুব্রীহি। পলান্ন— কর্মধারয়। মৌমাছি— কর্মধারয়।

বিপরীতার্থক শব্দ

- প্রাচী— প্রতীচী। সান্ত— অনন্ত। আদিষ্ট— নিষিদ্ধ। ঈশান— নৈর্ঋত। উৎকর্ষ— অপকর্ষ। প্রসন্ন— বিষণ্ন। আবির্ভাব— তিরোভাব। অনুগ্রহ— নিগ্রহ। ন্যূন— অধিক। সৌম্য— উগ্র।

সমার্থক শব্দ

- **ঊর্মি** : তরঙ্গ, ঢেউ, বীচি, হিল্লোল, লহরি। **অঙ্গ** : গা, শরীর, গাত্র, দেহ, তনু। **অন্ধকার** : আঁধার, তিমির, তমিস্রা, তম, আন্ধার। **অশ্ব** : ঘোড়া, ঘোটক, তুরগ, তুরঙ্গম, হয়, বাজী। **ঈশ্বর** : বিধাতা, বিধি, স্রষ্টা, প্রভু, পরমেশ্বর।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

- উক্তি = √বচ্ + ক্তি— কৃৎ প্রত্যয়। বাঁশি = বাঁশ + ই— তদ্ধিত প্রত্যয়। গমন = √গম্ + অন— কৃৎ প্রত্যয়। মাতাল = √মাত্ + আল— কৃৎ প্রত্যয়। ঐতিহাসিক = ইতিহাস + ইক— তদ্ধিত প্রত্যয়।

লিঙ্গ পরিবর্তন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- মরদ— জেনানা। অরণ্য— অরণ্যানী। সুনয়ন— সুনয়না। খান— খানম। সম্রাট— সম্রাজ্ঞী। চাতক— চাতকী। কুলি— কামিন। অভাগা— অভাগী/ অভাগিনী। গুরু— গুর্বী। বিদ্বান— বিদুষী।

বাক্য সংকোচন

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

- যা সহজে অতিক্রম করা যায় না— দুরতিক্রম্য। যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে— অবিমৃষ্যকারী। অক্ষির অগোচরে— পরোক্ষ। অলঙ্কারের ধ্বনি— শিঞ্জন। যা অতি দীর্ঘ নয়— নাতিদীর্ঘ। যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না— বনস্পতি। শত্রুকে দমন করে যে— অরিন্দম। ব্যাঙের ডাক— মকমক।

অনুবাদ

- He is very hard up now — সে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে।
- I do not take tea — আমি চা খাই না।
- The situation has come to a head— পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে।
- He lives from hand to mouth— সে দিন আনে দিন খায়।
- Death is preferable to dishonour— অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।
- Killing two birds with one stone— রথ দেখা ও কলা বেচা।
- Too much courtesy too much craft— অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ENGLISH-২৫

Completing Sentences

- The Democratic Party's candidate — defeat in the small hours of the morning. — accepted
- He worked as long as—. — he could
- He is not only poor— dishonest. — but also
- If the roof—, we all— die. — fell, would
- It — a hot day, we remained in the tent. — being
- Rahim walks as if he— a lame. — were
- Would you mind— the accounts one more time? — checking

Uses of Verbs

- It is high time he— his bad habits. — changed
- I would rather die— beg. — than
- She could not but— there. — go

- Hardly had he entered the room when electricity —. — went off
- He advised me— smoking. — to give up
- Three-fourths of the work — firished. — has been
- Two and two— four. — makes

Transformation of Sentences

- I had done the work and went home. (Simple)
  Ans. Having done the work, I went home.
- Being poor, he leads a simple life. (Compound)
  Ans. He is poor and leads a simple life.
- Zakir is the most brilliant of all students in the class. (Positive)
  Ans. No other student in the class is as brilliant as Zakir.
- What a fine bird it is! (Assertive)
  Ans. It is a very fine bird.
- Everyman must die. (Interrogative)
  Ans. Is there any man who will not die?
- A little learning is a dangerous thing. (Exclamatory)
  Ans. What a dangerous thing a little learning is!

Synonyms

- Resentment— Indignation I Sacred— Divine I Alteration— Adaptation I Ardent— Eager I Obdurate— Stubborn I Cordial— Amiable I Genesis— Beginning I Bounty— Generosity I Amicable— Friendly I Mystery— Enigma.

Antonyms

- Imbecility— Wisdom I Luminary— Imposter I Nebulous— Clear I Alleviate— Aggravate I Altruism— Selfishness I Tedious— Refreshing I Cynical— Gullible I Honorary— Salaried I Vacillated— Determined I Opaque— Transparent.

Idioms and Phrases

- Ins and outs— In details I Blue blood— Aristocratic birth I Abode of God— Heaven I Milk and water— Timid I By fits and starts— Irregularly I Loaves and fishes— Personal gain.

Translation from Bengali to English

- অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু— A friend in need is a friend indeed.
- দশের লাঠি একের বোঝা— Many a little makes a mickle.
- এক হাতে তালি বাজে না— It takes two to make a quarrel.
- অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট— Too many cooks spoil the broth.
- নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা— A bad workman quarrels with his tools.

Change the Parts of Speech

[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]

Noun	Verb	Adjective	Adverb
Crime	Criminalize	Criminal	Criminally
Fright	Frighten	Frightful	Frightfully
Silence	Silence	Silent	Silently
Education	Educate	Educational	Educationally
Danger	Endanger	Dangerous	Dangerously
Surety	Ensure	Sure	Surely

Fill in the blanks with appropriate Preposition *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

- The judge acquitted him— the charge. — of
- He complied— her request. — with
- The child went— in the pond. — down
- Do not run — debt. — into
- Learn the poem— heart. — by
- She argued— me about the marriage. — with
- There is no free access— the secretary's room. — to

Fill in the blanks with appropriate word (s) *[শুধু শিক্ষক-এর জন্য]*

- He is quite— with my progress. — satisfied
- It was a very— situation. — embarrassing
- What are you so angry—? — about
- Poor visibility due to fog and rain— accident. — causes
- Do not leave— I come. — until
- Our teachers give us some good—. — advice
- Nila spent— with her ill father. — sometime

Use of Articles *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

- He is — European. — a
- The teacher pulled the boy by — ear. — the
- He has spent— lot of money. (a)
- Wait for— hour more. (an)
- He is — one-eyed man. — a
- Rabindranath is — Shakespeare of Bangladesh. — the
- — honesty of Rahim is enviable. (The)

Identify appropriate title from story *[শুধু প্রভাষক-এর জন্য]*

এ Topicটিতে একটি গল্প থাকবে এবং এর Title বা নামকরণ করতে হবে। Writing এর Title বা নামকরণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে হতে পারে— মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী; মূল চরিত্রের নামানুসারে; গল্পের বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোনো বিষয়ের সমালোচনার জন্য।

সাধারণ গণিত-২৫

৬ষ্ঠ-১৬তম শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আসতে দেখা যায়—

- **পাটিগণিত :** পাটিগণিতীয় সূত্র ও নিয়মাবলি, গড়, গ.সা.গু ও ল.সা.গু, ঐকিক নিয়ম, লাভ-ক্ষতি, সুদকষা, অনুপাত-সমানুপাত।
- **বীজগণিত :** বর্গ ও ঘনসম্বলিত সূত্রাবলি ও প্রয়োগ, উৎপাদক, সূচক ও লগারিদম, গ. সা. গু ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন ও প্রয়োগ।
- **জ্যামিতি :** রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত-সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা, নিয়ম ও প্রয়োগ, পরিমিতি ও ত্রিকোণমিতি।

সুতরাং এ অধ্যায়গুলোর অঙ্ক বেশি গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করতে হবে।

সাধারণ জ্ঞান-২৫

ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাংলাদেশ যে ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্গত— ওরিয়েন্টাল।
- প্রথম শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়— ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' এর রচয়িতা— অ্যালেন গিন্সবার্গ।
- হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্থপতি— লারোস।
- রাষ্ট্রের উপাদান— ৪টি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফাকে যার সাথে তুলনা করা হয়— ম্যাগনাকার্টা।
- স্বাধীনতাযুদ্ধের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়— ১২ মার্চ ১৯৭২।
- ময়নামতিতে যে নিদর্শন পাওয়া যায়— বৌদ্ধ সভ্যতার।
- জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে— বাগেরহাট জেলায়।
- বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক— রাষ্ট্রপতি।
- হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়— ১৯৮৬ সালে।
- যে মোগল সম্রাটের সময় লালবাগ দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল— আওরঙ্গজেব।
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিনকন্যা' এর চিত্রকর— কামরুল হাসান।
- হাজংদের অধিবাস যেখানে — ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায়।
- কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি হয়েছে ভারতের যে রাজ্যে— মিজোরাম।
- বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস— মূল্য সংযোজন কর।

- বাংলাদেশের ঔষধশিল্প পার্ক অবস্থিত— গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে— ১৮ অনুচ্ছেদে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পাল সম্পর্কে বলা হয়েছে— ৭৭ নং অনুচ্ছেদে।

খ. চলতি ঘটনাবলি বাংলাদেশ

- রাজধানী শহর হিসেবে বায়ু দূষণে ঢাকার অবস্থান— দ্বিতীয়।
- মাতৃভাষার সংখ্যা অনুসারে বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান— পঞ্চম।
- মুজিববর্ষের 'থিম সং'-এর গীতিকার— ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।
- ঢাকার বারিধারার পার্ক রোডের বর্তমান নাম— কিং নরোদম সিংহানুক রোড।
- দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য— ৫৫ কিমি।
- 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য 'দুর্জয় দুর্গ' অবস্থিত— চৌগাছা, যশোর।
- দ্বিতীয় বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এর মেয়াদকাল— ২০ বছর।
- বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক— তামিম ইকবাল।
- রসুনের বিকল্প 'বিডি নিরা' উদ্ভাবন করে যে বিশ্ববিদ্যালয়— শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
- বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার— ৭৩.৯%।

গ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে— ২০৩০ সাল পর্যন্ত।
- ওআইসি (OIC) গঠিত হয়— ১৯৬৯ সালে; মরক্কোর রাজধানী রাবাতে।
- 'পঞ্চইন্দ্রিয়' তৈলচিত্রের চিত্রশিল্পী— মকবুল ফিদা হোসেন।
- এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ— বোর্নিও; ৭,৪৩,৩৩০ বর্গ কিমি।
- 'মেলানেশিয়া' শব্দের অর্থ— কৃষ্ণদ্বীপ।
- 'Statue of Liberty' এর স্থপতির নাম— ফ্রেডরিক বার্থোলডি।
- যে দেশটির সীমানা ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত— দক্ষিণ আফ্রিকা।
- বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে বিভক্তকারী নদীটির নাম— দ্রিনা।
- সামন্তবাদ সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয় যে দেশে— ইতালি।
- বিশ্ব ধরিত্রী দিবস বা Earth Day পালিত হয়— ২২ এপ্রিল।
- যে দুটি রাষ্ট্র সর্বাধিক রাষ্ট্রের সাথে সীমান্তযুক্ত— চীন ও রাশিয়া।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট— WTO।
- বান্দুং শহরটি অবস্থিত— ইন্দোনেশিয়ায়।
- বেলারুশের রাজধানী— মিনস্ক।
- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস যে নদীর তীরে অবস্থিত— সিন নদী।
- ফকল্যান্ড দ্বীপকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয়— ১৯৮২ সালে।
- আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতির মেয়াদ— ৩ বছর।
- বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে— মালাক্কা প্রণালি।

ঘ. চলতি ঘটনাবলি আন্তর্জাতিক

- চীনের বাইরে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়—১৩ জানুয়ারি ২০২০, থাইল্যান্ড।
- বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক ভাষার দেশ— পাপুয়া নিউগিনি।
- মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম— মুহিউদ্দিন ইয়াসিন।
- ২০২০ সালে অ্যাবেল পুরস্কার লাভ করেন— হ্যারি ফার্স্টেনবার্গ এবং গ্রিগরি মার্গুলিস।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) COVID-19 নামকরণ করে— ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০।
- ১ মার্চ ২০২০ SAARC'র ১৪তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন— এসালা ওয়েরাকুন, শ্রীলংকা।
- জেমস বন্ড সিরিজের ২৫তম চলচ্চিত্রের নাম— No Time to Die।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন— ২৮ জানুয়ারি ২০২০।
- আফ্রিকা মহাদেশের বৃহৎ অর্থনীতির দেশ— নাইজেরিয়া।
- OPEC'র বর্তমান সদস্য দেশ— ১৩টি।
- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পুনরায় কমনওয়েলথ-এ যোগদান করে— মালদ্বীপ।
- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRCS)-এর বর্তমান মহাসচিব— জাগান চ্যাপাগেইন, নেপাল।
- ২০২০ সালের সপ্তম আইসিসি নারী টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়— অস্ট্রেলিয়া।

ঙ. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান

- কাজ ও বলের SI একক যথাক্রমে— জুল ও নিউটন।
- প্রাকৃতিক গ্যাসে সঞ্চিত থাকে— রাসায়নিক শক্তি।
- সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদান— স্নেহ পদার্থ।
- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অবস্থিত— প্রশান্ত মহাসাগরে।
- জোয়ার-ভাটার তেজকটাল হয়— অমাবস্যায়।
- সমুদ্রে পানির গভীরতা মাপার একক হলো— ফ্যাদম (১ ফ্যাদম = ৬ ফুট)।
- সাবান তৈরির সময় উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়— গ্লিসারিন।
- ফর্মালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণকে বলে— ফরমালিন।
- সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কোষ— মানুষের স্নায়ুকোষ(1m.)।
- পানিতে নৌকার বৈঠা বাঁকা দেখা যাওয়ার কারণ— আলোর প্রতিসরণ।
- জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকারক রশ্মি— গামা রশ্মি।
- DNA অণুর দ্বি-হেলিক্স কাঠামোর জনক— ওয়াটসন ও ক্রিক।
- পৃথিবীকে সমান দুই অংশে ভাগ করেছে— নিরক্ষরেখা।
- পরমশূন্য তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন— শূন্য।
- জীবাণু বিদ্যার জনক— লুই পাস্তুর।
- দেহের জ্বালানীরূপে কাজ করে— কার্বোহাইড্রেট।

সপ্তদশ শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য
NTRCA-এর নতুন সিলেবাসের আলোকে বের হয়েছে

১ম-১৬তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান ব্যাখ্যাসহ বিষয়ভিত্তিক MCQ ৫০ সেট মডেল টেস্ট ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য এবং লিখিত পরীক্ষার ৫ বছরের প্রশ্নসহ

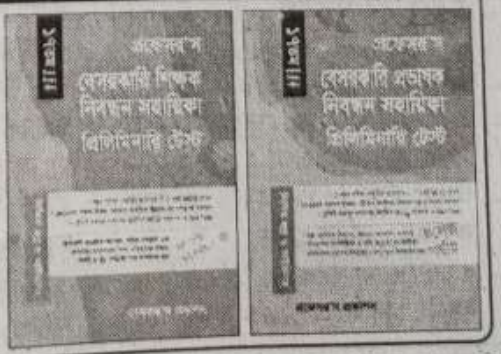

প্রফেসর'স প্রকাশন

নিপাহ ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৯৮ সালে

নিয়োগ টিপস

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী

টেকনিক্যাল

- কৃষি জমিতে চুন ব্যবহার করা হয়— মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য।
- বাংলাদেশের প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো— BADC।
- বায়ু কুণ্ডুরিতে জমা থাকে— অক্সিজেন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা যত ভাগ হলে ভালো হয়— ৮০ ভাগ।
- উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম— বীজ।
- ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ যে উপাদান গ্রহণ করে— নাইট্রোজেন।
- যে প্রকার মাটি চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী— দোআঁশ।
- বন আইন প্রণীত হয়— ১৮৬৫ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত— বাগেরহাট।
- 'বারি ফিরিঙ্গি-১' মসলার উদ্ভাবক যে প্রতিষ্ঠান— বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয়— মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল পুদিনার জাতের নাম— বারি পুদিনা-১ এবং বারি পুদিনা-২।
- জলজ আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয়— কপার সালফেট।
- উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে সর্বাধুনিক আবিষ্কার হলো— হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন।
- শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের জন্য যে রোগ হতে পারে— করোনা হার্ট ডিজিজ।
- শ্বেতসার ভাঙলে পাওয়া যায়—গ্লুকোজ অণু।
- FAO-এর পূর্ণরূপ— Food and Agricultural Organization.
- 'সৈকত' যে ফসলের জাত— আলু।
- একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক সবজি খাওয়া প্রয়োজন— ১১৫ গ্রাম।
- আলুর বীজ শোধন করতে ব্যবহার করা হয়— বরিক এসিড।
- বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কৃষি সমবায় চালু হয়— ১৯৫৪ সালে।
- যে মাসে রোপা আমন কাটা হয়— অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে।
- জটিল খাদ্য ভেঙে সরল হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে— বিপাক।
- মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে আছে— ভিটামিন-এ।
- যে ধরনের মাটিতে আখ, ডাল ও খেজুর ইত্যাদি ভালো জন্মে— ক্ষারীয় মাটিতে।
- মাটির আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে— মালচিং।
- বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত হয়— জুলাই-আগস্ট মাসে।
- জমিতে জৈব পদার্থ থাকা উচিত কমপক্ষে— ২.৫ ভাগ।
- আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)-এর সদর দপ্তর— ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- কোলেস্টেরলের উৎস— সব ধরনের আমিষ।
- আপেলে যে এসিড বিদ্যমান— ম্যালিক এসিড।
- কৃষি ক্ষেত্রে 'বলাকা' ও 'দোয়েল' হলো— দুটি উন্নত জাতের গমশস্যের নাম।
- বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস' পালিত হয়— পহেলা অগ্রহায়ণ।
- 'বিইউ চেরি টমেটো ১' উদ্ভাবন করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
- বেলে দোআঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ— ৭০%।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম— ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।
- জুমচাষ করা হয়— পাহাড়ি এলাকায়।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়— ৫ এপ্রিল ১৯৭৩।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল— পাট।
- কৃষি কাজের জন্য উপযোগী নয়— বেলেমাটি।
- বাংলাদেশের মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ— ০.১৫ একর।
- নতুন উদ্ভাবিত জাতের চাষ ও ব্যবহারের মূল্যায়ন যাচাইয়ের জন্য যে পরীক্ষা করা হয় তাকে বলে— ভিসিডি পরীক্ষা।
- বৃষ্টিনির্ভর ফসলের মধ্যে রয়েছে— আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, পাট, বোনা আউশ, আমন প্রভৃতি।
- ভূমি কর্ষণের ফলে মাটির ধারণ ক্ষমতা— বৃদ্ধি পায়।
- শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে— ভিটামিন এ, বি এবং সি।
- স্টেইনলেস স্টিলের অন্যতম উপাদান হলো— ক্রোমিয়াম।
- এন্টিবায়োটিকের কাজ— জীবাণু ধ্বংস করা।
- চা পাতায় বিদ্যমান ভিটামিন— ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স।
- উদ্ভিদের পাতা হলদে হয়ে যায়— নাইট্রোজেনের অভাবে।
- 'পিসিকালচার' বলতে বোঝায়— মৎস্য চাষ।
- ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস— দুধ।
- এসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে— সালফার ডাই-অক্সাইডের আধিক্যে।
- যে ধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে— গ্রাফাইট।
- Back up প্রোগ্রাম বলতে বোঝায়— নির্ধারিত ফাইল কপি করা।
- Plotter যে ধরনের ডিভাইস— আউটপুট।
- পারসোনাল কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম লোডিং করার কাজকে বলে— Booting।
- সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত মাইক্রো প্রসেসরটির নাম— ইনটেল 4004।
- EVM-এর পূর্ণরূপ— Electronic Voting Machine.
- বাংলাদেশে উদ্ভাবিত পাতা পেঁয়াজের নাম— বারিপাতা পেঁয়াজ-১
- ঈশ্বরদী-২৫৪ হলো— স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ইক্ষু।
- বিশ্বের প্রধান চিনি উৎপাদনকারী দেশ— ব্রাজিল।
- পৃথিবীর চিনির আধার বলা হয় যে দেশকে— কিউবা।
- পেঁয়াজের ভাণ্ডার বলে খ্যাত স্থান— সাঁথিয়া, পাবনা।
- বিশ্বে চা পানে শীর্ষ দেশ— চীন।
- রবিশস্য বলতে বোঝায়— শীতকালীন শস্য।
- বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয়— মৌলভীবাজার।
- IFAD-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— রোম, ইতালি।
- অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন— ইনসুলিন।
- প্রোটিনের মূল উপাদান— অ্যামাইনো এসিড।
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (BSFIC) প্রতিষ্ঠিত হয়— ১ জুলাই ১৯৭৬।

নিপাহ ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় মালয়েশিয়ায়

- বর্তমানে BSFIC'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি কলের সংখ্যা— ১৫টি।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯০৮ সালে।
- প্রাণীয় সংসদে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল, ২০১৯' পাস হয়— ১২ নভেম্বর ২০১৯।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প— তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত— নশিপুর, দিনাজপুর।
- বাংলাদেশের 'শস্যভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত— বরিশাল জেলা।
- কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত— গাজীপুর।
- বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়— ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয়— পাবনার ঈশ্বরদীতে; ১৯৫১ সালে।
- পারমাণবিক চুল্লিতে তাপ পরিবাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়— সোডিয়াম।
- জারণ বিক্রিয়ায় ঘটে— ইলেকট্রন বর্জন।
- সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম— ক্রনোমিটার।
- ওজোন স্তরের ফাটলের জন্য মুখ্যত দায়ী— ক্লোরোফ্লোরো কার্বন।
- তাপ সঞ্চালনের দ্রুততম প্রক্রিয়া হল— বিকিরণ।
- মানবদেহে রক্তের pH হলো— ৭.৪।
- পরম শূন্য তাপমাত্রা হলো— -273°C।
- গামা রশ্মির চার্জ— নিরপেক্ষ।
- ওজোনের রঙ— গাঢ় নীল।
- সেভিং সাবানের উপাদান— কস্টিক পটাশ।
- বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও হিটারে যে ধাতু ব্যবহৃত হয়— নাইক্রোম।
- দিয়াশলাইয়ের কাঠির মাথায় ও বক্সের পার্শ্বে ব্যবহৃত হয়— লোহিত ফসফরাস।
- সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ছোট কম্পিউটারকে বলা হয়— মেইন ফ্রেম।
- ডিভিডি যে ধরনের স্মৃতি— সহায়ক স্মৃতি।
- ওরাকল যে ধরনের প্রোগ্রাম— ডেটাবেস।
- ডেটাবেজ টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে বলে— ইনডেক্সিং।
- এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত হয়— হাইব্রিড কম্পিউটার।
- বিখ্যাত সফটওয়্যার কোম্পানি মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৭৫ সালে।
- UNIX অপারেটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান— আইবিএম (IBM)।
- ক্ষারীয় মাটির পিএইচ — ৭ এর উপরে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি)-এর অধীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপসহকারী উদ্যান কর্মকর্তা বা উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা বা উপসহকারী প্রশিক্ষক বা উপসহকারী সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা [১০ম গ্রেড]-এর ১,৩৯৪ (এক হাজার তিনশত চুরানব্বই)টি স্থায়ী পদে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়
২৬ জুলাই ২০২০; সন্ধ্যা ৬টা

বাছাই পরীক্ষা (MCQ Type)

- পূর্ণমান : ১০০ [মোট প্রশ্ন ১০০টি, প্রতিটির মান-১, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবে ০.৫০]।
- পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন : বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-২০ এবং টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল-৪০।

লিখিত পরীক্ষা

- বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।
- পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন : বাংলা-৪০, ইংরেজি-৪০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল-৮০।

- যে গাছটি জীবন্ত বেড়া হিসাবে ব্যবহারযোগ্য নয় — গর্জন।
- যে পোকার আক্রমণে ধানের চারার বৃদ্ধি কমে যায় এবং চারা ছোট হয়ে যাচ্ছে মনে হয় এবং ফ্যাকাশে সবুজ দেখায় — থ্রিফস।
- মাছ চাষের পুকুরে যে সময় অক্সিজেন সবচেয়ে কম থাকে — সকালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ে ..... টি উদ্ভিদ সংঘনিরোধ কেন্দ্র রয়েছে — ৩০টি।
- যে শর্করাটি উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে পাওয়া যায় — সেলুলোজ।
- যে রাসায়নিক সারটি নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করে — ইউরিয়া।
- ভ্রূণাক্ষের যে অংশ বীজপত্র যুক্ত থাকে তাকে বলে — ভ্রূণপর্ব।
- উফশি ধানের বৈশিষ্ট্য — সার গ্রহণ ক্ষমতা বেশি এবং পাতা খারা।
- বীজ কেনার সময় রংয়ের ট্যাগ দেখে বোঝা যাবে যে এটা প্রত্যায়িত বীজ — নীল।
- ভূমিস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বা রাইজোমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে — আদা।
- ভেজাল টিএসপি সার চেনার উপায় — পানিতে মিশালে ঘোলা দ্রবণ তৈরি করে, অম্লস্বাদ যুক্ত ঝাঝালো গন্ধের অনুপস্থিতি ও ভঙ্গুর।
- যে গাছগুলোতে কপিসিং করা হয় — শাল, গামারী ও কড়ই।
- পুকুরে চাষকৃত মাছকে আলকাটক্সিন সংক্রমিত ও অপরিশোধিত তৈরি খাদ্য খাওয়ালে যে রোগ হয় — হেপাটোমা।
- যে জাতীয় ধানের চাষাবাদ সম্পূর্ণ সেচ নির্ভর — বোরো।
- বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদী ফলের মাঝে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় — কলা।
- যেটি বহুবর্ষজীবী আগাছা— মুথা।
- সালোকসংশ্লেশনের অন্ধকার বিক্রিয়ার গতিপথ— তিনটি।
- যে গাছটি পাতা কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করতে পারে— পাথরকুচি।
- ডিমের খোসা (Shell) পাতলা হয় যে খনিজ পদার্থের অভাবে— ক্যালসিয়াম।
- জৈব জাতীয় শস্য হিসেবে বেশি চাষ হয় যে ফসল— সরিষা।
- মাটিতে বায়ু অবস্থান করে— মাটির কণার চারপাশে।
- আগাছা মাটি হতে পুষ্টি উপাদান শুষে নেয়— ৩০-৫০%।
- সমতল ভূমির প্রধান গাছ— শাল।
- জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির অণুজীবগুলো— ক্রিয়াশীল।
- যে স্তর থেকে মাটির নমুনা নিতে হয়— কর্ষণ তল হতে।
- রুই জাতীয় মাছের প্রজননকাল— মে-জুন, জুলাই মাস।

পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য দেখুন বিসিএস প্রিলিমিনারি টিপস এবং অন্যান্য নিয়োগ টিপস

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে

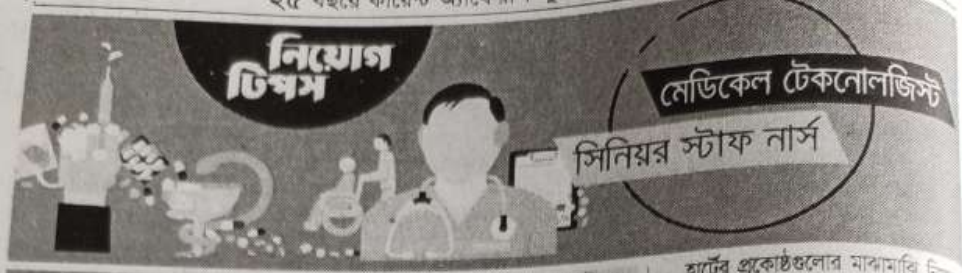

টেকনিক্যাল

- ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (DAB) প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- এক্সরে এবং তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান— Radiology।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়— ৭ এপ্রিল ১৯৪৮।
- বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবীর নাম— লুইস ব্রাউন; ইংল্যান্ড।
- 'বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক—ICDDR,B।
- ভিটামিন 'এ'-এর অপর নাম— রেটিনল।
- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস— ১ আগস্ট।
- মানবদেহে হাড়ের সংখ্যা— ২০৬টি।
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সমিতির স্লোগান— রক্ত দিন জীবন বাঁচান।
- বাংলাদেশের কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রটি অবস্থিত— নীলফামারীতে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে— ৪টি।
- অরবিস ইন্টারন্যাশনাল— একটি উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল।
- 'সূর্যের হাসি' যে ধরনের স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক— পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা।
- বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ— ভুটান।
- রক্তের তরল অংশের নাম— সিরাম।
- বাংলাদেশে জাতীয় টিকা দিবস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়— ১৯৯৫ সালে।
- শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় টিকা— ৯টি।
- বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম জিন তৈরি করা হয়— ১৯৭০ সালে।
- চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক— হিপোক্রিটাস।
- বাংলাদেশে খাবার স্যালাইন প্রকল্পে সহায়তা করে যে সংস্থা— ইউনিসেফ।
- বাংলাদেশে অবস্থিত পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করে— পরমাণু শক্তি কমিশন।

৪ জুন ২০২০ প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সারা দেশের ৩,০০০ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেন। এ অনুমোদনের ফলে বিভিন্ন হাসপাতালে ১২০০টি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (১২তম গ্রেড), মেডিকেল টেকনিশিয়ানের ১৬৫০টি (১৬তম গ্রেড) এবং কার্ডিওগ্রাফারের ১৫০টি (১৬তম গ্রেড) পদে নিয়োগ হবে।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ১১ বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ ছিল।

- পাকস্থলিতে যে ধরনের ওষুধ তাড়াতাড়ি শোষিত হয়— তরল।
- পেনিসিলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়— ছত্রাক।
- এন্টামিবা মানবদেহে যে রোগ ছড়ায়— আমাশয়।
- জিহ্বার রোগ নির্ণয়ে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়— ব্রকোস্কোপ।
- দুটি DNA অণুর মধ্যকার রাসায়নিক সংযোগকে বলা হয়— বেস পেয়ার।
- বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যানীতি গৃহীত হয়— ১৯৭৬ সালে।
- ডিমের মধ্যে যে ভিটামিন অনুপস্থিত— ভিটামিন 'সি'।
- মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস— শ্বসন।
- কলেরা রোগের প্রধান উপসর্গ হলো— ডায়রিয়া।
- হার্টের প্রকোষ্ঠগুলোর মাঝামাঝি নিয়ন্ত্রক কপাটিকাগুলোকে বলে— ভাল্ব।
- মানবদেহে পানি থাকে— শতকরা ৬৫-৯০%
- বাংলাদেশে 'হেপাটাইটিস বি' আক্রান্ত লোকের সংখ্যা— শতকরা ৫%।
- NIPORT'র পূর্ণরূপ— National Institute of Population Research and Training।
- শতভাগ লোক শহরে বাস করে— সিঙ্গাপুর।
- বর্তমানে দেশে নারী-পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স— নারী ১৮ বছর ও পুরুষ ২১ বছর।
- বিশ্ব নার্স দিবস পালিত হয়— ১২ মে।
- বিশেষ প্রোটিন জাতীয় খাবারের প্রতি শরীরের অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতাই হলো— এলার্জি।
- ২০১৯ সালে চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন— গ্রেগ এল সেমেনজা, পিটার জে র‍্যাটক্লিফ ও উইলিয়াম জি কেইলিন জুনিয়র।
- BSMMU প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণয়ের যন্ত্র— স্ফিগমোম্যানোমিটার।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়— ৭ এপ্রিল।
- হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফোলানোকে বলা হয়— এনজিওপ্লাস্টি।
- বাংলাদেশে জাতীয় টিকা দিবস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়— ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়— ১৯৭৬ সালে।
- দেহের প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষা সহায়তা করে— লিওকোসাইট।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার— অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী।
- ICDDR,B এর পূর্ণরূপ— International Centre for Diarrhoea Disease Research, Bangladesh।
- যে চারটি রাসায়নিকের সমন্বয়ে জিন গঠিত— অ্যাডেনিন, থায়ামিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন।
- খাদ্যের যে উপাদান রক্তের হিমোগ্লোবিন প্রস্তুত করে— আমিষ।
- মানুষের দেহে রক্ত থাকে— মোট ওজনের ৮%
- গ্লুকোজের রাসায়নিক সংকেত— $C_6H_{12}O_6$

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, কার্ডিওগ্রাফার ও স্বাস্থ্যকর্মীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত

প্রফেসর'স
স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

বাংলাদেশে রোটাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৯০ সালে

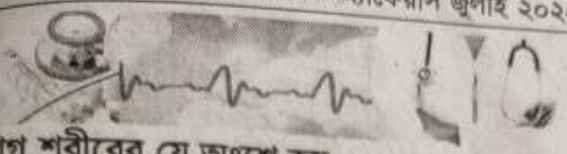

বিভিন্ন রোগ শরীরের যে অংশে হয়

রোগের নাম	শরীরের যে অংশে হয়
একজিমা (Eczema)	ত্বক
ক্যাটার‍্যাক্ট (Cataract, চক্ষুর ছানি)	চক্ষু
আরথ্রাইটিস (Arthritis, গেঁটেবাত)	গ্রন্থিসমূহ
জন্ডিস (Jaundice)	লিভার, চক্ষু ও শরীর
টিউবারকিউলোসিস (যক্ষ্মা)*	ফুসফুস
ট্রকোমা (Trachoma)	চক্ষু
ডায়াবেটিস (Diabetes)	অগ্ন্যাশয় (Pancreas)
ডিপথেরিয়া (Diptheria)	গলা (Throat)
নিউমোনিয়া (Pneumonia)	ফুসফুস (Lung)
পাইওনিরয়া (Pyorrhoea)	দাঁতের মাড়ি (Gum)
পাইলস (Piles, অর্শরোগ)	নিম্নমলনালীর শিরায়
মেনিনজাইটিস (Meningitis)	স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্ক (Brain)
রিউমাটিজম (Rheumatism, বাতরোগ)	গ্রন্থি (Joints)

- MPSTC যে ধরনের কেন্দ্র— মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা।
- যে টিস্যু দিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়— স্নায়ু টিস্যু।
- পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন— জোনাস সাক।
- এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৬২ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল— জীবনতরী।
- জিনের রাসায়নিক উপাদানের ভুল সজ্জাজনিত কারণে যে রোগ হয়— সিজোফ্রেনিয়া।
- প্লাস্টার অব প্যারিস— এক ধরনের পদার্থ যা ব্যান্ডেজের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- এখন পর্যন্ত মোট অ্যামাইনো এসিড আবিষ্কৃত হয়েছে— ২৮টি।
- মানবদেহে মোট কশেরুকার সংখ্যা— ৩৩টি।
- সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদানের অনুপাত— ৪ : ১ : ১।
- বাংলাদেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মীর নাম— স্বাস্থ্য সহকারী (Health Assistant)।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুবিধার প্রচারাভিযান লোগো— 'সূর্যের হাসি' ও 'সবুজ ছাতা'।
- শিশুদের পাঁচটি রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন একটিমাত্র টিকা— পেন্টাভ্যালেন্ট।
- বাংলাদেশের খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত— ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে।
- পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রধান— মহাপরিচালক।
- রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে— ভিটামিন K।
- হৃদপিণ্ডের কর্মক্ষমতা এবং রোগ সনাক্ত করার বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি— ইকোকার্ডিওগ্রাফি।
- রক্ত জমাট বাঁধায় যে কণিকা অংশ নেয়— অনুচক্রিকা।
- শ্রেণিকরণ বিদ্যার জনক বলা হয়— ক্যারোলাস লিনিয়াসকে।
- যে অংশের মাধ্যমে আলো চোখে প্রবেশ করে— কর্ণিয়া।
- আর্সেনিকের দুটি বিষাক্ত যৌগ— আর্সেনাইট ও আর্সেনেট।
- বাংলাদেশে মাঠভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয়— ১৯৬৫ সালে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম— পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র।
- বিনা অপারেশনে কিডনি ও গলব্লাডার স্টোন অপসারণের যন্ত্রের নাম— লিথোস্টার প্লাস।
- ডেঙ্গুর জীবাণু শনাক্তকারী পদ্ধতির আবিষ্কারক— ড. বিজন কুমার শীল।
- EPI বলতে বোঝায়— Expanded Programme on Immunization (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)।
- দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা Red Cross-এর প্রতিষ্ঠাতা— হেনরি ডুনান্ট।
- 'বার্ড ফ্লু' রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের নাম— H5N1.
- সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল— মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ রাজ্যের লা গ্লোরিয়া।
- স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকার জীবনকাল— ১২০ দিন।
- ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ— দূষিত বাতাস।
- যে গ্রুপধারী ব্যক্তি সর্বজনীন দাতা— O.
- মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি— যকৃত।
- হরমোন গ্রন্থিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ওপরে অবস্থান করে— পিটুইটারি।
- পাকস্থলীতে পাতলা HCl তৈরি করে— প্যারাইটাল কোষ।
- ট্রমা সেন্টার হলো— সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের দ্রুত সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
- জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীর প্রস্রাব হলুদ হওয়ার কারণ— বিলিরুবিনের উপস্থিতি।
- মানুষের হাড় শক্ত করার জন্য যে ভিটামিন প্রয়োজন— ভিটামিন 'ডি'।
- এন্ডোস্কোপি হলো— রোগ নির্ণয়ের এক ধরনের আধুনিক যন্ত্র।
- মাতৃদুগ্ধ শিশুর আদর্শ খাদ্য। কারণ— এতে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি রয়েছে।
- ব্লাড প্রেসার বেশি হলে— মস্তিষ্কের সরু শিরা বা ধমনি ছিঁড়ে যেতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে।
- যে গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে গলগণ্ড রোগ হয়— থাইরয়েড গ্রন্থি।
- পেনিসিলিন যে জাতীয় রোগ থেকে প্রাণীকে রক্ষা করে— ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ থেকে।
- বাংলাদেশ WHO-এর যে স্বাস্থ্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত— SEAR (South East Asia Region)।
- একজিমা (ECZEMA) এক ধরনের— অসংক্রামক চর্ম রোগ।
- মানুষ পাতলা বা চিকন হওয়ার কারণ হলো— ব্রাউন এডিপোজ টিস্যু থাকা।
- দেহ থেকে যে বিষাক্ত পদার্থ বের হয় বা আমাদের শরীরে বাইরে থেকে যেসব অণুজীব প্রবেশ করে তাদের বলে— অ্যান্টিজেন।
- ইউনিয়নে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীর পদবি— পরিবার-পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI)।
- BSMMU-এর পূর্ব নাম— Institute of Post-graduate Medicine and Research (IPGMR)।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত

প্রফেসর'স
সিনিয়র স্টাফ নার্স
মিডওয়াইফ
নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য দেখুন বিসিএস প্রিলিমিনারি টিপস এবং অন্যান্য নিয়োগ টিপস

টেকনিক

সাধারণ জ্ঞানের সহজ কৌশল

সাধারণ জ্ঞানের ... মধ্যে তথ্য মনে রাখার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের

বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের অবস্থান

ঢাকা

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI), মানিক মিয়া এভিনিউ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI), ফার্মগেট। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT), আজিমপুর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI), সেগুনবাগিচা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (BPI), উত্তরা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM), সোবহানবাগ। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (PIB), সার্কিট হাউজ রোড। ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (ICMAB), নীলক্ষেত। গ্রাফিক্স আর্টস ইনস্টিটিউট (GAI), মোহাম্মদপুর। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (NINMAS), শাহবাগ। কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বকশিবাজার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM), তোপখানা রোড। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, চাঁনখারপুল। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NDMRTI)।

গাজীপুর

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (BIPSOT), রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI), জয়দেবপুর। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), জয়দেবপুর। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (MTTI), বোর্ড বাজার।

নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN), আড়াইহাজার। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (BIMT), বন্দর।

যে যাকে যে উপাধি দেন

কবি সাহিত্যিক

উপাধি	যার উপাধি	উপাধি দাতা
অপরাজেয় কথাশিল্পী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—
কবিকঙ্কণ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	রাজা রঘুনাথ রায়
কবিরঞ্জন	রামপ্রসাদ সেন	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
কবিকণ্ঠহার	বিদ্যাপতি	রাজা শিবসিংহ
কবিগুরু	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক্ষিতিমোহন সেন
কবীন্দ্র	পরমেশ্বর	পরাগল খাঁ
কবিরাজ/কবীন্দ্র	গোবিন্দদাস	জীব গোস্বামী
কাব্যভূষণ/সাহিত্যরত্ন	কায়কোবাদ	নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ
কাব্যরত্নাকর	মদনমোহন	সংস্কৃত কলেজ
কাব্যরত্নাকর	শেখ ফজলল করিম	নদীয়া সাহিত্যসভা
কাব্যোপাধ্যায়	রামনারায়ণ তর্করত্ন	দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনিক আকাদেমি
কাব্য সুধাকর	গোলাম মোস্তফা	যশোর সাহিত্য সংঘ
কাব্যকণ্ঠ	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
কবিভাস্কর	শশাঙ্কমোহন সেন	চট্টগ্রাম ধর্মমণ্ডলী
মহাকবি	আলাওল	কবি মুহম্মদ মুকীম
কবি রসরাজ	রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার	যশোরের কালিয়ার পণ্ডিতবর্গ
খান সাহেব/বাহাদুর	কাজী ইমদাদুল হক	ব্রিটিশ সরকার
খান বাহাদুর	আহসান উল্লাহ	ব্রিটিশ সরকার
খাঁটি বাঙালি কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গাজী	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্কের সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ
গুণরাজ খান	মালাধর বসু	শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ
গুরুদেব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মহাত্মা গান্ধী
চারণ কবি	মুকুন্দদাস	—
ছন্দের জাদুকর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছান্দসিক কবি	আবদুল কাদির	—
জাতীয় কবি	কাজী নজরুল ইসলাম	রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
জননী সাহসিকা	সুফিয়া কামাল	বাংলার মানুষ
ডিফেন্স অব বেঙ্গল	প্যারীচাঁদ মিত্র	পাদ্রি লঙ
তর্কালঙ্কার	মদনমোহন	—
তিমির হননের কবি	জীবনানন্দ দাশ	—
দুঃখবাদী কবি	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	—
দাদা ভাই	রোকনুজ্জামান খান	—
দ্বিতীয় বিদ্যাপতি	গোবিন্দদাস	কবি বল্লভদাস
বিদ্যাবিনোদিনী	নূরন্নেছা খাতুন	নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র	সংস্কৃত কলেজ
বিদ্যাভূষণ	কায়কোবাদ	নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ
দৌলত উজির	বাহরাম খান	নেজাম শাহ সুর
নাগরিক কবি	শামসুর রাহমান	—
নির্জনতম কবি	জীবনানন্দ দাশ	বুদ্ধদেব বসু
পূর্ণেন্দু/কবিকুল শিরোমণি	শাহাদাৎ হোসেন	বসিরহাট বাণী সঙ্ঘ
পল্লিকবি	জসীমউদ্দীন	—
বিদ্যাভূষণ	শশাঙ্কমোহন সেন	ঢাকার সারস্বত সমাজ

সুফিয়া কামাল

বাংলাদেশে ওষুধপ্রতিরোধী

নিয়োগ টিপস

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (BSC)সহ সকল ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা

BSC'র চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পদ ও পদ সংখ্যা

সিনিয়র অফিসার ৭৭১ ■ অফিসার ২০৬৪ ■ অফিসার (ক্যাশ) ১৫১১

বাংলা ৬

ভাষা ও সাহিত্য

- 'অপু' ও 'দুর্গা' চরিত্র দুটি যে উপন্যাসের— পথের পাঁচালী।
- বাংলা নাটকের ধর্ম ও ভাষা নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ করেছেন— সেলিম আল দীন।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি— মাগধি প্রাকৃত থেকে।
- যে ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়— সাধু ভাষায়।
- বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত— মনসামঙ্গল।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন— কাহ্নপা।
- জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন— বুদ্ধদেব বসু।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' রচনা করেন— হুমায়ূন আহমেদ।

ব্যাকরণ ও বিরচন

- শব্দকে পদ হতে হলে এতে যোগ করার প্রয়োজন হয়— বিভক্তি।
- 'বিদ্যালয়ের সকল ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে।' বাক্যটিতে যে ত্রুটি রয়েছে— বহুবচনের দ্বিত্ব।
- 'ডাক্তার-খানা' শব্দটি যে দুটি ভাষার মিশ্রণ— ইংরেজি + ফারসি।
- সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণকে বলে— গুরুচণ্ডালী দোষ।
- ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান যে ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— তৎসম শব্দ।
- প্রমিত বাংলা উচ্চারণে মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা— ৭টি।
- সন্ধি ➤ বন + পতি = বনস্পতি। প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল। ভৌত + উক = ভাবুক। বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা। কুল + অটা = কুলটা। পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা।
- কারক ও বিভক্তি ➤ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল— অধিকরণে ৭মী। ভিখারিকে ভিক্ষা দাও— সম্প্রদানে ৪র্থী। লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়— করণে ৩য়া। আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা— কর্মে ২য়া।
- সমাস ➤ সোনামুখী = সোনার মতো মুখ যার— মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। মধুমাখা = মধু দিয়ে মাখা— তৃতীয়া তৎপুরুষ। খাসমহল = খাস যে মহল— কর্মধারয়। মৌমাছি = মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি— মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। হাট-বাজার = হাট ও বাজার— দ্বন্দ্ব।
- শুদ্ধ বানান ➤ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দ্যূতক্রীড়া, প্রাতঃকৃত্য, মাধ্যাকর্ষণ, সংশপ্তক, চাণক্য, লক্ষণীয়, সান্ত্বনা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্বায়ত্তশাসন, রূপায়ন, গণিকা।
- বিপরীত শব্দ ➤ উৎকৃষ্ট— নিকৃষ্ট। বিপন্ন— নিরাপদ। বিরত— নিরত। অন্তরঙ্গ— বহিরঙ্গ। আকুঞ্চন— প্রসারণ। খাতক— মহাজন। গৃহী— সন্ন্যাসী। গ্রাম্য— নাগরিক।
- পারিভাষিক শব্দ ➤ Demotion— অবনমন। Aesthetics— নন্দনতত্ত্ব। Sacrament— ধর্মসংস্কার। Up-to-date— হালনাগাদ। Horizontal— অনুভূমিক।
- সমার্থক শব্দ ➤ পর্বত— পাহাড়, অচল, গিরি, ভূধর, শৃঙ্গধর, নগ। চক্ষু— দর্শন, লোচন, নয়ন, অক্ষি, চোখ। কন্যা— মেয়ে, তনয়া, আত্মজা, দুহিতা, দুলালি। ঊর্মি— তরঙ্গ, ঢেউ, বীচি, কল্লোল, হিল্লোল।
- বাগধারা ➤ তাসের ঘর— ক্ষণস্থায়ী ঘর। ধোপাদুরস্ত— পরিপাটি। উড়নচণ্ডী— অমিতব্যয়ী। কুল কাঠের আগুন— তীব্র জ্বালা। তামার বিষ— অর্থের কুপ্রভাব।
- এককথায় প্রকাশ ➤ যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই— অবিসংবাদী। যা আঘাত পায়নি— অনাহত। হাতির বাসস্থান— পিলখানা। বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে— পরিবেদন। কুমারীর পুত্র— কানীন। অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী— আততায়ী।

ENGLISH ৬

Grammar

- You should not— Your achievements.— boast of.
- — some employers oppose the very existence of unions, many theorists stress the necessity of unions.— Although.
- The family does not feel— going outside this season.— like.
- He went — to oblige his superior.— out of his way.
- The teachers said that they were no longer prepared to— the ways of the new Headmaster.— put up with.
- The timely rain— good crops.— bring forth.
- Complete shutdown— observed today aganist new law.— is being.
- The officer has stayed away from— populism such as raising the income tax exemption limit.— overt.
- His friend— his word much to his despair.— went back on.
- Savior is always better than the—.— destroyer.
- I was alarmed— the news of my brother's illness.— at.

One-word Substitutions

- The art of cultivating and managing gardens is called— Horticulture.
- The plants and vegetation of a region— Flora.
- A speech made without preparation— Extempore.
- One who collects postage stamps— Philatelist.
- A person who reads and thinks a lot is called— Intellectual.

...শনাক্ত হয় ২০০০ সালে

Synonyms

- Invent— Discover I Jeopardy— Peril I Indigent— Destitute I Ostentation— Showiness I Exigency— Demand I Abundant— Plentiful I Anxiety— Worry.

Antonyms

- Frugality— Generosity I Anomalous— Common I Impermeable— Porous I Laconic— Verbose I Indigenous— Acquired I Vague— Intelligible I Prologue— Epilogue I Penury— Opulence I Insipid— Exciting.

Analogy

- Pertinent : Relevance :: Redundant : Superfluity I Conscious : Careless :: Careful : Indifferent I Fortuitous : Inherent :: Gregarious : Introvert I Opaque : Transparent :: Concentrated : dissipated.

Spellings

- Cellular I Passenger I Schizophrenic I Questionnaire I Ridiculous I Lascivious I Dichotomy I Denunciation I Entrepreneur I Equanimity I Etiquette.

Phrases and Idioms

- Get the axe— Lose the job I Plays fast and loose— To be inconsistent I Take into one's head— A sudden idea I To come to the fore— To become prominet.

Sentence Completion

- If the banks desire to— profit, they should get rid of — measures. — increase, populist.
- The employees— about the closure before the announcement was made public— knew.
- The— to e-buses would not lower the level of emissions but merely— their place of origin.— transition, change.
- The emergency services— the accident site as soon as the news of the train collision was— to them.— reached, relayed.

Error Recognition

- Diversification is a strategy (a) to investing (b) in many unrelated (c) businesses. — investing (invest).
- We insist on you (a) leaving (b) the meeting before (c) any farter out bursts (d) take place.— you (your).
- Ashfaq was upset last night (a) because she had to do (b) too many (c) home works.— many (much). (d)

BANGLADESH

- The name of the first post- Liberation War sculpture of Bangladesh is— Jagroto Chowrongi: Gazipur.
- The biggest power plant of Bangladesh declared by government— Payra Power Plant, Patuakhali.
- The only Ethnological Museum of Bangladesh is in— Chattogram.
- The Parki beach of Bangladesh is located at— Chattogram.
- Awami Muslim League was founded in— Rose Garden.
- During the Liberation War of Bangladesh, the pesident of USSR was— Nikolai Podgorny.
- In the Indian sub-continent the first woman graduate with honours was— Kamini Roy.
- The tribe 'Hajong' mainly lives in— Mymensingh and Netrokona.
- Sheikh Hasina Cantonment is located at— Patuakhali District.
- The war strategy of Muktibahini is known as— Teliapar strategy.
- The first Bangladeshi to earn Grand Master title is— Niaz Morshed.
- The first Nawab of Bengal is— Murshid Quli Khan.
- The documentary film 'Stop Genocide' related to independence war of Bangladesh was directed by— Zahir Raihan.
- In 1917 'S' Force of Bangladesh Liberation Army was composed of— 2nd and 11th East Bengal.
- The national Jute day is on— 6th March.
- The number of articles in constitution of Bangladesh is— 153.

INTERNATIONAL

- The name of Malaysian currency is— Ringgit.
- World Population Day is observed on— 11 July.
- The motion picture titled 'Theory of Eveything' is base on the life of— Stephen Hawking.
- The first man-made satellite, Sputnik I was launched by the former USSR in— 1957.
- The headquarter of International Atomic Energy Agency (IAEA) is situated at— Vienna.
- The longest mountain range in the world is— The Andes.
- Number of temporary members of the UN Security Council is— 10.
- Luanda is the capital of— Angola.
- The world's first country to ban deforestation is— Norway.
- The oldest news agency of the world is— AFP.
- The organization received the Nobel Peace Prize for three times is— International committee of the Red Cross.
- ISBN is used to identify— Books.
- Leonardo da Vinci, famous for his master pieces painting 'Mona Lisa' was an— Italian artist.
- The number of goals to achieve SDG is— 17.
- Transparency International is based in— Berlin.
- The great Victory Desert is located in— Australia.
- The last President of the Soviet Union was— Mikhail Gorbachev.
- Euro, the currency, was introduced in the year— 1999.
- Ground Zero is situated in— New York, USA.
- The country known as the 'Country of Midnight Sun' is— Norway.
- The first attempt in printing was made in England by— William Caxton.
- The first player to score 10,000 runs in T20 Cricket is— Chris Gayle.
- The agenda 2063 is a strategic framework for the socio-economic transformation of— Africa.
- Magyr is the language of— Hungary.
- Women were first allowed to compete in the Olympics in— 1900.
- The Spanish Civil War began in the year of— 1936.

BANKING & ECONOMICS

- A statute for the protection of the rights of consumers in Bangladesh was first enacted in the year— 2009.
- The main function of the Financial Action Task Force (FATF) is to combat— Money laundering.

- Black Monday is related to— Stock Market.
- Money market is a market for— Shor-term fund.
- The exchange of commodities between two countries is referred as— Bilateral trade.
- The regulations related to intellectual property is known as— TRIPS.
- A bank's fixed deposit is also referred to as a— Term deposit.
- Profits of a firm that are distributed or given out to its investors are called— Dividends.
- Point of Sale (POS) machine is widely used by the— Merchants.
- The watch dog of international trade is— WTO.

SCIENCE & TECHNOLOGY

- The largest planet in the solar system is— Jupitar.
- Main causes of night blindness is deficiency of vitamin— A.
- The steam engine was invented by— James Watt.
- The main element of urea fertlizer is— Mithane.
- The normal temperature of human body is— 36.9°C/98.4F.
- Study of life in outer space is known as— Exobiology.
- The ozone layer restricts— Ultraviolet radiation.
- Electric currect is measured by— Ammeter.
- Submarine cable is the term used in— Information Technology.
- The scientist who is known as father of modern Biology— Aristotle.
- The formula HCl stands for— Hydrochloric Acid.
- The humidity of air measured in percentage is called— Relative humidity.
- The law of Natural Selection is associated with— Darwin.

BASIC COMPUTER

- — controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer. — The operating system.
- If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a — Repeater.
- The process of removing unwanted part of an image is called— Cropping.
- Portrait and landscape are— Page Orientation.
- Ctrl+N is used to— New document.
- A computer that stores and forwards e-mail messages is called— Mail server.
- A list of instructions used by a computer is called— Program.
- Fifth generation computers are based on— Artificial Intelligence.
- Data directory contains defail of— Data structure.

INTELLIGENCE TEST

1. If you re-arrange the letters 'LNGEDNA' you have name of a/an—
   ⓐ Country ⓑ Animal
   ⓒ City ⓓ Ocean
2. If $xy > 0$ and $yz < 0$, which of the following must be negative?
   ⓐ xyz ⓑ xyz^2
   ⓒ xy^2z ⓓ xy^2z^2
3. $49 \times 49 \times 49 \times 49 = 7^?$
   ⓐ 4 ⓑ 7 ⓒ 8 ⓓ 16
4. A family must have—
   ⓐ Father ⓑ Mother
   ⓒ Children ⓓ Member
5. Find the missing number—

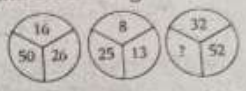

   ⓐ 10 ⓑ 25 ⓒ 50 ⓓ 100
6. Which of the following is the 250% of 1?
   ⓐ 0.25 ⓑ 2.5 ⓒ 25 ⓓ 0.025
7. The sum of two number is 5, and their product is 4. Then what is the difference between the numbers?
   ⓐ 1 ⓑ 2 ⓒ 3 ⓓ 4
8. Food : Hunger : : Water : ?
   ⓐ Desire ⓑ Thirst
   ⓒ Dehydrate ⓓ Heat
9. X is west of Y and Y is north of Z. M is south of X. Which direction is 'M to Z'?
   ⓐ North ⓑ West
   ⓒ South ⓓ East
10. Which number will complete the series 1, 3, 7, 15, 31, 63, ...?
    ⓐ 123 ⓑ 125 ⓒ 127 ⓓ 129

Ans.					
1 ⓐ	2 ⓒ	3 ⓒ	4 ⓓ	5 ⓓ	
6 ⓑ	7 ⓒ	8 ⓑ	9 ⓑ	10 ⓒ	

নির্ভুল ও সহজবোধ্য আলোচনা যে কোনো জটিলতাকে সহজেই জয় করতে পারে
EDITION 2020
আর Bank Math!! এটা আর এমন কী? পড়ুন
Professor's
MCQ Bank Math
দেখুন, Math কত্তো সহজ!!
দ্রুততম সময়ে Math সমাধানের Technic সম্বলিত Self Coaching
প্রফেসর'স প্রকাশন
০ ৫৭১৬৫১২৯, ৯৫৩৩০২৯

নিয়োগ টিপস

- প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
- অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ

বাংলা

- মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন— কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম— মুক্তি।
- যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাকে বলে— ক্ষণপ্রভা।
- 'কথাচ্ছলে' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— কথা + ছলে।
- 'নিকুঞ্জ' শব্দের অর্থ— বাগান।
- 'অনাদর' শব্দের ব্যাসবাক্য— ন আদর, নঞ তৎপুরুষ।
- 'এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি' বাক্যটি— পুরাঘটিত বর্তমান।
- 'ঐশ্বর্য'-এর বিপরীত শব্দ— দারিদ্র্য।
- 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা— শামসুর রাহমান।
- ব্যাকরণের যে অংশে কারক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়— রূপতত্ত্বে।
- বাংলা সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন— প্যারীচাঁদ মিত্র।
- 'ওয়ারিশ' উপন্যাসটির রচয়িতা— শওকত আলী।
- 'পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা'- এখানে 'দাসে' যে কারকে যে বিভক্তি— সম্প্রদানে সপ্তমী।
- যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে বলে— অলুক সমাস।
- 'বৃষ্টি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— বৃষ্ + তি।
- তৎপুরুষ সমাসে যে পদ প্রধান— পর পদ।
- 'শিব মন্দির' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা— কায়কোবাদ।
- যে আমলে বাংলা গজল ও সুফী সাহিত্য সৃষ্টি হয়— হোসেন শাহী।
- শরীর > শরীল যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন— বিষমীভবন।
- 'গাজী মিয়ার বস্তানী' যে ধরনের রচনা— আত্মজীবনী।
- 'রতন' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গল্পের চরিত্র— পোস্টমাস্টার।
- 'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ— নিগ্রহ।
- 'কারসাজি' শব্দে যে ভাষার উপসর্গ আছে— ফারসি।
- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর- এখানে 'টাপুর টুপুর' যে ধরনের শব্দ— পদের দ্বিরুক্তি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন— বসন্ত।
- বাংলা সাহিত্যের আদি কবি— লুইপা।
- আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম— উপভাষা।
- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলে— অক্ষর।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা— ৪১টি।
- সার্ধশত জন্মবার্ষিকী- এখানে সার্ধশত যে ধরনের শব্দ— ক্রমবাচক।
- 'দোসরা' তারিখ জ্ঞাপক সংখ্যাটি যে ভাষা থেকে এসেছে— হিন্দি।
- 'যে যেতে চায় তথাপি বসে আছে'- এটি যে শ্রেণীর বাক্য— যৌগিক বাক্য।
- 'নদের চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ— অহমিকাপূর্ণ নির্গুন ব্যক্তি।
- একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে যে চিহ্ন বসে— কোলন।
- As you sow, so will you reap- এর অর্থ —যেমন কর্ম, তেমন ফল।
- 'জাহাকুল আবদ' শব্দের অর্থ— গোলামের হাসি।
- নারী সমাজের উন্নতির জন্য 'নারীশক্তি' নামে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন— ডাঃ লুৎফর রহমান।
- 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' উক্তিটির রচয়িতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'লৌকিক ছন্দ' বলা হয়— স্বরবৃত্তকে।
- সতীন, সৎমা, ত্রয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি— নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ।
- লালসালু উপন্যাসের রচনাকাল— ১৯৪৮ সাল।
- বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য— মেঘনাদবধ কাব্য।
- অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে— উপসর্গের।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অনূদিত হয়— ২৩টি ভাষায়।
- 'আমি জ্বর জ্বর বোধ করছি।' বাক্যে জ্বর জ্বর দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে— সামান্য বোঝাতে।

ENGLISH

- I need— soap to wash my dress with. — a piece of.
- No news— good news. — is.
- Times have changed and so—. — have we.
- He fantasized— winning the lottery. — about.
- Do not leave— I come. — until.
- — is not the only thing that tourists want to see. — Scenery.
- It is high time we— the matter. — discussed.
- If the driver had been more careful, the accident— occurred. — might not have.
- A lexicographer is a person who writes —. — dictionaries.
- I don't have — spare time these days. — much.

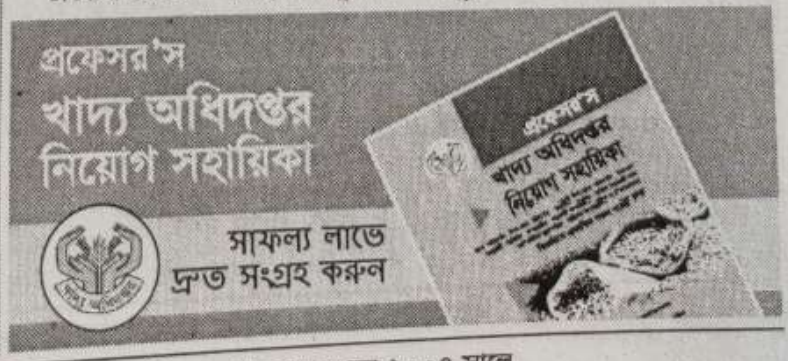

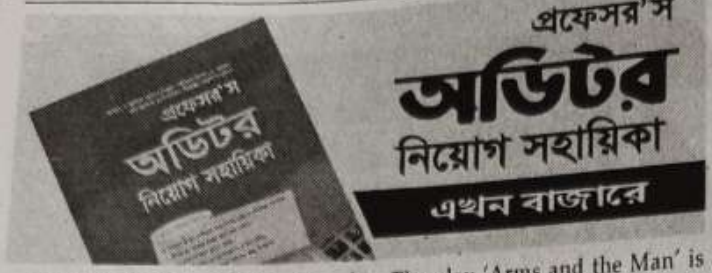

- The child cried for— another. — its.
- The greater the demand, — the price. — the higher.
- Frequent closures of universities badly— academic progress. — affect.
- Either they or I— wrong. — am.
- We will need only— food for the picnic. — a little.
- Give me— one taka note. — a.
- Let me do the work, — ? — will you.
- It is you who — to blame. — are.
- — Bangladesh are a brave nation. — The.
- — Atheist is a person who does not believe in God.—An
- Karim would rather— a pepsi than a beer. — have.
- — the situation infuriated him, he died his best to control anger. — Though.
- I watched the boat— down the river. — floating.
- Would that I — to college. — could go.
- The day of my sister's marriage is drawing near. The underlined word is a/an— Adverb.
- No animals are so big — the blue whale. — as.

Literature

- The poet of poets is called— Edmund Spenser.
- Othello gave desdemona— as a token of love. — handkerchief.
- Award of Nobel prize in Literature was started from— 1901.
- 'Three Witches' are important characters in—. — Macbeth.
- 'Heart of Darkness' is a novel written by— Joseph Conrad.
- John Keats is a— poet. — romantic.
- 'Child is the father of man' is taken from the poem of—. — William Wordsworth.
- 'Things Fall Apart' is written by— Chinua Achebe.
- The play 'Arms and the Man' is written by— George Bernard Shaw.
- 'King Lear' is a—. — Tragedy.
- The author of 'For Whom the Bell Tolls' is — Ernest Hemingway.
- The poem 'Isle of Innisfree' is written by— W.B. Yeats.
- Leo Tolstoy is a— novelist. — Russian.
- 'All people dream, but not equally' is written by— T. E. Lawrence
- The first English dictionary is written by— Samuel Jonson.

Synonyms

- Diversity— Variety ǀ Futile— Useless ǀ Reveal— Disclose ǀ Pitfall— Shortcoming ǀ Somber— Gloomy ǀ Mischievous— Vicious ǀ Augment— Increase ǀ Scream— Yell ǀ Summon— Call ǀ Hoard— Collection.

Antonyms

- Hybrid— Purebred ǀ Tedious— Refreshing ǀ Scanty— Unlimited ǀ Patriot— Traitor ǀ Persuade— Dissuade ǀ Lax— Rigid ǀ Altruism— Selfishness ǀ Exodus— Influx ǀ Bless— Desanctify ǀ Urban— Uncouth.

Idioms and Phrases

- Crocodile tears— Deceptive cry ǀ Hush money— Money given as bribe ǀ En route— On the way ǀ Dog days— Hot weather ǀ Black and blue— Mercilessly.

Spellings

- Accession ǀ Bouquet ǀ Dysentery ǀ Conqueror ǀ Connoisseur ǀ Personnel ǀ Chrysanthemum ǀ Incandescent ǀ Jewellery ǀ Efflorescence ǀ Belligerent ǀ Catastrophe.

Translation

- এখন পৌনে দশটা বাজে—It is a quarter to ten now.
- ছেলেটি হাড়ে হাড়ে দুষ্ট— The boy is wicked to the backbone.
- সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে— He talks as if he knew everything.
- কেটলিতে পানি টগবগ করছে— The water is simmering in the kettle.
- ট্রেনটি ঢাকা যাবে—The train is bound for Dhaka.

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- মহাস্থানগড় যে নদীর তীরে অবস্থিত— করতোয়া।
- লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন— মোহাম্মদ আযম।
- মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে— ভৈরব বাজারে।
- জাতীয় জাদুঘরের স্থপতি— মোস্তফা কামাল।
- নোয়াখালীর পূর্বনাম— সুধারাম।
- দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়— ১ জানুয়ারি ১৯৯৩।
- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরোত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়— ৬৮ জন।
- পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন— চৌধুরী খালেকুজ্জামান।
- তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন— নারিকেল বাড়িয়ায়।
- জাতীয় 'ই-তথ্যকোষ' উদ্বোধন করা হয়— ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।
- সুবাদার ইসলাম খান ঢাকার নাম রাখেন— জাহাঙ্গীরনগর।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন— খাজা নাজিমউদ্দীন।
- 'শিখা চিরন্তন' অবস্থিত— সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার পরিমাপ— ১২ নটিক্যাল মাইল।
- বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়— ১৯৭৫ সালে, রাঙ্গামাটিতে।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন— লে. কর্নেল এম এ রব।
- বাংলাবান্ধা যে জেলায় অবস্থিত— পঞ্চগড়।
- বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিলেন— ৩৪ জন।
- জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন— কুর্ট ওয়াল্ডহেইম।
- বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়— জুলাই ১৯৭৩।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদকাল— ৪ বছর।

- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন— বিমান মল্লিক।
- বাংলাদেশের প্রথম Wi-Fi City'র নাম— সিলেট।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সর্বোচ্চ উচ্চতার ভাস্কর্য— বীর, ঢাকা।
- মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়— ৫ মার্চ ২০২০।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন— লিটন দাস।
- বাংলাদেশে COVID-19 আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়— ৮ মার্চ ২০২০।
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বর্তমান নাম— আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।
- 'কারাগারের রোজনামচা'-র ভূমিকা লিখেছেন— প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট— ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশে রঙিন টিভি সম্প্রচার শুরু হয়— ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে পর্যায়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন— অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মাননীয় সদস্যবর্গের সংখ্যা— ৩৫০ জন।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার-এর নাম— ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
- জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক যত টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট প্রচলন করে— ২০০ টাকা।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার— চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল— মেসোপটেমিয়ায়।
- লাইসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন— এরিস্টোটল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়— ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী— আমাজন।
- মাইক্রোনেশিয়া এর অবস্থান হলো— পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।
- একদিনের ক্রিকেট শুরু হয়— ১৯৭১ সালে।
- ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে দেশের উপনিবেশ ছিল— নেদারল্যান্ডস।
- হিজরী সন গণনা শুরু হয়— ৬২২ সাল থেকে।
- OPEC-এর সদর দপ্তর অবস্থিত— ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।
- মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ অধিবাসী— ককেশীয়।
- পার্ল হারবার অবস্থিত— হাওয়াই দ্বীপে।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রথম গঠিত হয়— ১৯৪৮ সালে।
- ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয়— ১৪৮৭ সালে।
- শাত-ইল-আরব যে দেশের সীমানা নির্দেশ করে— ইরাক ও ইরান।
- ভূমি মাইন নিষিদ্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি— অটোয়া চুক্তি।
- ক্যাটালন যে দেশের ভাষা— স্পেন।
- সাংবাদিকতায় পুলিৎজার পুরস্কার দেয়া হয়— ১৯১৭ সালে।
- ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট হলো— ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন।
- জাতিসংঘের ইউরোপীয় দপ্তর অবস্থিত— জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- মালদ্বীপের মুদ্রার নাম— রুপিয়া।
- মাদার তেরেসা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির নাম— মিশনারিজ অব চ্যারিটি।
- 'কালাপানি' যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখণ্ড— ভারত ও নেপাল।
- উরুগুয়ে রাউন্ডের সলাপ চলেছিল— ৮ বছর।
- প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়— ১৯৩০ এর দশকে।
- ২০১৯ সালের গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ দেশ— নরওয়ে।
- বর্তমানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সরকারপ্রধান— সেবাস্তিয়ান কুর্জ, অস্ট্রিয়া।
- বিশ্বে প্রথম ই-পাসপোর্ট চালু হয়— মালয়েশিয়ায়।
- আন্তর্জাতিক গণিত দিবস পালিত হয়— ১৪ মার্চ।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ— মালদ্বীপ।
- উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় চীনের যে প্রদেশে বাস করে— জিনজিয়াং।
- World Health Organization (WHO)-এর সদর দপ্তর— জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়— তুরস্ক ও রাশিয়াকে।
- ইয়াঙ্গুন যে নদীর তীরে অবস্থিত— ইরাবতী।
- হিব্রু সভ্যতা যে নগরীতে গড়ে উঠেছিল— প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

- তরঙ্গ দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়— শক্তি।
- মানবদেহে স্কার্ভি রোগ হয়— অ্যাসকরবিক এসিডের অভাবে।
- সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট Twitter চালু হয়— ২০০৬ সালে।
- ১ কিলোবাইট— ১০২৪ বাইট।
- তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী— ওয়াইম্যাক্স।
- প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা থাকে— Clip Board-এ।
- বর্তমানে ব্যবহৃত কম্পিউটার যে প্রজন্মের— ৪র্থ।
- সফটওয়্যার ডিলিট করার Run command চালু করে লিখতে হয়— regedit।
- Global Positioning System Uses—CDMA।
- ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত রূপ— এমটিএস।
- যে ধরনের প্রিন্টার সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উন্নত মানের প্রিন্ট প্রদানে সক্ষম— লেজার প্রিন্টার।
- HTTP 404 error হলো— সার্ভার পাওয়া যাচ্ছে না।
- কম্পিউটারের আই. কিউ হচ্ছে— ০।
- কম্পিউটার একটি— হিসাবযন্ত্র।
- লগারিদমের প্রবর্তন করেন— জন নেপিয়ার।

গণিত ও মানসিক দক্ষতা

বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য দেখুন প্রফেসর'স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ গাইড, প্রফেসর'স গণিত স্পেশাল, Professor's MCQ Review : গাণিতিক যুক্তি ও Professor's MCQ Review : মানসিক দক্ষতা এবং প্রফেসর'স বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট।

ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান, ১০০ সেট মডেল এবং Exam Review সংবলিত
নির্ভুল ও সর্বাধিক কমনপ্রাপ্ত বই
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণে প্রণীত
প্রফেসর'স প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
এখন বাজারে

QS বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং

বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং মূল্যায়নকারী যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াকারেলি সায়মন্ডস (QS)। ২০০৪-২০০৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশনের (THE) সাথে যৌথভাবে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করলেও ২০১০ সালে QS আলাদা হয়ে যায়। QS প্রকাশিত সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য র‍্যাঙ্কিংগুলোর একটি মনে করা হয়। এ র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক মান নিরূপণ করা হয় ছয়টি সূচকে।

১০ জুন ২০২০ QS'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় QS World University Ranking 2021। র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়—

১. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র।
২. স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।
৩. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।
৪. ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র।
৫. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।
৬. সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সুইজারল্যান্ড।
৭. ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য।
৮. ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
৯. ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র।
১০. ইউসিএল, যুক্তরাজ্য।

র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ

QS'র বিশ্বসেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পায় বাংলাদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় দুটির অবস্থান ৮০১-১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। টানা তৃতীয়বারের মতো তালিকায় স্থান পায় বিশ্ববিদ্যালয় দুটি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়েছিল। তখন এর অবস্থান ছিল ৭০১-৭৫০ এর মধ্যে।

CWUR'র ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২০-২১

সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক সংস্থা Centre for World University Ranking (CWUR) ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে আসছে। মোট সাতটি সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক মান যাচাই করে থাকে CWUR। ৮ জুন ২০২০ সংস্থাটি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২০-২১ শীর্ষক বিশ্বসেরা ২০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা। এতে টানা নবমবারের মতো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্থান পায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), যার অবস্থান ১৭৯৪।

এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২০

৩ জুন ২০২০ যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী *টাইমস হায়ার এডুকেশন* (THE) অষ্টমবারের মতো তাদের ওয়েবসাইটে 'এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২০' শীর্ষক তালিকা প্রকাশ করে। পাঁচটি সূচকে এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান যাচাই-বাচাই করে ৩০টি দেশ ও অঞ্চলের ৪৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে করা হয় এ তালিকা। এতে প্রথম স্থানে রয়েছে চীনের সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২৩.২ পয়েন্ট পেয়ে ১০৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে র‍্যাংকিংয়ে যৌথভাবে ৪০১তম স্থান অধিকার করে।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২০

দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২০ সালের এসএসসি, দাখিল এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) ও বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) পরীক্ষার ফল ৩১ মে ২০২০ একযোগে প্রকাশিত হয়। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের *প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স*-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	কুমিল্লা	যশোর	বরিশাল	সিলেট	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ	মাদরাসা	কারিগরি
পাসের হার	৮২.৩৪	৮৪.৭৫	৯০.৩৭	৮৫.২২	৮৭.৩১	৭৯.৭০	৭৮.৭৯	৮২.৭৩	৮০.১৩	৮২.৫১	৭২.৭০
জিপিএ-৫	৩৬,০৪৭	৯,০০৮	২৬,১৬৭	১০,২৪৫	১৩,৭৬৪	৪,৪৮৩	৪,২৬৩	১২,০৮৬	৭,৪৩৪	৭,৫১৬	৪,৮৮৫

এক নজরে ফলাফল ▸▸ মোট পরীক্ষার্থী : ২০,৪০,০২৮ জন। কৃতকার্য পরীক্ষার্থী : ১৬,৯০,৫২৩ জন। মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী : ১,৩৫,৮৯৮ জন। ১১টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার : ৮২.৮৭%। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার : ৮৩.৭৫%। ৯টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে প্রাপ্ত মোট জিপিএ-৫ : ১,২৩,৪৯৭। সর্বোচ্চ পাসের হার : রাজশাহী বোর্ড; ৯০.৩৭%। সর্বনিম্ন পাসের হার : কারিগরি শিক্ষা বোর্ড; ৭২.৭০%। শতভাগ পাসকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ৩০২৩টি। শূন্য পাসকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ১০৪টি।

বাংলাদেশে H1N1 (সোয়াইন ফ্লু) প্রথম শনাক্ত হয় ২০০৯ সালে

সঠিক তথ্যের সন্ধানে

পর্ব ৭৯

ট্যারিফ কমিশন-এর বর্তমান নাম কী?

×ভুল ➢ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
✓সঠিক ➢ বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে উৎসাহিতকরণসহ আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম/চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী, ২৮ জুলাই ১৯৭৩ 'ট্যারিফ কমিশন' যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন পাসের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়। ৬ নভেম্বর ১৯৯২ আইনটি কার্যকরের মাধ্যমে ট্যারিফ কমিশন-এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন'। ২২ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় সংসদে পাস করা হয় 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২০'। বিলটিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নামের সাথে 'ট্রেড অ্যান্ড' যুক্ত করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ আইনটি কার্যকরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন-এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন'।

আয়তনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম উপজেলা কোনটি?

×ভুল ➢ বন্দর ✓সঠিক ➢ শায়েস্তাগঞ্জ

১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর ৪৫টি থানাকে উপজেলা করার মধ্য দিয়ে উপজেলা ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। ১৪ মার্চ ১৯৮৩ থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে নানা উপজেলাকে ভেঙে নতুন নতুন উপজেলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে অনেক উপজেলার যেমন আয়তন কমছে, তেমনি জনসংখ্যারও তারতম্য ঘটছে। ২০ নভেম্বর ২০১৭ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৪তম সভায় হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার— শায়েস্তাগঞ্জ, নুরপুর, ব্রাহ্মণডোরা ইউনিয়ন এবং শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা নিয়ে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার অনুমোদন দেয়া হয়। এটি দেশের ৪৯২তম উপজেলা। একই সাথে আয়তনে এটি দেশের ক্ষুদ্রতম উপজেলা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে।

আয়তনে ক্ষুদ্রতম ৫ উপজেলা (বর্গ কিমি)

উপজেলা	জেলা	আয়তন
শায়েস্তাগঞ্জ	হবিগঞ্জ	৩৯.৫৫
কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম	৫৪.৩২
বন্দর	নারায়ণগঞ্জ	৫৪.৩৯
আশুগঞ্জ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৭.৫৯
ফুলতলা	খুলনা	৭৪.৩৩

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

×ভুল ➢ ৭৫১ ✓সঠিক ➢ ৭০৫

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান। ১৮ এপ্রিল ১৯৫১ প্যারিস চুক্তি (Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে ২৩ জুলাই ১৯৫২ ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত কমিউনিটি (ECSC) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিস চুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি আন্তঃদেশীয় পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী Assembly'র সদস্য হবে ৭৮ জন। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ Assembly'র প্রথম বৈঠক বসে। ২৫ মার্চ ১৯৫৭ ECSC ভুক্ত দেশ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি (EEC) ও ইউরোপিয়ান অ্যাটোমিক এনার্জি কমিউনিটি (EACE বা Euratom) প্রতিষ্ঠার জন্য Treaty of Rome ও Euratom Treaty স্বাক্ষর করে। ১ জানুয়ারি ১৯৫৮ চুক্তি দুটি কার্যকরের মাধ্যমে ECSC'র পাশাপাশি EEC ও Euratom প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনটি সংস্থার সমন্বয় ঘটাতে Assembly'র নামকরণ করা হয় European Parliamentary Assembly এবং সদস্য সংখ্যা করা হয় ১৪২ জন। ১৯ মার্চ ১৯৫৮ ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে European Parliamentary Assembly'র প্রথম বৈঠক বসে। ৩০ মার্চ ১৯৬২ European Parliamentary Assembly'র নাম পরিবর্তন করে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট করা হয়। ৮ এপ্রিল ১৯৬৫ তিনটি ইউরোপীয় জোট অর্থাৎ ECSC, EEC ও Euratom একীভূত করে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি (EC) প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে Merger Treaty স্বাক্ষর করে। ১ জুলাই ১৯৬৭ চুক্তিটি কার্যকরের মাধ্যমে এ তিনটি সংস্থা ইউরোপিয়ান কমিউনিটি নামে পরিচিত হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য যুক্ত হলে কিংবা যুক্ত ছাড়াও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হতো। ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ স্বাক্ষরিত এবং ১ ডিসেম্বর ২০০৯ কার্যকর করা Treaty of Lisbon এর মাধ্যমে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ৭৫১ করা হয়। কিন্তু তা প্রথম প্রয়োগ করা হয় ২২-২৫ মে ২০১৪ অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময়। ৩১ জানুয়ারি ২০২০ যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ ত্যাগ করলে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০৫।

বিভিন্ন সময়ে EP'র সদস্য

সময়কাল	সদস্য
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২	৭৮
১ জানুয়ারি ১৯৫৮	১৪২
১ জানুয়ারি ১৯৭৩	১৯৮
৭-১০ জুন ১৯৭৯	৪১০
১৪-১৭ জুন ১৯৮৪	৪৩৪
১৫-১৮ জুন ১৯৮৯	৫১৮
৯-১২ জুন ১৯৯৪	৫৬৭
১০-১৩ জুন ১৯৯৯	৬২৬
১০-১৩ জুন ২০০৪	৭৩২
১ জানুয়ারি ২০০৭	৭৮৫
৪-৭ জুন ২০০৯	৭৩৬
১ ডিসেম্বর ২০০৯	৭৫৪
১ জুলাই ২০১৩	৭৬৬
২২-২৫ মে ২০১৪	৭৫১
১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৭০৫

বাংলাদেশে কিউট্যানিয়াস অ্যানথ্রাক্স প্রথম শনাক্ত হয় ২০০৯ সালে

প্রশ্ন আপনার আমাদের উত্তর

প্রশ্নগুলো যারা পাঠিয়েছেন

মো. গুলজার আহমেদ, সাতক্ষীরা। মো. অনিক চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মো. রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর। জীবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ফাতেমা খাতুন, রংপুর। কাজী আসাদ, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ, জয়পুরহাট। সুমন, মো. রিজু আহমেদ, ডিমলা, দিনাজপুর। সোহান মল্লিক, বরিশাল সদর, বরিশাল। আকরাম খান, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন : খেলার ক্ষেত্রে 'ট্রিপল ক্রাউন' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ক্রিকেট, সাঁতার, সাইকেলিং, বাস্কেটবল, ঘোড়দৌড়, মটর রেসিং ইত্যাদি খেলায় কোনো দল একই মৌসুমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোপা জয়লাভ করলে সে দলকে 'ট্রিপল ক্রাউন' (Triple Crown) জয়ী বলা হয়। উল্লেখ্য, ফুটবলে কোনো দল একই মৌসুমে তিনটি শিরোপা জয় করলে সে দলকে ট্রেবল (Treble) বলা হয়।

প্রশ্ন : ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নামে ব্যবহৃত H ও N দ্বারা কী বোঝানো হয়?

উত্তর : ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের (H1N1) নামে ব্যবহৃত H ও N দ্বারা ভাইরাল গ্লাইকোপ্রোটিন hemagglutinin (H) and neuraminidase (N) বোঝানো হয়।

প্রশ্ন : বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'সায়ের' সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : ১৮৩৬ সালের পূর্বে ঢাকাসহ পুরো বাংলায় পণ্য উৎপাদকদের বাজারে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় পথে পথে শুল্ক দিতে হতো। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এ শুল্কই 'সায়ের' নামে পরিচিত ছিল। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে এটি আদায় বন্ধ হলেও তার মৃত্যুর পর আবার তা শুরু হয়। পরবর্তীতে জমিদারেরা নিজ নিজ এলাকায় নানা নামে 'সায়ের' আদায় করত।

প্রশ্ন : হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বলতে এমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে প্রায়ই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। বিরোধী দল ও বিরোধী প্রার্থীদের ওপর সরকারের চাপ নৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়া দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও দুর্বল আইনের শাসন; নাগরিক সমাজও দুর্বল। আর বিচারব্যবস্থা স্বাধীন নয় এবং সাংবাদিকদের হয়রানি ও চাপ দেয়া হয়।

প্রশ্ন : VS দ্বারা কী বোঝানো হয়?

উত্তর : VS-এর পূর্ণরূপ Versus, যা সাধারণত খেলার ক্ষেত্রে বনাম বা বিপক্ষে অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : কুর্দিদের সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : কুর্দিরা মেসোপটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক, উত্তর-পূর্ব সিরিয়া, উত্তর ইরাক, উত্তর-পশ্চিম ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মেনিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। তারা মধ্যপ্রাচ্যের চতুর্থ বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী।

প্রশ্ন : চেইন মাইগ্রেশন (Chain migration) কী?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের গ্রিনকার্ড বা বৈধ নাগরিকত্বধারী স্বজন (একই পরিবারভুক্ত) থাকার ভিত্তিতে ভিসা পাওয়ার প্রথাটি 'চেইন মাইগ্রেশন' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন : 'টাকা' শব্দের উদ্ভব কোথা থেকে?

উত্তর : 'টাকা' শব্দটি সংস্কৃত 'টঙ্ক' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ রৌপ্যমুদ্রা।

প্রশ্ন : পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি হয় কীভাবে?

উত্তর : পৃথিবীতে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে কঠিন পাথর সমৃদ্ধ পাহাড়-পর্বত। পরবর্তীতে এর থেকে নিঃসৃত আগ্নেয়শিলা লক্ষ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটির সৃষ্টি হয়। অন্য মতে, পৃথিবীর উপরিভাগে জমে থাকা আগ্নেয়শিলা সূর্যকিরণ এবং বাতাসের সাহায্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়। যা লক্ষ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিদের দেহাবশেষের সাথে মিশে ধীরে ধীরে জমা হয় ও পরবর্তীতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : ডিজিজ এক্স বা অজ্ঞাত রোগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)'র তথ্য মতে, বর্তমানে অজানা ভাইরাসজনিত রোগ যা আন্তর্জাতিকভাবে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন রোগকে Disease X বা অজ্ঞাত রোগ বলা হয়। বর্তমান সময়ের COVID-19 এ ধরনের একটি রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন : Brain Drain কী?

উত্তর : দেশের জনগণের অর্থ, চাকরি এবং ব্যবসায়ের আকর্ষণীয় সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে বিদেশে চলে যাওয়া হলো Brain Drain।

প্রশ্ন : ভিট্রুভিয়ান ম্যান কী?

উত্তর : প্রাচীন রোমের স্থপতি মার্কাস ভিট্রুভিয়াস পোলিও তার 'দে আর্কিতেকচুরা' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থাপত্যের আদি নীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মানুষের বাহ্যিক অঙ্গসমূহের আনুপাতিক পরিমাপ (যেমন : পায়ের পাতা, মানুষের উচ্চতার ৭ ভাগের ১ ভাগ) ব্যাখ্যা করেন। আনুমানিক ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে কালজয়ী চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এ অনুপাতের বিষয়টিকে চিত্রে রূপ দেন, যা ভিট্রুভিয়ান ম্যান নামে পরিচিত।

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক আপনার যে কোনো জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন ca@professorsbd.com ঠিকানায় অথবা ডাকে। ফোনে কোনো প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়।

জানা অজানা

পর্ব ৬৩

মসজিদে কুবা
ক্যারোলিনা বে ■ ভ্যাকসিন আবিষ্কার

মসজিদে কুবা

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর নির্মিত ইসলামের প্রথম মসজিদ

মসজিদে কুবা বা কুবা মসজিদ সৌদি আরবের মদিনা শহরের দক্ষিণ-পূর্বে ও মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে কুবা নামক স্থানে অবস্থিত। কুবা মূলত একটি প্রাচীন কূপের নাম। কূপের নামানুসারে পরবর্তী সময়ে এলাকার এবং তা থেকে এ মসজিদের এরূপ নামকরণ হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের শুরুর দিকে কাফিরদের অত্যাচারে মুসলমানরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং হিজরি প্রথম বর্ষে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর হযরত মুহাম্মদ (স) কুবায় উপস্থিত হয়ে এ মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি নিজেই এটির নির্মাণকাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথম এখানে নামায আদায় করেন। পবিত্র কোরআনে এ মসজিদ ও তার মুসল্লিদের প্রশংসা করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে কুবা মদিনার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটির বর্তমান আয়তন ১৩,৫০০ বর্গমিটার। এখানে ২০,০০০ মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারে। মসজিদের মূল আকর্ষণ বিশাল গম্বুজ এবং চার কোণায় চারটি সুউচ্চ মিনার। ১৯৮৬ সালে মসজিদটির পুনর্নির্মাণকালে ব্যাপকভাবে সাদা পাথর ব্যবহার করা হয়। মসজিদের চতুর্দিকের সবুজ পাম গাছের বলয় মসজিদটিকে বাড়তি সৌন্দর্য দিয়েছে।

ভ্যাকসিন আবিষ্কার

জীবনকে করে রোগমুক্ত

টিকা বা ভ্যাকসিন (Vaccine) হলো এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ বা মিশ্রণ, যা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করার মাধ্যমে দেহে কোনো একটি রোগের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ৪২৯ খ্রিষ্টপূর্বে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডেস (Thucydides) লক্ষ্য করেন, এথেন্স শহরে যেসব রোগী গুটি বসন্তে (small pox) আক্রান্ত হবার পর বেঁচে যাচ্ছে তাদের পুনরায় এ রোগ হচ্ছে না। পরবর্তীতে ১০ম শতাব্দীর শুরুতে চীনারা সর্বপ্রথম ভ্যাকসিনেশন এর আদিরূপ ভ্যারিওলেশন (Variolation) আবিষ্কার করে। ১৭৯৬ সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার গুটি বসন্ত চিকিৎসায় আধুনিক ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৮৮০ সালে লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের (Rabies) ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন এবং ভ্যাকসিন জগতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রোগের কার্যকারণ আবিষ্কার করতে থাকলে ভ্যাকসিন তৈরির পথও সুগম হয়। আর এর মাধ্যমে লক্ষ্য-কোটি মানুষের জীবন বাঁচানোও সম্ভব হয়।

ক্যারোলিনা বে কিন্তু বে (উপসাগর) নয়!

ক্যারোলিনাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর উপকূলে অদ্ভুত উপবৃত্তাকার অসংখ্য জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়, যা প্রধানত ক্যারোলিনা বে (Carolina bays) নামে পরিচিত। এগুলোকে কোথাও কোথাও মেরিল্যান্ড বেসিন, ডেলমারভা বে ইত্যাদি নামেও পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, ডেলাওয়্যার, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা জুড়ে এরূপ ৫,০০,০০০ এরও বেশি বে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো বে বা উপসাগর নয়, এগুলো আসলে একধরনের অগভীর হ্রদ, যা কয়েক শত ফুট থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত লম্বা। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বনভূমি বা জলাভূমি, যা শীত ও বসন্তে বৃষ্টির পানিতে ভরা থাকে এবং গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। এদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো একই দিকে একইভাবে মুখ করে থাকা। ক্যারোলিনা বে'র উৎপত্তি নিয়ে এখনো রহস্য থেকেই গেছে। এখানকার নানা প্রজাতির গাছপালা, কীটপতঙ্গ ও পশুপাখির উপস্থিতি উন্নত জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

কেন হয়?

⊙ **মানুষের হেঁচকি আসে কেন?**

— দ্রুত খাওয়া বা অন্য কোনো কারণে ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা নামক ফুসফুসের নিচের পাতলা মাংসপেশির স্তর হঠাৎ সংকোচিত হয়ে ভোকাল কর্ড সাময়িকভাবে বন্ধ হলে হেঁচকির সৃষ্টি হয়।

⊙ **হাত বা পায়ে ঝিঁঝি ধরে (Temporary Paresthesia) কেন?**

— মানবদেহে সর্বত্র অসংখ্য স্নায়ু রয়েছে, যেগুলো রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্ক ও দেহের নানা অংশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করলে নানা অনুভূতি পাওয়া যায়। বসা বা শোয়ার সময় কিছু সময় ধরে দেহের কোনো স্থানের রক্তনালি বা স্নায়ুর উপর চাপ পড়লে মস্তিষ্কে তথ্য যেতে পারে না। ফলে সেস্থানে ঝিঁঝি ধরার মতো অস্বাভাবিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

⊙ **মানুষের বোবা ধরা (Sleeping Paralysis) হয় কেন?**

— ঘুমের সময় REM (Rapid Eye Movement) ও NREM (Non-Rapid Eye Movement) নামে দুটি পর্যায় সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে REM-এ চোখের বিক্ষিপ্ত পরিচলন শুরু হয় এবং মানুষ স্বপ্ন দেখতে থাকে। এ সময়ে চোখ ব্যতীত পুরো দেহ স্থিতাবস্থায় থাকে, পেশিগুলোর কার্যকারিতাও বন্ধ থাকে। এ চক্র শেষ হবার আগে কেউ জেগে গেলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে সে কথা বলতে বা নড়তে পারে না, অর্থাৎ বোবা ধরে।

বাংলাদেশে জিকা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ২০১৪ সালে

সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ

GOAT— Greatest of All Times বা সর্বকালের সেরা কে? করোনাভাইরাসের প্রকোপে ঘরবন্দি জীবনে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে দর্শক জরিপ ওয়েবসাইট 'দ্য টপ টেনস'।

ভক্তদের ভোটে সর্বকালের সেরা ১০ ক্রীড়াবিদ

নাম	ক্রীড়াক্ষেত্র	দেশ
০১. মাইকেল জর্ডন	বাস্কেটবল	যুক্তরাষ্ট্র
০২. মোহাম্মদ আলী	বক্সিং	যুক্তরাষ্ট্র
০৩. ওয়েন গ্রেৎজকি	আইস হকি	কানাডা
০৪. বেব রুথ	বেসবল	যুক্তরাষ্ট্র
০৫. মাইকেল ফেলপস	সাঁতার	যুক্তরাষ্ট্র
০৬. উসাইন বোল্ট	স্প্রিন্ট	জ্যামাইকা
০৭. জিম থর্প	অ্যাথলেটিক্স	যুক্তরাষ্ট্র
০৮. বো জ্যাকসন	বেসবল	যুক্তরাষ্ট্র
০৯. পেলে	ফুটবল	ব্রাজিল
১০. রজার ফেদেরার	টেনিস	সুইজারল্যান্ড

বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা দুই ফুটবলার লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আছেন যথাক্রমে ১৫ ও ১৬ নম্বরে। সেরা ৫০-এ একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি স্যার ডন ব্রাডম্যান।

উইজডেন সেরা ২০১৯

৮ এপ্রিল ২০২০ 'ক্রিকেটের বাইবেল' খ্যাত সাময়িকী উইজডেন ২০১৯ সালের লিডিং ক্রিকেটার ও বর্ষসেরা পাঁচ ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করেন।

লিডিং ক্রিকেটার

- **পুরুষ :** বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)
- **মহিলা :** অ্যালিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া)
- **টি২০ :** আন্দ্রে রাসেল (উইন্ডিজ)

সেরা পাঁচ ক্রিকেটার

১. অ্যালিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া), ২. জোফরা আর্চার (ইংল্যান্ড), ৩. প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া) ৪. মারনাস ল্যাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া) ও ৫. সাইমন হার্মার (ইংল্যান্ড)।

ক্রিকেটে একাধিক নতুন নিয়ম

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে ক্রিকেটে একাধিক নতুন নিয়ম চালু করে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)। ৯ জুন ২০২০ নতুন নিয়ম চালুর ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে ICC। তবে নিয়মগুলো সাময়িকভাবে চালু করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়মে ফের বদল আনা হবে। ৮ জুলাই ২০২০ থেকে তিন টেস্টের সিরিজে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও উইন্ডিজ। এটাই হবে করোনা পরিস্থিতির মাঝে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার প্রথম ঘটনা। তাই এ সিরিজ থেকেই নতুন নিয়মগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। নিয়মগুলো হলো—

International Cricket Council

■ করোনায় বদলি খেলোয়াড়

পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচে কোনো খেলোয়াড়ের মধ্যে করোনা সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে তার বদলি খেলোয়াড় নামানো যাবে। এক্ষেত্রে কাছাকাছি মানের খেলোয়াড়কে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামানোর অনুমোদন দেবেন ম্যাচ রেফারি।

■ বলে লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

করোনাভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খেলোয়াড়রা ম্যাচের মধ্যে লালার মাধ্যমে বল উজ্জ্বল করতে পারবেন না। কেউ যদি অভ্যাসবশত বলে লালার ব্যবহার করে ফেলেন, তাহলে আম্পায়াররা এ বিষয়টির মধ্যস্থতা করবেন। তবে একই কাজ বারবার হতে থাকলে পুরো দলকে আনুষ্ঠানিক সতর্কতা দেয়া হবে। প্রতি ইনিংসে একটি দল সর্বোচ্চ দুইবার সতর্কতা পাবে। এরপর থেকে বলে লালা ব্যবহার করলে ব্যাটিং দলকে দেয়া হবে ৫টি পেনাল্টি রান। বলে লালা ব্যবহার করা হলে সেটিকে ভালোভাবে মুছে তবেই খেলা শুরু করা যাবে।

■ স্থানীয় আম্পায়ার দিয়ে খেলা পরিচালনা

স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো সিরিজ আয়োজনে অন্তত একজন নিরপেক্ষ দেশের আম্পায়ার থাকা বাধ্যতামূলক। তবে করোনার সময়ে যেকোনো দেশ চাইলে স্থানীয় আম্পায়ারদের দিয়েই ম্যাচ পরিচালনা করতে পারবে। এক্ষেত্রে ICC তাদের আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের প্যানেলভুক্ত আম্পায়ারদের মধ্য থেকে আম্পায়ার ও রেফারি ঠিক করে দেবে।

■ অতিরিক্ত রিভিউ সিস্টেমের অনুমতি

করোনার সময়ে স্থানীয় আম্পায়ারদের দিয়ে ম্যাচ পরিচালনার কারণে ভুল সিদ্ধান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে— এ বিবেচনায় সব দলের জন্য বাড়তি একটি রিভিউ নেয়ার সুযোগ দেবে আইসিসি। এতদিন ধরে প্রতি ইনিংসে টেস্টে দুই এবং ওয়ানডে ও টি২০তে একটি করে রিভিউ নিতে পারত সব দল। অস্বাভাবিক এ সময়টাতে টেস্টে তিন এবং ওয়ানডে ও টি২০তে নেয়া যাবে দুটি করে রিভিউ।

■ জার্সিতে বাড়তি লোগোর ব্যবহার

আগামী ১২ মাসের জন্য জার্সিতে বাড়তি লোগো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে আইসিসি। তবে সেটি ৩২ বর্গ ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না, যা থাকবে খেলোয়াড়দের বুকের উপরে। এতদিন ধরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এটি ব্যবহৃত হলেও, টেস্টে এর অনুমতি ছিল না। এছাড়া বাকি তিনটি লোগো ব্যবহারের নিয়মনীতি আগের মতোই থাকবে।

কথাপ্রকাশ
নিবেদিত বরেণ্যজনের জীবনী

বাংলার সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র বহু মনীষীর অবদানে পূর্ণ। তাঁদের ত্যাগ, সাধনা, মনীষা ও সংগ্রাম আমাদের দিয়েছে সমৃদ্ধি; তাঁদের অবদানে আমরা দেশে ও বিদেশে একটি গৌরবময় জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করে গড়ে তুলতে এই সব মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে সবার জন্য সহজপাঠ্য **জীবনী গ্রন্থমালা** সিরিজ প্রকাশ করে চলেছে কথাপ্রকাশ। আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য অবশ্যপাঠ্য এই জীবনীমালা তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

২০০৮
- ভাষা শহীদ
- কাজী নজরুল ইসলাম
- বীরশ্রেষ্ঠ
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- অম্বিকাচরণ মজুমদার

২০০৯
- প্রফুলচাকী
- কবি জসীমউদ্‌দীন
- সোহরাওয়ার্দী
- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- আরজ আলী মাতুব্বর
- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
- অশ্বিনীকুমার দত্ত
- সত্যজিৎ রায়
- মওলানা ভাসানী
- বেগম রোকেয়া
- জগদীশচন্দ্র বসু
- জয়নুল আবেদিন
- বিদ্রোহী তিতুমীর
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

২০১০
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- সুফিয়া কামাল

২০১১
- এস এম সুলতান
- হাজী মুহম্মদ মহসীন
- কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন
- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
- মহাত্মা গান্ধী
- হাছন রাজা
- সোমেন চন্দ

২০১২
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
- ডিরোজিও
- তাজউদ্দিন আহমদ
- রণেশ দাশগুপ্ত

২০১৩
- মাও সেতুং
- কার্ল মার্কস
- শেক্সপীয়র
- চারণকবি মুকুন্দদাস
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কাজী আবদুল ওদুদ
- মাস্টারদা সূর্য সেন
- চে গুয়েভারা
- লেনিন
- আবুল হাসান
- মাদার তেরেসা
- কামিনী রায়
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

২০১৪
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- মীর মশাররফ হোসেন

২০১৬
- আলফ্রেড নোবেল
- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি
- পাবলো পিকাসো
- লালন সাঁই
- নেলসন ম্যান্ডেলা
- ফিদেল কাস্ত্রো

২০১৭
- আলবার্ট আইনস্টাইন
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- হুমায়ুন কবির
- ইবনে সিনা
- চার্লি চ্যাপলিন

২০১৮
- জীবনানন্দ দাশ
- সৈয়দ মুজতবা আলী

২০১৯
- স্টিফেন হকিং
- সুকুমার রায়
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কথাপ্রকাশ
সৃজনের আনন্দে পথচলা

বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০, ফোন : ৯৫৮১৯৪২
Email : kathaprokash@gmail.com Web : www.kathaprokash.com

Sepnil
হ্যান্ড স্যানিটাইজার

আতঙ্কিত নয়
সচেতন হোন

কোভিড, ফ্লু, কোভিড-১৯ সহ সকল জীবাণু প্রতিহত করতে
ভরসা রাখুন স্কয়ার-এর সেপনিল হ্যান্ড স্যানিটাইজারে

যেকোন প্রশ্ন ও ডাক্তারী পরামর্শের জন্য কল করুন

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে
স্ক্যান করুন